قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ بِهٖ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِى الدِّيْنِ وَاِنَّمَا اَنَا قَاسِمٌ وَاللّٰهُ يُعْطِىْ [مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ]

مجموعہ فتاوی عزیزیہ شریف

মজমু'আহ্-ই

ফাতাওয়া-ই আযীযিয়াহ্ শরীফ

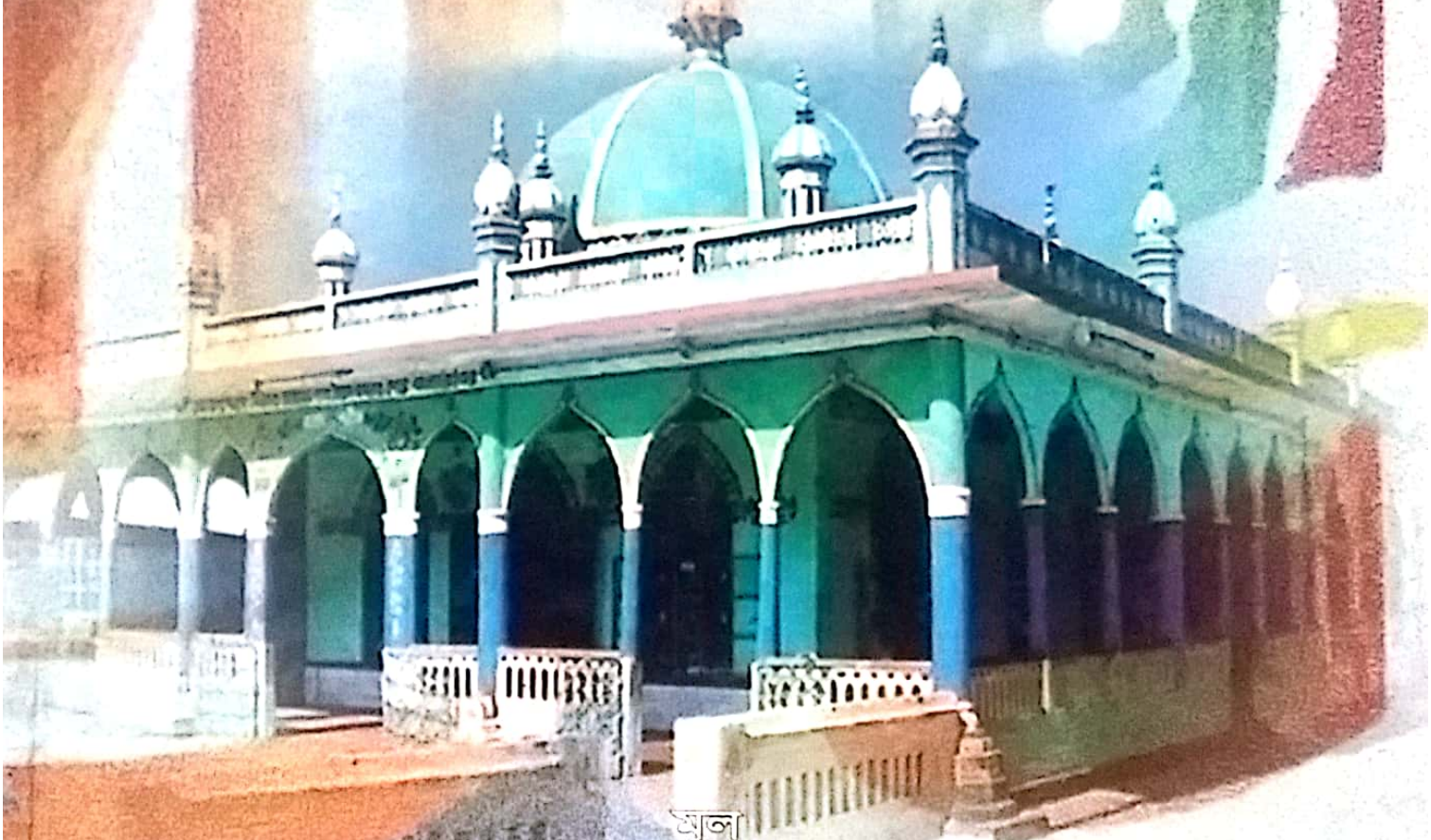

মূল

ইমামে আহ্লে সুন্নাত, পীরে ত্বরীক্বত, তাজুল ওলামা, বদরুল ফুদ্বালা, ওমদাতুল মুহাক্কিক্বীন, যুবদাতুল মুফাস্সিরীন, শামসুল মুনাযিরীন, ফখরুল ওয়া-'ইযীন, ইফতিখারুল মাশা-ইখিল আ'লাম, মুবাল্লিগুল ইসলাম, মুজাহিদে আ'যম, আশিক্বে রসূল-ই আকরাম, হযরতুল হাজ্জ আল্লামা গাযী

সৈয়দ মুহাম্মদ আযীযুল হক পীরে বাংলা আল্-ক্বাদেরী

[রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি]

বঙ্গানুবাদ

মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান

প্রকাশক

আলহাজ্ব মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ বদরুল হক আলকাদেরী

عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ يُرِدِ اللّٰهُ بِهٖ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِى الدِّيْنِ وَاِنَّمَا اَنَا قَاسِمٌ وَاللّٰهُ يُعْطِىْ [مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ]

مجموعہ فتاوی عزیزیہ شریف

মজমু'আহ্-ই

ফাতাওয়া-ই আযীযিয়াহ্ শরীফ

মূল

ইমামে আহলে সুন্নাত, পীর-ই ত্বরীক্বত, তাজুল ওলামা, বদরুল ফুদ্বালা, ওমদাতুল মুহাক্কিক্বীন, যুবদাতুল মুফাস্সিরীন, শামসুল মুনাযিরীন, ফখরুল ওয়া-'ইযীন, মুজাহিদ-ই আ'যম, আশেক্বে রসূল-ই আক্রাম হযরতুল আল্লামা গাযী

সৈয়্যদ মুহাম্মদ আযীযুল হক্ব শেরে বাংলা আলক্বাদেরী

[রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি]

বঙ্গানুবাদ

মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান

প্রকাশক

আলহাজ্ব মাওলানা সৈয়্যদ মুহাম্মদ বদরুল হক আলকাদেরী

মজ্‌মু'আহ্-ই ফাতাওয়া-ই আযীযিয়াহ্ শরীফ

মূল : ইমামে আহলে সুন্নাত পীর-ই ত্বরীক্বত তাজুল ওলামা, বদরুল ফুদ্বালা, ওমদাতুল মুহাক্কিক্বীন, যুবদাতুল মুফাস্‌সিরীন, শামসুল মুনাযিরীন, ফখরুল ওয়া-'ইযীন, মুজাহিদ-ই আ'যম, আশেক্বে রসূল-ই আক্‌রাম হযরতুল আল্লামা

গাযী সৈয়্যদ মুহাম্মদ আযীযুল হক

শেরে বাংলা আলক্বাদেরী [রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি]

বঙ্গানুবাদ : মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান

নিরীক্ষণ : আলহাজ্ব মাওলানা মুফতী

সৈয়্যদ মুহাম্মদ অছিয়র রহমান আলকাদেরী

প্রধান ফক্বীহ্, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া
চট্টগ্রাম।

প্রথম প্রকাশ : ১২ রবিউল আউয়াল, ১৪৩৬ হিজরী
২১ পৌষ, ১৪২১ বাংলা
০৪ জানুয়ারি ২০১৫ ইংরেজী

কম্পোজ-সেটিং : মুহাম্মদ ইকবাল উদ্দীন
০১৮১৫-৩৭৮৯৪৫

বাইণ্ডিং : সালাম বাইণ্ডার, চট্টগ্রাম
ফোন: ০৩১-৬৩৬৩৫৬

হাদিয়া : ১৫০/- (একশ' পঞ্চাশ টাকা মাত্র)

সর্বস্বত্ব : প্রকাশকের

প্রকাশনায় : আলহাজ্ব মাওলানা সৈয়্যদ মুহাম্মদ বদরুল হক আলকাদেরী
আল্লামা গাযী শেরে বাংলা দরবার শরীফ
হাটহাজারী, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৮১৯-৬৪৯১৪০

'Majmua'h-e Fataawa-e Aziziah Sharif' written by Imam -e Ahle Sunnat Allama **Gazi Syed Muhammad Azizul Haq Al-Qaderi** (Sher-e Bangla) Rahmatullahi Alaihi, Tarnslated in Bengali by **Moulana Muhammad Abdul Mannan** and Published by Shahzada **Moulana Syed Muhammad Badrul Haq Al-Qadery** (Darbar Sharif, Imam Gazi Sher-e Bangla, Hathazari, Chittagong, Bangladesh. **Price Tk. 150/ Only**

সূচীপত্র

ক্র.নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
০১.	প্রকাশকের বক্তব্য	চার
০২	মুখবন্ধ	পাঁচ
০৩.	হযরতুল আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহ.) এর জীবনী	ছয়
০৪.	মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য দিন-তারিখ নির্দ্ধারণ করে তা উদ্‌যাপনের বিবরণ	০১
০৫.	মীলাদ শরীফে ক্বিয়াম করার পক্ষে প্রমাণাদির বিবরণ	২৩
০৬.	'ইয়া মুহাম্মদ' বলে সম্বোধন করা নিষেধ। (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)	৪৫
০৭.	ইবাদত-বন্দেগীর কাজ করে পারিশ্রমিক নেওয়া জায়েয	৪৭
০৮.	'ওরস' উদ্‌যাপনের বিবরণ	৬১
০৯.	ওলীগণের মাযারের উপর গম্বুজ নির্মাণের বর্ণনা	৭১
১০.	ওলীগণের মাযারে মোমবাতি, ফানুস ইত্যাদি জ্বালানোর বিবরণ	৭৩
১১.	পঞ্জেগানা নামাযে 'দ্বিতীয় জমা'আত' পড়া জায়েয	৭৫
১২.	মুনাজাতের বিবরণ	৭৮
১৩.	আযান ও ইক্বামতে হুযূর-ই আক্‌রামের নাম মুবারক শুনে দু' হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলির নখে চুমু খেয়ে দু'চোখে মসেহ করার পক্ষে প্রমাণাদি	৮০
১৪.	সফর মাসের শেষ বুধবারে (আখেরী চাহার শম্বাহ) বিশেষ নিয়মে গোসল করার পক্ষে দলীলাদির বিবরণ	৮৫
১৫.	আশূরা দিবসে হাফ্‌তদানা, শবে বরাতে ফাতিহা ও হালুয়া-রুটি তৈরী করার বৈধতার পক্ষে প্রমাণাদি	৮৭
১৬.	বাংলাদেশে প্রচলিত ফাতিহার বৈধতার পক্ষে অকাট্য প্রমাণাদি	৯৩

প্রকাশকের বক্তব্য

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

সুন্নী মুসলমানদের নয়নমণি, আলিমকুল শিরমণি, অসাধারণ জ্ঞান, বেলায়তী শক্তি ও অকৃত্রিম অদম্য ইশক্বে রসূলের ধারক, ইসলামের প্রকৃত রূপরেখা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অদ্বিতীয় শীর্ষস্থানীয় কর্ণধার, সর্বস্তরে সুন্নিয়ত প্রতিষ্ঠার অদম্য অনুপ্রেরণার শক্তিশালী উৎস, উস্তাযুল ওলামা, হযরতুল আল্লামা গাযী শেরে বাংলা আল-ক্বাদেরী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি 'ইমাম-ই আহলে সুন্নাত' হিসেবে আজীবন অসাধারণ অবদান রেখে মুসলিম সমাজের জন্য দৃষ্টান্ত কায়েম করে গেছেন। দ্বীনী জ্ঞান চর্চা, শিক্ষকতা, ওয়ায-নসীহত, মুনাযারা, সংগঠন প্রতিষ্ঠা, জনসেবা ও আদর্শ রাজনীতি ইত্যাদির সাথে সাথে তিনি সময়োচিত যথেষ্ট লিখনীর কাজও চালিয়ে গেছেন। তাঁর প্রামাণ্য ও নির্ভুল ওই লিখনীগুলোর মধ্যে 'দিওয়ান-ই আযীয' ও মজমু'আহ্-ই ফাতা-ওয়া-ই আযীযিয়্যাহ্ শরীফ বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ। প্রথমটি ফার্সী ভাষায় দ্বিতীয়টি আরবী, উর্দু, ফার্সী ভাষায় রচিত। তাঁর এ গ্রন্থ ও পুস্তক দু'টি তাঁর অসাধারণ পান্ডিত্যই প্রমাণ করেছে। এ দু'টি গ্রন্থে তিনি বহু যুগজিজ্ঞাসার অনেক জবাবও অকাট্যভাবে দিয়েছেন। মোটকথা, বহুবিধ বৈশিষ্ট্যে সমৃদ্ধ এ পুস্তক দু'টি মুসলিম সমাজের জন্য সঠিক দিক-নির্দেশক হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে।

পরম সম্মানিত রচয়িতা রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি তাঁর জীবদ্দশায় এ গ্রন্থ-পুস্তকগুলো অতি সুন্দর ও নিখুঁতভাবে প্রকাশ করে গেছেন। দীর্ঘদিন যাবৎ তাঁরই প্রকাশিত কপিগুলোই সরবরাহ হয়ে আসছিলো। এক পর্যায়ে কপিগুলো সমাপ্ত হয়ে গেলে, সম্মানিত পাঠকদের চাহিদানুসারে এগুলোর পুনঃ মুদ্রণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। সুতরাং বাংলাভাষী পাঠকদের সুবিধার্থে পুস্তকগুলোর বাংলায় অনুবাদ প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। এ যুগোপযোগী কাজটি সমাধা করে দিলেন, আমার স্নেহভাজন, বিশিষ্ট আলিম-ই দ্বীন, নির্ভীক লেখক ও গবেষক, পবিত্র ক্বোরআনের বিশুদ্ধ অনুবাদ ও তাফসীরগ্রন্থ 'কান্‌যুল ঈমান ও খাযাইনুল ইরফান', 'কান্‌যুল ঈমান ও নূরুল ইরফান' এবং মিরআতুল মানাজীহ শরহে মিশকাতুল মাসাবীহ্' সহ বহু গ্রন্থের সফল অনুবাদক ও সংগঠক মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান। তিনি প্রথমে 'দিওয়ান-ই আযীয' কাব্যগ্রন্থটির উচ্চারণসহ বঙ্গানুবাদ করে দিয়েছেন, যা যথাসময়ে আমি ছাপিয়ে প্রকাশ করেছি। তারপর 'মজমু'আহ-ই ফাতা-ওয়া-ই আযীযিয়াহ্'র বঙ্গানুবাদও তিনি সমাধা করেন। এটাও আমি প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করি। এ মহান কাজটি সমাধার জন্য মহা-পরাক্রমশালী আল্লাহ্ ও তাঁর মহান হাবীবের পবিত্রতম দরবারে শোকরিয়া আদায় করছি। ধন্যবাদ জানাচ্ছি-স্নেহভাজন অনুবাদক, নিরীক্ষকগণ ও অন্যান্য সহযোগীদেরকে।

সবশেষে এ কিতাবটিও সম্মানিত পাঠকসমাজে সমাদৃত হলে নিজেদের পরিশ্রম ও উদ্যোগ সার্থক হবে। আল্লাহ্ পাক কবূল করুন! আমীন!!

ধন্যবাদান্তে

সৈয়দ মুহাম্মদ বদরুল হক আলকাদেরী

সম্মানিত রচয়িতা মহোদয়ের ছোট সাহেবযাদা

بسم الله الرحمن الرحيم

মুখবন্ধ

যেই মহান ইমাম, অপ্রতিদ্বন্দ্বী আলিম-ই দ্বীন, অতুলনীয় আশেক্বে রসূল, শানে রিসালত, বেলায়ত ও ইমামতের অতন্দ্র প্রহরী, হক্ব ও ন্যায়ের পক্ষে আপোষহীন, অসাধারণ বেলায়তী শক্তিতে সমৃদ্ধ এবং অদম্য ঈমানী ক্ষমতায় বলীয়ান ব্যক্তির আপ্রাণ প্রচেষ্টা, অগণিত তর্ক-মোনাযারায় নিরঙ্কুশ বিজয় এবং নির্ভুল শিক্ষা ও দীক্ষাদানের মাধ্যমে এদেশের মুসলিম সমাজ ইসলামের একমাত্র সঠিক রূপরেখা 'সুন্নী মতাদর্শ'কে সমুজ্জ্বল ও অম্লান অবয়বে লাভ করে ধন্য হয়েছে, তিনি হলেন ইমামে আহলে সুন্নাত হযরতুল আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ আযীযুল হক্ব শেরে বাংলা আলক্বাদেরী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি। তিনি তাঁর ব্যক্তিগত আভিজাত্য ও অসাধারণ অবদানগুলো দ্বারা গোটা সুন্নী জামা'আত, বরং সমগ্র মুসলিম জাতিকে ঋণী করে গেছেন।

ইমামে আহলে সুন্নাতের অন্যতম অবদান হচ্ছে তাঁর অমূল্য লেখনীগুলো। তাঁর লেখনীগুলোতে তিনি তাঁর নির্ভুল জ্ঞান-ভাণ্ডার দ্বারা জাতিকে সঠিক দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। তাই এগুলোর পুনর্মুদ্রণ ও ব্যাখ্যা কিংবা বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করা যুগের একান্ত চাহিদা। সুতরাং ইতোপূর্বে আমি তাঁর প্রসিদ্ধ কাব্যগ্রন্থ 'দিওয়ান-ই আযীয'-এর উচ্চারণসহ বঙ্গানুবাদ করে দিয়েছি, যা পরম সম্মানিত লেখকের ছোট সাহেবযাদা শাহ্ সূফী মাওলানা সৈয়্যদ মুহাম্মদ বদরুল হক্ব আলক্বাদেরী সাহেব প্রকাশ করেছেন।

আমাদের এ মহান ইমামের আরেক উপকারী পুস্তক হচ্ছে- 'মজমু'আহ্-ই ফাতাওয়া-ই আযীযিয়াহ্ শরীফ'। তাতে তিনি মোট তেরটি অতি জরুরী ও বরকতময় বিষয়ের পক্ষে অকাট্য প্রমাণাদির আলোকে ফাত্ওয়া প্রণয়ন করেছেন। এ পুস্তকখানার বঙ্গানুবাদও এখন সময়ের দাবী। সুতরাং এ অধম এ পুস্তকটারও অনুবাদ করার প্রয়াস পেলাম। আরবী-উর্দু-ফার্সী ভাষায় লিখিত মূল কিতাবের বর্ণনা অতি প্রাঞ্জল, দলীলগুলোও অকাট্য। এটা নি:সন্দেহে এ মহান লেখকের কৃতিত্বপূর্ণ বদান্যতা। কিন্তু মূল উর্দু কিতাবটার প্রকাশকের অসাবধানতার ফলে তাতে রয়েছে কিছু মুদ্রণ প্রমাদ। এ মুদ্রণ-প্রমাদগুলোর নেপথ্যে যেই সঠিক বর্ণনা উঁকি মেরে তাকিয়ে আছে, সেগুলোকে উদ্ধার করাই ছিলো সেটার যথাযথ অনুবাদের পূর্বশর্ত। আমি তাও করার প্রচেষ্টা চালিয়েছি, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়ার প্রধান ফক্বীহ্, আমার পরম শ্রদ্ধেয় মামাজান, ফক্বীহে যমান হযরতুল আল্লামা মুফতী সৈয়্যদ মুহাম্মদ অছিয়র রহমান আলক্বাদেরী সাহেব অনুবাদটার যথাসম্ভব নিরীক্ষণ করেছেন। মোটকথা, কিতাবটার অনুবাদ মূল পাণ্ডুলিপির অনুরূপ হয়েছে বলতে দ্বিধা নেই। আর জনাব শাহযাদা শাহ্ সূফী আলহাজ্ব মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ বদরুল হক্ব সাহেব এ কিতাবটিও প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন।

সুতরাং এ অত্যন্ত জরুরী কিতাবের বঙ্গানুবাদ বাংলাভাষী পাঠক সমাজের নিকট বহুলভাবে সমাদৃত হলেই আমাদের পরিশ্রম সার্থক হবে। আল্লাহ্ পাক ক্বুবূল করুন! আ-মী-ন।

ধন্যবাদান্তে

(মাওলানা) মুহাম্মদ আবদুল মান্নান

মহান লেখকের সংক্ষিপ্ত জীবনী

শেরে বাংলা আল্লামা গাযী
সৈয়দ মুহাম্মদ আজিজুল হক আলকাদেরী

কোন আদর্শ এবং ওই আদর্শের অনুসারী জনগোষ্ঠীর যখন ক্রান্তিকাল অতিবাহিত হয়, যুগোপযোগী ও যথাযথ উদ্যোগের অভাবে যখন ওই আদর্শ ও আদর্শের অনুসারীরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, বিরুদ্ধবাদী চক্র যখন তৎপর হয়ে নিজেদের অবস্থান গড়ে নেয় এবং ওই আদর্শের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে সেটাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে সমাজে আদর্শ বিরোধী মতবাদ প্রচার ও প্রতিষ্ঠার অপচেষ্টায় লিপ্ত হয়, তখন ওই আদর্শের কোন প্রকৃত কর্ণধার নির্বিকার হয়ে বসে থাকতে পারেন না। তখন তিনি সব প্রতিকূলতা ও আশঙ্কার সফল মোকাবেলার জন্য অস্থির হয়ে ওঠেন, পালন করেন অতন্দ্র সিপাহ্সালারের ভূমিকা। এ দেশে সুন্নিয়াতের ইতিহাসে ইমামে আহলে সুন্নাত আল্লামা গাযী শেরে বাংলা রহমাতুল্লাহি আলায়হিও এমনি একজন প্রকৃত কর্ণধার (ইমাম) ছিলেন। সুন্নিয়াতের ক্রান্তিকালে তিনিও সুন্নিয়াতের প্রতি তাঁর অকৃত্রিম আন্তরিকতা ও অসাধারণ ত্যাগের চির অম্লান উদাহরণ প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। আদর্শের সৈনিকরা তাঁর আদর্শ জীবন থেকে সত্য প্রতিষ্ঠার ও বাতিলের মোকাবেলার অনুপ্রেরণা লাভ করেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর মধ্যে বংশীয় গৌরব, জ্ঞান-গভীরতা, আত্মবিশ্বাস ও অসাধারণ সৎসাহসসহ বহু গুণ ও বৈশিষ্ট্য দান করেছিলেন। তিনি বেলায়তের উঁচু মর্যাদারও অধিকারী ছিলেন।

জন্ম

আল্লামা গাযী শেরে বাংলা বিগত ১৩২৩ হিজরি/১৯০৬ ইংরেজির একটি বিশেষ দিনের এক শুভ মুহূর্তে চট্টগ্রাম জিলার হাটহাজারী থানার মেখল গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত 'সাইয়্যেদ' পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা হযরত সাইয়্যেদ আবদুল হামীদ আল-ক্বাদেরী এবং দাদা হযরত সাইয়্যেদ মুহাম্মদ হাশমত উল্লাহ্ও ছিলেন যুগখ্যাত আলিম-ই দ্বীন ও বুযুর্গ ব্যক্তিত্ব। তাঁর আম্মাজান সাইয়্যেদা মায়মুনা খাতুনও ছিলেন বিদূষী, পুণ্যবতী ও রত্নগর্ভা। পিতা ও মাতা উভয়ের দিক দিয়ে তিনি ছিলেন খাঁটি আওলাদে রসূল।

শিক্ষাজীবন

হযরত আল্লামা আজিজুল হক আল-ক্বাদেরী ছিলেন অসাধারণ মেধাশক্তি ও উন্নত চরিত্রের অধিকারী। তিনি স্থানীয় মাদ্সরাগুলো থেকে নিয়মিতভাবে অধ্যয়ন করে টাইটেল পাশ করার পর ভারতের প্রসিদ্ধ ফতেহ্পুর মাদরাসা থেকে হাদীস ও ফিক্বহ্ ইত্যাদি শাস্ত্রে উচ্চতর শিক্ষা লাভ করেন। পুঁথিগত ও অধ্যয়নগত শিক্ষায় তিনি ছিলেন এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী আলিম-ই দ্বীন। ভারতে অধ্যয়নকালে তিনি দেওবন্দ মাদরাসার শিক্ষা ব্যবস্থা ও শিক্ষকমন্ডলীর জ্ঞানের গভীরতা সম্পর্কে জানার জন্য সেখানে যান। বাংলাদেশসহ এতদঞ্চলে প্রসারিত ওহাবিয়াতের সুতিকাগার এ দেওবন্দ মাদরাসার অবস্থান যাচাই করা ভবিষ্যতে তাঁর কর্মময় জীবনের জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ ছিলো। কারণ এতদঞ্চলের মুসলিম সমাজ থেকে ইসলামী আল-খেল্লা পরিহিত, আল্লাহ্ ও রসূলের দুশমনদের উৎখাত কিংবা চিহ্নিত করে সুন্নিয়াতের পতাকাতলে উড্ডীন করতে তিনি ছিলেন দৃঢ়প্রত্যয়ী। তিনি প্রথমে ছাত্র বেশে দেওবন্দ মাদরাসায় গিয়ে মুহাদ্দিস আশফাকুর রহমানসহ তাদের অন্যান্য শীর্ষস্থানীয় শিক্ষকদের মুখোমুখি হন। তারা তাঁকে নিছক ভর্তিচ্ছু ছাত্র মনে করে কতিপয় প্রশ্ন করেন। তিনি তাদের সব প্রশ্নের যথাযথ জবাব দেন। অতঃপর তাদের অনুমতি নিয়ে তিনিও তাদেরকে কয়েকটা প্রশ্ন করলেন। কিন্তু তারা তাঁর একটি প্রশ্ন ব্যতীত বাকী প্রশ্নগুলো এড়িয়ে যান। সুতরাং তিনি ওই দিনই বলে এসেছিলেন, "আল-হামদুলিল্লাহ্! আমি আপনাদের নিকট থেকে শিক্ষা গ্রহণ নয়, বরং আপনাদেরকে শিক্ষা দেওয়ারই উপযোগী।" তিনি তা-ই করেছিলেন জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত। ওহাবী-দেওবন্দীসহ সমসাময়িক সব ধরনের বাতিলের সফল মোকাবেলা করেছিলেন তিনি।

জ্ঞানগত দক্ষতা

আল্লামা গাযী শেরে বাংলা রহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি'র দৃঢ় প্রত্যয় ছিলো যে, তিনি জ্ঞানাস্ত্র দ্বারাই সত্য প্রতিষ্ঠা ও সব ধরনের বাতিলের মোকাবেলা করবেন। তাই তিনি প্রথমে প্রাতিষ্ঠানিক ও পুঁথিগত শিক্ষার ক্ষেত্রে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হন। তাছাড়া আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে ইল্মে লাদুন্নী দ্বারাও সমৃদ্ধ করেছিলেন। এক শুভ মুহূর্তে তিনি হযরত খাদ্বির আলায়হিস্ সালাম-এরও সাক্ষাৎ পেয়ে যান। হযরত খাদ্বির আলায়হিস্ সালাম তাঁর সাথে সস্নেহে আলিঙ্গন করেন এবং পবিত্র হাদীস শরীফ থেকে চারটি সবক পড়িয়ে

অদৃশ্য হয়ে যান। এর মাধ্যমে তাঁর মধ্যে ইলমে লাদুন্নীও স্থান পায়। তদুপরি তাঁর ধমনীতে ছিলো নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র বংশের রক্ত, হৃদয়ে ছিলো অকৃত্রিম খোদা ও রসূলপ্রেম। অধিকন্তু তাঁর মধ্যে ছিলো অসাধারণ ও নির্ভুল জ্ঞানানুসারে আমল করার অদম্য স্পৃহা। আরো ছিলো রূহানী শক্তি। সর্বোপরি, কুদরতিভাবে তাঁর মধ্যে খোদাপ্রেম ও ইশক্বে রসূল এমনভাবে স্থান পেয়েছিলো যে, আল্লাহ্-রসূলের শানমান রক্ষার জন্য তিনি সত্যিকার অর্থে সব সময় অতন্দ্র সচেষ্ট ও অকুতোভয় ছিলেন। এর ফলে তিনি তজ্জন্য নিজের জীবনের সবকিছু এমনকি নিজের প্রাণটুকু পর্যন্ত উৎসর্গ করতে দ্বিধাবোধ করেননি।

আল্লামা গাযী শেরে বাংলা ছিলেন জ্ঞানসমুদ্র। তিনি ইলমে লাদুন্নী দ্বারাও সমৃদ্ধ তো ছিলেনই। যাহেরী ও বাতেনী জ্ঞানের এ অপূর্ব সমন্বয় ছিল তাঁর মধ্যে। আরবী, ফার্সি ও উর্দু ভাষায় ছিলো তাঁর অসাধারণ পান্ডিত্য। ফার্সী ও উর্দু ভাষায় তিনি উচ্চাঙ্গের কবি ছিলেন, 'দীওয়ান-ই আযীয' শরীফই এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। ফিক্বহ্ এবং ফাত্ওয়া শাস্ত্রেও তিনি ছিলেন অত্যন্ত দক্ষ। 'মাজমু'আহ-ই ফাতাওয়া-ই আযীযিয়াহ্ শরীফ' এর জ্বলন্ত স্বাক্ষর।

কর্মজীবন

ভারত থেকে তিনি দেশে ফিরে দ্বীন ও মাযহাবের খিদমতে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর কর্ম জীবনে দেখা যায় যে, রসূলে পাকের সুন্নাত পালনের জন্য তিনি বিবাহ্-শাদী করেছেন সত্য, কিন্তু যাবতীয় যোগ্যতাকে পূঁজি করে পার্থিব জীবনকে বর্ণাঢ্য করার দিকে তাঁর কোন আগ্রহই ছিলো না। জীবনের শেষ মূহুর্ত পর্যন্ত তিনি একথাই প্রমাণ করেছেন- "মাইতো বীমারে নবী হোঁ!" (আমি তো নবীর প্রেমরোগেই ভুগছি)। এ জন্য তিনি কতগুলো বাস্তব ও ফলপ্রসূ পদক্ষেপও গ্রহণ করেছেন। স্বদেশে এসে তিনি দেখতে পান-

প্রথমতঃ এদেশে প্রকৃত দ্বীনি শিক্ষা (সুন্নী মতাদর্শের শিক্ষা)'র ব্যাপক প্রসার একান্ত দরকার। **দ্বিতীয়তঃ** মুসলিম সাধারণকে ওয়ায-নসীহতের মাধ্যমেও হিদায়ত করা যেতে পারে। **তৃতীয়তঃ** বিক্ষিপ্ত সুন্নী মুসলমানদেরকে সুসংগঠিত করা প্রয়োজন। **চতুর্থতঃ** রাজনৈতিক এবং সামাজিক অঙ্গনেও সুন্নীদের অংশগ্রহণ অপহিরার্য। **পঞ্চমতঃ** ভারতের দেওবন্দ মাদরাসা থেকে শিক্ষা ও দীক্ষা নিয়ে এসে কতিপয় লোক এদেশের বিভিন্ন এলাকায় ওহাবী-খারেজী মাদরাসা ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান গড়ে বিনা বেতনে ও ফ্রি

খোরপোষ দিয়ে এ দেশের গরীব ও অসেচতন মুসলমানদের সন্তানদের ওহাবী-দেওবন্দী ভ্রান্ত চিন্তাধারায় শিক্ষিত ও উদ্বুদ্ধ করার যেসব পাঁয়তারা চালাচ্ছিল সেগুলো সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করা দরকার। উল্লেখ্য, বর্তমানে তাদের এ তৎপরতা এক আশাঙ্কাজনক আকার ধারণ করেছে। ষষ্ঠতঃ মি. মওদুদীর মারাত্মক ভ্রান্ত চিন্তাধারা রাজনীতির আদলে এদেশের ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করার যে অশুভ পাঁয়তারা চলছিলো, সে সম্পর্কেও এ দেশের মানুষকে সচেতন করতে হবে। **সপ্তমতঃ** এদেশে কাফির ভন্ডনবী গোলাম আহমদ ক্বাদিয়ানীর অনুসারীরাও যেসব পদক্ষেপ নিচ্ছিলো সেগুলো সম্পর্কে এদেশের মানুষকে সতর্ক করে দেওয়া আবশ্যক। **অষ্টমতঃ** ইসলামের সঠিক রূপরেখা (সুন্নী মতাদর্শ) প্রতিষ্ঠা এবং এর পরিপন্থী মতবাদগুলোর সফল মোকাবেলা করার জন্য শুধু আলিম তৈরি করে ক্ষান্ত না হয়ে তাঁদেরকে মুনাযির (তর্কযোদ্ধা) এবং সৎসাহসী করে তোলারও বিকল্প পথ নেই। নবমতঃ সুন্নীদের মধ্যে কোন উদাসীনতা ও সুন্নীয়তের প্রতি অপবাদ আসে এমন কিছু থাকলে সেগুলোর সংশোধন করারও প্রয়োজন। দশমতঃ এদেশে ইসলাম প্রচারকারী অগণিত পীর-মুর্শিদের সন্ধান দিয়ে সংশ্লিষ্ট এলাকার মুসলিম সমাজকে ওইসব শরীয়ত ও তরীক্বতের কেন্দ্রগুলোতে কেন্দ্রীভূত করা অত্যন্ত ফলদায়ক হবে। একাদশতঃ সুন্নী সমাজে লেখনীর চাহিদা পূরণের প্রয়োজনও অনস্বীকার্য ইত্যাদি।

সুতরাং তিনি কালক্ষেপণ না করে এসব ক'টি বিষয় বাস্তবায়নের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করে দিলেন এবং বাস্তবক্ষেত্রে সফলও হয়েছিলেন। তাঁর সুচিন্তিত পদক্ষেপগুলো ছিলো নিম্নরূপঃ

প্রথমতঃ আল্লামা গাযী শেরে বাংলা রহমাতুল্লাহি আলায়হি তাঁর কর্মজীবনের প্রাথমিক পর্যায় থেকে দ্বীন ও মাযহাবের প্রকৃত শিক্ষার প্রসারের দিকে মনোযোগ দিলেন। তিনি ১৯৩২ ইংরেজিতে নিজ গ্রাম মেখলের ফকিরহাটে 'এমদাদুল উলূম আজিজিয়া সুন্নিয়া মাদরাসা' প্রতিষ্ঠা করে তাতে নিজেও শিক্ষকতা আরম্ভ করেন এবং তাঁর সঙ্গে দক্ষ সুন্নী-ওলামাকেও দ্বীনী শিক্ষার প্রসারে উদ্বুদ্ধ করেন। তাছাড়া, 'হাটহাজারী জামেয়া আজিজিয়া অদূদিয়া সুন্নিয়া' বর্তমানে 'অদুদিয়া সুন্নিয়া', 'রাউজান ফতেহ নগর অদূদিয়া সুন্নিয়া' রাঙ্গুনিয়ার 'চন্দ্রঘোনা অদূদিয়া সুন্নিয়া' (বর্তমানে চন্দ্রঘোনা তৈয়্যবিয়া অদূদিয়া সুন্নিয়া মাদরাসা) এবং লালিয়ারহাট হামিদিয়া হুসাইনিয়া রায্যাক্বিয়া

মাদরাসার অন্যতম প্রতিষ্ঠার ভূমিকা পালন করেন। তাছাড়া, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া, চট্টগ্রাম এবং সোবহানিয়া আলিয়া মাদরাসা, চট্টগ্রাম'র মতো শীর্ষস্থানীয় দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর তিনি একান্ত শুভাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে যেখানেই যারা সুন্নী মাদরাসা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়েছেন, সেখানে তাদের প্রায় সবারই প্রতি তিনি যথেষ্ট আন্তরিকতা প্রদর্শন করেছেন। তাঁর প্রসিদ্ধ লেখনী 'দেওয়ান-ই আযীয'-এ এ প্রসঙ্গে যথেষ্ট বিবরণ পাওয়া যায়।

দ্বিতীয়তঃ ওয়ায-নসীহতঃ বলাবাহুল্য, তখনো সরলপ্রাণ সাধারণ মুসলমানদের, বিশেষ করে দ্বীনী শিক্ষার আলো পাবার অন্যতম প্রধান উপায় ছিলো ওলামা-ই কেরামের শিক্ষাদান ও ওয়ায-নসীহত। আল্লামা গাযী শেরে বাংলার ওয়াযের প্রভাব ছিলো অকল্পনীয়। তাঁর নির্ভীক বর্ণনাভঙ্গি, আকর্ষণীয় কণ্ঠ ও হৃদয়গ্রাহী যুক্তি-প্রমাণ শ্রোতাদের মনে অকল্পনীয়ভাবে রেখাপাত করতো। তিনি যেদিকেই যেতেন জ্ঞান-পিপাসুদের ঢল নামতো। তিনিও ওয়ায-নসীহতের প্রতি অতি আন্তরিকতা প্রদর্শন করতেন। উদ্যোগীদের আহ্বানে, দ্বীনী প্রয়োজনে, দ্বীনের আলো বিকিরণের জন্য তিনি চলে যেতেন দূর-দূরান্তরে। তাঁর ওয়ায মাহফিলগুলোও ছিলো ওলামা-সাধারণের জন্য একেকটা নির্ভুল শিক্ষাক্ষেত্র। কারণ, তাঁর যুক্তি-প্রমাণগুলো ছিলো তাঁর বিরল ও সূক্ষ্ম তত্ত্ব ও তথ্য ভান্ডারের নির্যাস। ওইগুলো সাধারণ মানুষকে করতো তৃপ্ত আর ওলামা ও জ্ঞানী সমাজকে করতো আরো জ্ঞানসমৃদ্ধ।

তৃতীয়তঃ তর্কযুদ্ধঃ বলাবাহুল্য, যেসব এলাকা বা অঞ্চলের সুন্নী মুসলিম সমাজ বাতিলমুক্ত ছিলো তাদের জন্য তো সুন্নী ওলামা-ই কেরামের ওয়ায-নসীহত ও শিক্ষাদান অনায়াসে ঈমানের সজীবতা, জ্ঞান ও আমলের সৌন্দর্য দান করতো, কিন্তু যেসব এলাকায় ওহাবী-দেওবন্দীগণ (অবশ্য মওদুদী, ক্বাদিয়ানী ও শিয়া ইত্যাদি তখনো এতদঞ্চলে তেমন পরিচিত ছিলো না) তাদের অবস্থান গড়ার জন্য তৎপর ছিলো, সেসব এলাকার সুন্নীগণ ওইসব বাতিলের কথাবার্তার গরমিল ও বিভ্রান্তি অনায়াসে বুঝতে পারতেন। আর তাদেরকে তর্কযুদ্ধের সম্মুখীন হতে যুক্তিগতভাবে বাধ্য করা হতো। কারণ, দ্বীন ও মাযহাবের ক্ষেত্রে তাদের বিভ্রান্তি ছড়ানোর ফলে মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হচ্ছিল। সুতরাং প্রকাশ্যে উভয়পক্ষের আলিমগণ তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে উভয়ের তর্ক ও আলোচনার ফলে সত্য ও মিথ্যার মধ্যে

যুগান্তকারী মীমাংসা হয়ে যাওয়া স্বাভাবিক ছিলো। তদুপরি, দ্বীনের অসাধারণ জ্ঞান-সমৃদ্ধ আল্লামা গাযী শেরে বাংলাও নির্দ্বিধায় ওহাবীসহ যাবতীয় বাতিলপন্থীকে তর্ক-মুনাযারার দিকে আহ্বান করতেন। এভাবে জনসাধারণের চাপের মুখে কিংবা স্বতঃস্ফূর্তভাবে ওহাবী ও ক্বাদিয়ানী মতবাদীরা তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হতো। আল্লামা গাযী শেরে বাংলাই বেশীরভাগ তর্কযুদ্ধে সুন্নীদের পক্ষে অংশ গ্রহণ করতেন। চট্টগ্রাম এবং চট্টগ্রামের বাইরে গিয়েও তিনি বিশাল বিশাল মুনাযারা থেকে বিজয়ী বেশে ফিরে আসেন। এসব মুনাযারার ফলে সংশ্লিষ্ট এলাকা, এমনকি দেশের গোটা মুসলিম সমাজ একথা বুঝতে সক্ষম হয়েছেন যে, সুন্নী মতাদর্শই ইসলামের একমাত্র সঠিক রূপরেখা। তাঁর ওইসব বিজয়ের ফলে সুন্নীরা হয়েছে বহুগুণ বেশী উৎসাহী, আর সৌভাগ্যক্রমে অনেক বাতিলও তাওবা করে ওহাবিয়াত ইত্যাদি ত্যাগ করে সুন্নী হয়ে গেছে। আর যাদের ভাগ্যে হিদায়ত নেই তারা হয়ে রয়েছে ধর্মীয় অঙ্গনে একেকটা ভ্রান্ত সম্প্রদায় হিসেবে চিহ্নিত। ওইসব মুনাযারার মধ্যে তাঁর নিজ এলাকা পূর্ব মেখল, আনোয়ারার রুস্তমহাট, বাঁশখালীর বৈলতলী, হাটহাজারীর মদনহাট, ফতেহপুর, মুহুরীহাট, মির্যাপুর ও কুমিল্লার আদালত ভবন ইত্যাদির মুনাযারা অতি প্রসিদ্ধ ও যুগান্তকারি ছিলো।

তাছাড়া, গত শতাব্দির ৪০ দশকের প্রারম্ভে চট্টগ্রাম শাহী জামে মসজিদে ক্বাদিয়ানীদের সাথেও এক যুগান্তকারী মুনাযারা (তর্কযুদ্ধ) অনুষ্ঠিত হয়েছিলো। এতেও আল্লামা গাযী শেরে বাংলা অন্যতম প্রধান তর্কযোদ্ধা হিসেবে ছিলেন। এ মুনাযারায়ও সুন্নীরা আশাতীতভাবে জয়ী হয়েছিলেন। ওই তর্কযুদ্ধের ফলে বিশেষ করে চট্টগ্রাম থেকে ক্বাদিয়ানীরা প্রায় সম্পূর্ণ উৎখাতই হয়ে গেছে। আর সমস্ত দেশবাসী ক্বাদিয়ানীদের বে-দ্বীনী ও কুফরী সম্পর্কে জানতে সক্ষম হয়েছেন।

আজ সবাই জানে যে, জামায়াতে ইসলামী'র প্রতিষ্ঠাতা মি. মওদুদী একজন মহাভ্রান্ত লোক। তিনি যখন চট্টগ্রাম লালদীঘি ময়দানে জনসভা করার জন্য আসলেন তখন আল্লামা গাযী শেরে বাংলা অনেকটা একাকী গিয়ে তার ভ্রান্ত মতবাদগুলোকে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন। মওদুদী লা-জাওয়াব হয়ে সভা না করে চট্টগ্রাম ত্যাগ করেছিলেন। ফলে তার ভ্রান্তি ও পথভ্রষ্টতা জনসমক্ষে একেবারে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিলো।

তাছাড়া, হজ্জের সফরে, ওহাবিয়াতের মূল সূতিকাগার সুদূর সৌদী আরবের

নজদী-মুফতীদেরকেও আল্লামা গাযী শেরে বাংলা শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে সুন্নী মতাদর্শের সত্যতা প্রমাণ করেছিলেন। তবুও তদানীন্তন সৌদী সরকার তাঁকে তাঁর জ্ঞানগত যোগ্যতা ও অদম্য নির্ভিকতা ইত্যাদির ভিত্তিতে 'শায়খুল ইসলাম' এবং দেশের শীর্ষস্থানীয় আলিমগণ সর্বসম্মতভাবে তাঁকে 'শেরে বাংলা' উপাধিতে ভূষিত করেন।

মোটকথা, তিনি একথা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট করে গেছেন যে, সত্যের অনুসারীরা যদি সঠিক জ্ঞানার্জন করেন এবং তদসঙ্গে তাদের মধ্যে থাকে অকৃত্রিম ইশক্বে রসূল, আর তারা যদি দ্বীন-মাযহাবের প্রতি বিশেষ আন্তরিকতা প্রদর্শন করেন, তাদের অন্তরে থাকে সৎসাহস, আর এ সৎসাহসের সাথে তারা বাতিলকে চ্যালেঞ্জ করেন, তবে সত্যের জয় অনিবার্য। এতে তখন একদিকে তাঁদের দৃঢ় ঈমানের পরিচয় পাওয়া যায়, অন্যদিকে বাতিলের তমসা দ্রুত অপসারিত হয়ে সেখানে সত্যই প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

চতুর্থতঃ অসাধারণ ত্যাগ স্বীকারঃ আল্লামা গাযী শেরে বাংলা সুন্নিয়াতের প্রসার ও প্রতিষ্ঠার মোকাবেলায় কখনো পার্থিব কোন কিছুকে প্রাধান্য দেননি। একদা তিনি ঘরে মৃত শিশু-সন্তানকে এক নজর দেখে দাফন করার জন্য অনুমতি দিয়ে মুনাযারায় চলে গিয়েছিলেন। যাবতীয় আয়ের বেশীর ভাগ ব্যয় করতেন তাঁর বিরুদ্ধে ওহাবীদের কৃত মামলা-মুকাদ্দমা চালাতে এবং ধর্মীয় কার্যাদিতে। তিনি ইনতিকালের সময় বিশেষ কোন সম্পদ কিংবা নগদ টাকা-পয়সা রেখে যাননি।

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মুনাযারাগুলোতে নিয়মিতভাবে ওহাবীরা শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়ে আসছিলো। তাছাড়া, অব্যাহত গতিতে সুন্নিয়াতের প্রচারণা চালিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও হতভাগা অস্বীকারকারীরা তাদের ভ্রান্ত চিন্তা পরিহার করার পরিবর্তে বেছে নিলো, তাঁকে নানাভাবে কোণঠাসা, এমনকি হত্যা (শহীদ) করার ষড়যন্ত্রের মতো জঘন্য পন্থাকেই।

হাটহাজারী থানার খন্দকিয়া গ্রামে কিছু কট্টরপন্থী ও কান্ডজ্ঞানহীন ওহাবী বসবাস করে আসছিলো। একদা ওই এলাকায়ও তাঁকে ওয়াযের দাওয়াত দেওয়া হয়েছিলো। এলাকা তাঁর অনুকূলে ছিলো না। তবুও দ্বীন ও মাযহাবের প্রচারণার তাগিদে তিনি নিজের জীবনের নিরাপত্তার বিষয়টিকে প্রাধান্য না দিয়ে সুন্নিয়াতের প্রচারণাকেই প্রাধান্য দিলেন। তিনি সেখানে ওয়ায করতে

গিয়েছিলেন এবং সুন্নী মতাদর্শের বিষয়গুলোর পক্ষে যুক্তি প্রমাণ দিয়ে ওয়ায আরম্ভ করেছিলেন। কিন্তু ওহাবীরা তাঁকে শহীদ করার তখনই মুখ্য সুযোগ মনে করে ওয়াযের মধ্যভাগে তাঁর উপর অতর্কিতভাবে হামলা চালিয়েছিলো। তাদের নির্মম আঘাতে তিনি বেহুঁশ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছিলেন। হামলাকারী ওহাবীরা তাঁকে মৃত মনে করে পার্শ্ববর্তী কাঁটা ঝাড়ের মধ্যে ফেলে চলে গিয়েছিলো। তারপর তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। হাসপাতাল তাঁকে 'মৃত' ঘোষণা করেছিলো; কিন্তু আল্লাহ্ ও রসূলের দরবারে এ মাক্ববূল মুজাহিদের বহু কাজ তখনও বাকী ছিলো বিধায় তাঁকে আল্লাহ্ ও রসূলের পক্ষ থেকে পুনরায় জীবন প্রদান করা হয়েছিলো।

আল্লামা গাযী শেরে বাংলা বলেছেন, হযরত আযরাঈল আলায়হিস্ সালাম তাঁর রূহ কব্জ করে আসমানের দিকে চলে যাবার সময় হযরত ফাতিমা যাহরা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা রূহানী ক্ষমতা বলে হস্তক্ষেপ করলেন এবং হুযূর-ই আক্রামের মহান দরবারে তাঁর হায়াত বৃদ্ধির জন্য সুপারিশ করলেন। সুতরাং ওই সুপারিশ হুযূর গ্রহণ করলেন। হুযূর-ই পাকের কৃপাদৃষ্টির কারণে আল্লাহ্ পাক তাঁকে হায়াত দান করলেন। অতঃপর হুযূর-ই আক্রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম নিজেই সদয় তাশরীফ এনেছিলেন এবং আল্লামা শেরে বাংলাকে নিজের সন্তুষ্টির সুসংবাদ দিলেন আর এরশাদ করলেন, "আযীযুল হক! আমি তোমার উপর সন্তুষ্টি হয়েছি। তোমার অকৃত্রিম মুহাব্বতের কারণে তোমার আয়ু বৃদ্ধি করা হলো।" আল্লামা গাযী শেরে বাংলা রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হির নবীপ্রেমের এমন দৃষ্টান্ত খুবই বিরল। বর্তমানেও আমাদের নবীপ্রেম ও ইশক্বে রসূলের বাস্তবতা প্রমাণের উপযুক্ত সময় এসেছে। বলাবাহুল্য, সুন্নিয়াতের এহেন ক্রান্তিলগ্নে আল্লামা গাযী শেরে বাংলাকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করার বিকল্প পথ নেই।

পঞ্চমতঃ আল্লামা গাযী শেরে বাংলা রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি সামাজিক, সাংগঠনিক এবং রাজনৈতিক অঙ্গনেও বিভিন্ন অবদান রাখেন। তাঁর অবদানগুলো সুন্নী জামা'আতকে গৌরাবান্বিত করেছে। তাঁর ব্যক্তিত্ব, আভিজাত্য, সততা, একনিষ্ঠতা, মানুষের প্রতি ভালবাসা, ন্যায়পরায়ণতা ও জ্ঞান-গভীরতা ইত্যাদি কারণে তিনি ছিলেন আপন-পর সবার নিকট গ্রহণযোগ্য। আপন ইউনিয়নের তিনি ছিলেন দীর্ঘস্থায়ী অপ্রতিদ্বন্দ্বী চেয়ারম্যান। আক্বীদাগত বৈরীভাবাপন্ন ওহাবীরাও তাঁকে একজন বিশ্বস্ত সমাজপতি হিসেবে মানতো। তিনি 'জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম' নামক

একটি ব্যাপক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে সাংগঠনিক যাত্রা আরম্ভ করেন। তিনি 'আঞ্জুমানে ইশা'আতে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত, (তদানীন্তন) পূর্ব পাকিস্তান' নামক একটি সুন্নী সংগঠনও প্রতিষ্ঠা করেন।

তিনি ছিলেন অকৃত্রিম দেশপ্রেমিক। সুন্নী মতাদর্শে বিশ্বাসী হবার কারণে এবং দেশের স্বাধীনতাকামী দল হিসেবে তিনি তদানীন্তন মুসলিম লীগের শুভাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। ধর্মীয় দৃষ্টিতে নারী নেতৃত্ব হারাম ও দেশের নেতৃত্বে অপেক্ষাকৃত যোগ্য বিবেচনা করে তিনি ১৯৬৩ ইংরেজির নির্বাচনে ফাতিমা জিন্নাহর মোকাবেলায় আইয়ুব খানের প্রতি সমর্থন ঘোষণা করেছিলেন- যখন জামায়াতে ইসলামী ও দেওবন্দী-ওহাবী নেতারা ইসলামের মূলনীতির বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে নারী নেতৃত্বকে সমর্থন দিয়েছিলো। এ ক্ষেত্রেও ইমামে আহলে সুন্নাত সুন্নিয়াতের মর্যাদাকে সমুন্নত রেখেছিলেন- যেভাবে বিগত ১৯৭১ ইংরেজির স্বাধীনতা যুদ্ধে সুন্নী মুসলমানরা স্বাধীনতার পক্ষে পাকিস্তানী সৈন্যদের বিরোধিতায় সোচ্চার ছিলেন। পক্ষান্তরে, ওই মওদুদীর অনুসারীরা এবং ওহাবী-তাবলীগী-কওমী-আহলে হাদীস পন্থীরা আলবদর, আল-শামস ও মুজাহিদ বাহিনী ইত্যাদি গঠন করে দেশের স্বাধীনতার বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছিলো। আর বর্তমানেও সুন্নী মুসলমানরা ইসলামের মৌলিক নীতিমালার প্রতি সম্মান দেখিয়ে দেশের স্বাধীনতা ও সুন্নী আক্বীদা বিরোধীদের বিরোধিতাই করে আসছেন এবং দেশ, জাতি ও ইসলামের মৌলিক নিষ্কলুষ আদর্শকেই অবলম্বন করে আসছেন। সুতরাং বর্তমানে আল্লামা গাযী শেরে বাংলাকে দেশের সর্বস্তরে সুন্নিয়াত তথা সত্য প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের প্রেরণার অন্যতম প্রধান উৎস বলতে হয়।

ষষ্ঠতঃ আদর্শ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে চাই যথোপযুক্ত ও যুগোপযোগী লেখনী। এত কর্মব্যস্ততার মধ্যেও তাঁর লেখনী চলছিলো সমান্তরালভাবে। তাঁর লেখনীগুলোর মধ্যে 'দিওয়ান-ই আযীয', 'মাজমূ'আহ-ই ফাতা-ওয়া-ই আযীযিয়াহ', 'ঈযাহুদ্ দালালাত' (ফাত্ওয়া-ই মুনাজাত) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এসব কিতাবে তিনি অকাট্য প্রমাণাদি সহকারে যুগ জিজ্ঞাসার জবাব ও শরীয়ত-তরীক্বতের যথাযথ দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন।

সপ্তমতঃ এ দেশে ইসলাম প্রচার করেছেন আউলিয়া-ই কেরাম। অগণিত পীর -মাশাইখ ও আউলিয়া-ই কেরাম ইসলাম প্রচার ও ইসলামী শিক্ষা, সংস্কৃতি ও আদর্শের প্রচারণা ধারাবাহিকভাবে বহাল রেখেছেন। অন্য কথায়, এদেশের সুন্নী মুসলমানগণ কোন না কোন ওলী ও পীর-বুযুর্গের আস্তানা, খানক্বাহ্ ও মাযার ইত্যাদির সাথে সংশ্লিষ্ট রয়েছেন। পক্ষান্তরে, সময়ের গতিপথে এ

ক্ষেত্রে কিছু কিছু সুবিধাবাদী ও অযোগ্য লোকের বিচরণ এবং তাদের দ্বারা ধর্মীয় অঙ্গনে বিভিন্ন ক্ষতি হওয়াও অস্বাভাবিক নয়। সুতরাং আল্লামা গাযী শেরে বাংলা রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি সুন্নী মুসলমানগণ যাতে সত্যিকার আউলিয়া কেরাম ও পীর-মাশাইখের সান্নিধ্য পান ও তাঁদের যিয়ারত ও শিক্ষা ইত্যাদি দ্বারা উপকৃত হতে থাকেন, অন্যদিকে ভন্ড প্রকৃতির লোকেরা যাতে ওলী-বুযুর্গদের নামে নিজেদের স্বার্থপরতাকে চরিতার্থ করতে গিয়ে সুন্নী জমা'আতকে কলূষিত করতে না পারে তজ্জন্যও যথোপযুক্ত ভূমিকা পালন করে যান। নিজে গিয়ে সত্যিকারের বরকতময় জায়গা ও ব্যক্তিদের স্বীকৃতি দেন, তৎসঙ্গে ভন্ডদের ভন্ডামীর মুখোশও উম্মোচন করেছেন। তাঁর 'দিওয়ান-ই আযীয'-এ তিনি আল্লাহর হামদ ও আমাদের আক্বা ও মাওলা হুযূর-ই আক্রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর না'ত দিয়ে আরম্ভ করেছেন। অতঃপর দেশ-বিদেশের বহু ওলীর প্রশংসা ফার্সী ভাষায় উঁচু মানের কাব্যাকারে লিখে এক্ষেত্রে পত্যক্ষ ও পরোক্ষ দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। তিনি বহু অজানা ওলীর সন্ধান দিয়েছেন। বহু ওলীর উঁচু মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করেছেন। বহু ওলীর মাযারে প্রচলিত বহু বিতর্কিত কর্মকান্ডের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে সেগুলো সম্পর্কে শরীয়তের বিধানও নির্ণয় করে দিয়েছেন।
এতদসঙ্গে তিনি কিছু ভ্রান্ত আক্বিদা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীর মুখোশও উন্মোচন করেছেন তাঁর এ প্রামাণ্য কিতাবে। তিনি কিছু সংখ্যক মহান আউলিয়া-ই কেরামের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের সন্ধান দেন। তাছাড়া, তিনি মুসলমানদেরকে সত্যিকার ওলী-বুযুর্গদের সান্নিধ্যে থাকার উপদেশ দিতেন।
তিনি প্রখ্যাত ইমাম ও মুনাযির হিসেবে অহরহ কর্মতৎপর ছিলেন। সাথে সাথে তিনি ছিলেন আধ্যাত্মিক জগতেরও এক মহান ওলী। যুগখ্যাত ওলী-ই কামিল হযরত আবদুল হামিদ বাগদাদী রাহমাতুল্লাহি আলায়হির একনিষ্ঠ মুরীদ ও খলীফা ছিলেন তিনি। তাই, তরীক্বতের বায়'আত করিয়ে মুসলমানদেরকে রূহানীভাবে ফয়য দ্বারা ধন্য করারও অনন্য বৈশিষ্ট্য তাঁর মধ্যে ছিলো। কিন্তু তিনি তাঁর বেলায়তকে অনেকটা গোপন রেখে, বেশী লোককে বায়'আত করার নি বরং মুসলিম সমাজকে হযরত সৈয়দ আহমদ শাহ্ সিরোকোটী পেশোয়ারী (শাহানশাহে সিরিকোট)'র হাতে বায়'আত গ্রহণ করার জন্য পরামর্শ দিতেন। আর বলতেন, "শাহানশাহে সিরিকোট হলেন পীর-ই কামিল, আশেক্বে রাসূল ও যমানার গাউস। তাঁর সিলসিলার মধ্যে সন্দেহযুক্ত কোন ব্যক্তি নেই। তাঁর দামান নাজাতের ওসীলা" ইত্যাদি।

[আল্লামা গাযী শেরে বাংলা, জীবনী গ্রন্থ পৃ.৯৬-৯৭]

অষ্টমতঃ সমসাময়িক প্রশ্নাবলীর অকাট্য সমাধান প্রদান

বেলায়তের একটি অতি উচ্চ পদ হচ্ছে 'গাউসুল আ'যম'। তাবে'ঈ'র পরই এ মহামর্যাদা। আল্লামা গাযী শেরে বাংলা রাহমাতুল্লাহি আরায়হি তাঁর 'দিওয়ান-ই আযীয'-এ মহান উপাধি সম্পর্কেও সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। তিনি হুযূর গাউসে পাক শায়খ আবদুল ক্বাদের জীলানী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে 'শাহে বেলায়ত' বলেছেন। আর হুযূর গাউসে পাকের ওই ঘোষণাটি (ক্বাদামী হা-যিহী 'আলা রাক্বাবাতি কুল্লি ওয়ালিয়্যিল্লাহ্ অর্থাৎ আমার এ কদম আল্লাহর সমস্ত ওলীর গর্দানের উপর) এভাবে বর্ণনা করেছেন- 'পা-য়ে পা-কশ বর রেক্বা-বে হার ওলী-উল্লাহ্ বুয়াদ' অর্থাৎ "তাঁর কদম প্রত্যেক ওলীর গর্দানের উপরই।" তিনি আরো বলেছেন, "তিনি হলেন 'গাউসুল আ'যম ও ক্বুত্বে আলম' ইত্যাদি। তিনি বলেছেন, এ কারণে তাঁর পা মুবারক প্রতিটি ওলীর গর্দানের উপর স্থান পেয়েছে। 'গাউসুল আ'যম' উপাধি ব্যবহারের ক্ষেত্রে আল্লামা গাযী শেরে বাংলা রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হির সিদ্ধান্ত একটি যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত। সুতরাং সুন্নী মুসলমানগণ আল্লামা গাযী শেরে বাংলা রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হির এ ফয়সালা ও সুবিন্যস্থ বিবরণকে নির্দ্বিধায় মেনে নেওয়াকে এ ক্ষেত্রে নিরাপদ ও সঠিক বলে মনে করেন। তাছাড়া, প্রত্যেক যামানার গাউসগণ (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)'র উল্লেখও রয়েছে তাঁর 'দিওয়ান-ই আযীয'-এ।

শরীয়তের মাসআলা-মাসাইলের সমাধান

ওহাবীরা আল্লাহ্ তা'আলা ও নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর মানহানি করে থাকে। তারা আল্লাহর জন্য মিথ্যা বলা সম্ভব (ইমকানে কিয্ব) ইত্যাদি এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে বড় ভাইয়ের মতো বলে, আরো বলে নবী পাক গায়ব জানেন না। নবীর খেয়াল নামাযে আসলে.....ইত্যাদি। এগুলোই হচ্ছে ওহাবীদের সাথে সুন্নী মুসলমানদের বিরোধের মৌলিক কারণ। এ আক্বীদাগুলোর সাথে সংশ্লিষ্ট শরীয়তের এমন কিছু মাসআলাও রয়েছে, যেগুলো শরীয়ত মতে বৈধ ও বরকতময় হওয়া সত্ত্বেও ওহাবীরা মনগড়াভাবে সেগুলোকে হারাম, শির্ক নাজায়েয ফাত্ওয়া দিয়ে বসে। আল্লামা গাযী শেরে বাংলা আক্বাইদ সংক্রান্ত হোক আর শরীয়ত সংক্রান্ত হোক যে কোন মাস'আলা বা বিষয়ে যখন ও যেখানে ভুল ফাত্ওয়া দেওয়া হয়েছে তখনই সেখানে গিয়ে সেটার প্রতিবাদ

ও প্রতিকার করেছেন। মাঠে-ময়দানে প্রকাশ্যে ওয়ায ও মুনাযারার মাধ্যমতো তা করেছেনই, লেখনীর মাধ্যমেও তিনি প্রায় সব বিতর্কিত মাসআলার সমাধান দিয়েছেন। 'দিওয়ান-ই আযীয' ও 'মজমু'আহ্-ই ফাতাওয়া-ই আযীযিয়া'তে তিনি একেকটা মাসআলার পক্ষে এতোগুলো কিতাবের সূত্র ও বরাত উল্লেখ করেছেন যে, তা দেখে হতবাক হতে হয়। যেমন, ক্বিয়াম-মীলাদ শরীফ, 'এয়া রসূলাল্লাহ্' বলে ডাকা, নবী ও ওলীগণের নিকট সাহায্য চাওয়া, ওরস-ফাতিহাখানি, আশুরায় উন্নত মানের খাবার তৈরি করা, হাশুদানার ফাতিহা, হুযূর করীমের নাম শুনলে দু'বৃদ্ধাঙ্গুলীতে চুমু খেয়ে দু'চোখ মসেহ করা, কবর যিয়ারত, নফল নামায জমা'আত সহকারে পড়া, শবে ক্বদরের নফল নামায, ফরয নামাযের পর মুনাজাত, মাইকযোগে ওয়াজ-নসীহত করা, সঠিক মুর্শিদের পরিচয়, অমুসলিম সম্প্রদায়ের সাথে সামঞ্জস্য রাখার কুফল, নযর-নিয়াযের বিধান, মাযারে বাতি ও লোবান জ্বালানো, বরকত লাভের জন্য বুযুর্গদের আস্তানায় চুমু খাওয়া ইত্যাদি। তাছাড়া, তিনি সামা' ও সাজদা-ই তাহিয়্যাহ্ (পীর ও বুযুর্গের মাযারকে সাজদা করা) ইত্যাদি স্পর্শকাতর বিষয়েরও একেবারে গ্রহণযোগ্য সমাধান দিয়েছেন।

ধর্মীয় কাজে মাইক ব্যবহার প্রসঙ্গে

বক্তার আওয়াযকে বড় করে একসাথে বেশী শ্রোতার নিকট পৌছানোর জন্য বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়ে আসছিলো। বিদায় হজ্বে হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী মুবারক উপস্থিত লক্ষাধিক সাহাবীর নিকট পৌছানোর জন্য হুযূর-ই আক্রাম হযরত আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে এ জন্য নিয়োগ করে উটের পিঠের ওপর চড়িয়ে দিয়েছিলেন। এতে এ কথার পক্ষে দলীল কায়েম হয়েছে যে, যদি আওয়াজকে পৌছানোর জন্য অন্য কোন বিকল্প পদ্ধতি আবিস্কৃত হয় তাও বৈধ।

বলাবাহুল্য, পরবর্তীতে মাইক আবিস্কৃত হলো। মাইকযোগে রাজনৈতিক থেকে আরম্ভ করে যে কোন কথা বা বাক্য ইত্যাদি একসাথে বহুসংখ্যক শ্রোতার নিকট পৌছানো হচ্ছে। এমতাবস্থায় ধর্মীয় কথাবার্তা, ওয়ায-নসীহত, ক্বোরআন মজিদের তেলাওয়াত ইত্যাদির বেলায় মাইক ব্যবহারকে না জায়েয বলার কোন কারণ থাকতে পারে না। অবশ্য, নামাযের ক্ষেত্রে মুকাব্বির নিয়োজিত রেখে প্রয়োজনে মাইক ব্যবহার করার বিপক্ষে যতই কথা বলা

হোক না কেন, তাকে 'তাক্বওয়ার পরিপন্থী' বলার চেয়ে বেশি কিছু বলা যাবে না। প্রয়োজনের শর্ত সাপেক্ষে 'ফাত্ওয়া' বৈধতার পক্ষে। কিন্তু এতদ্সত্ত্বেও কিছু লোক নির্বিচারে মাইক ব্যবহারকে 'নাজায়েয' 'হারাম', 'অগ্নিপূজা', 'নূরকে আগুন জ্বালিয়ে ফেলছে' ইত্যাদি বলে শোর-চিৎকার শুরু করে দিলে আল্লামা গাযী শেরে বাংলা রাহমাতুল্লাহি আলায়হি তাঁর 'দিওয়ান-ই আযীয'-এ সেটার সমাধানও দিয়েছেন। তিনি ওয়ায ইত্যাদির মজলিসে মাইক ব্যবহারের বৈধতার পক্ষে 'ইজমা' হয়েছে বলে প্রমাণ করে এর বিরোধিতা করাকে হঠকারিতা, ফাসেক্বী, পথভ্রষ্টতা ও মূর্খতা বলে আখ্যায়িত করেছেন।

নবমতঃ তিনি তাঁর সাথে রেখে হাতে কলমে শিক্ষা এবং উৎসাহ্ দিয়েও বহু যোগ্য আলিম, মুনাযের, সচেতন ও নিষ্ঠাবান উত্তরসূরী তৈরি করে গেছেন, যা বর্তমানে বিশেষ করে আমাদের সুন্নী অঙ্গনে খুব কমই দেখা যায়; অথচ এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণও। আল্লামা গাযী শেরে বাংলা রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি ছিলেন আহলে সুন্নাতের মহান ইমাম। ইসলামের প্রকৃত আদর্শের প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণের জন্য তিনি সাধ্য মতো প্রয়োজনীয় সব কিছু করেছেন। এগুলো করতে গিয়ে তিনি অনন্য ত্যাগের মহিমা প্রদর্শন করেছেন। তিনি একথাও প্রতিষ্ঠা করেছেন যে, আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের ভালবাসাই মানুষের নাজাত ও মর্যাদা লাভের একমাত্র উপায়। আর এ ভালবাসার বাস্তব প্রমাণ হচ্ছে প্রেমাস্পদের মর্যাদাকে যে কোন কিছুর বিনিময়ে তুলে ধরা। পক্ষান্তরে, প্রেমাস্পদের মান-মর্যাদার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হলে তাও প্রতিহত করার জন্য সোচ্চার হওয়া এবং যুগোপযোগী ও তৎক্ষণিকভাবে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা। আর এ জন্য চাই ত্যাগ ও নিষ্ঠা, প্রয়োজনে নিজের প্রাণটুকু পর্যন্ত বিসর্জন দেওয়া।

বলাবাহুল্য, বর্তমানে সুন্নীয়াতের মোকাবেলায় বিপরীত চিন্তাধারার লোকেরা তাদের অবস্থান গড়ে নিয়ে শুধু সুন্নীয়াতের বিরুদ্ধে হামলা করছে না; বরং তাদের উচ্চাভিলাষকে চরিতার্থ করার জন্য যথেচ্ছ কাজ করে জাতীয় জীবনকেও দূর্বিসহ করে তুলছে। সর্বোপরি, বদনাম করছে আমাদের পূতঃপবিত্র ধর্মেরও। এমতাবস্থায় আমাদের জ্ঞানী গুণী, অর্থশালী বুদ্ধিজীবী ও সচেতন, অসচেতন সবাই আল্লামা গাযী শেরে বাংলা রহমাতুল্লাহির আদর্শের অনুসরণ করলে সকলের জন্য সুফল বয়ে আনবে। উল্লেখ্য, আল্লামা গাযী শেরে বাংলার আদর্শ জীবনের দিকে তাকালে ইমাম হোসাইন, ইমাম আবূ

হানীফা, মুজাদ্দিদে আলফে সানী, হযরত শাহ্ জ্বালাল ইয়েমেনী, আল্লামা ফযলে হক খায়রাবাদী, আ'লা হযরত ফাযেলে বেরেলভী প্রমুখ বুযুর্গের আদর্শের চিত্র চোখের সামনে উদ্ভাসিত হয়। আরো অনুমান করা যায়- ইলমে লাদুন্নীর ধারক হুযূর খাজা চৌহরভী এবং শাহানশাহে সিরিকোট হযরত সৈয়্যদ আহমদ শাহ্ সিরিকোটী রাহমাতুল্লাহি আলায়হিমা ও তাঁদের বুযুর্গ উত্তরসূরীদের বেলায়তী শক্তি, সাহস, দূরদর্শিতা ও আন্তরিকতার বাস্তবদৃশ্য। মোটকথা, একজন আশেক্বে রাসূল ও ইমামের বহুমুখী যোগ্যতার যথাযথ নমুনা তিনি পরবর্তীদের জন্য রেখে গেছেন। আর তিনিও হয়েছেন আল্লাহ্ এবং তাঁর হাবীবের একান্ত প্রিয়ভাজন।

ওফাত শরীফ

১৩৮৯ হিজরীর ১২ রজব, মোতাবেক ১৯৬৯ ইংরেজির ২৫ সেপ্টেম্বর এবং ১৩৭৬ বাংলার ৮ আশ্বিন এ দেশের সুন্নিয়াতের ইতিহাসে এক বেদনাবিধূর দিন। এ দিন ছিলো সুন্নিয়াতের আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ও বিচ্ছেদকাতর বর্ষণমুখর। কারণ, এ ১২ রজব বুধবার দিবাগত রাতে সুবহে সাদিক্বের সময় এ দেশের সুন্নিয়াতের আন্দোলনের সর্বোজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক, সুন্নী জনতার প্রাণস্পন্দন হযরত আল্লামা গাযী সৈয়দ মুহাম্মদ আজিজুল হক শেরে বাংলা রাহমাতুল্লাহি আলায়হি লক্ষ-কোটি সুন্নী জনতাকে শোক সাগরে ভাসিয়ে এ নশ্বর পৃথিবী থেকে পর্দা করেন। বেসাল শরীফের সময় এ অকৃত্রিম আশিক্বে রসূলের বয়স হয়েছিলো ৬৩ বছর।

হযরত শেরে বাংলা রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হির ওফাত শরীফের খবর বিদ্যুৎগতিতে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। দলে দলে আশিক্বানে রসূল সুন্নী জনতা শোকে মুহ্যমান হয়ে হুযূরের হাটহাজারীস্থ বাসভবনে পতঙ্গের ন্যায় ছুটে আসতে থাকে। পিতাকে হারিয়ে সন্তান যেমন ইয়াতীম ও অসহায় হয়ে আহাজারি করতে থাকে, তেমনি আজ লক্ষ কোটি সুন্নী জনতার নয়নমণি গাযী শেরে বাংলা রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হিকে এক নজর দেখার ও জন্য শেষ বিদায় জানানোর জন্য তাঁরা অশ্রুসিক্ত নয়নে সমবেত হয়েছিলেন।

পবিত্র নামাযে জানাযা ও দাফন

শুক্রবার সকাল বেলা হাটহাজারী কলেজ ময়দানে হযরত শেরে বাংলার প্রথম নামাযে জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। বর্ষার মৌসুম হওয়া সত্ত্বেও এ ঐতিহাসিক

জানাযার লক্ষাধিক লোকের সমাগম হয়েছিলো। ইতোপূর্বে সেখানে এতবড় জমায়েত আর কোন দিন ঘটেনি। এতে কয়েক সহস্রাধিক আলেম, ফাযেল ও অসংখ্য মাদরাসার ছাত্র উপস্থিত ছিলেন। এমনকি হাটহাজারী (খারেজী) মাদরাসার ছাত্র-শিক্ষকদের অনেকেও জানাযায় শরীক হয়ে হুযূরকে শ্রদ্ধা জানিয়েছে।

হযরতুল আল্লামা কাযী মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম হাশেমী সাহেব ইমামে আহলে সুন্নাত আল্লামা গাযী শেরে বাংলা রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হির জানাযা নামাযের ইমামত করেন। বলাবাহুল্য, এরপর থেকে 'ইমামে আহলে সুন্নাত'-এর মর্যাদায় অভিষিক্ত হয়ে আজও আল্লামা গাযী শেরে বাংলা রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হির সুযোগ্য উত্তরসূরি হিসেবে আল্লামা হাশেমী ছাহেব ক্বেবলা সুন্নী মুসলমানদের নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছেন। এরপর সিদ্দীক্ব সওদাগরের বর্তমান পেট্রোল পাম্পের সামনে হুযূরের দ্বিতীয় নামাযে জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। অতঃপর হাটহাজারীর প্রাণকেন্দ্রে হুযূরেরই নির্দেশ মোতাবেক পূর্বে খরিদকৃত জায়গায় তাঁকে দাফন করা হয়। শুক্রবার জুমার পূর্বে এই পবিত্র দাফন কার্য সম্পন্ন হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, হুযূরেরই নসীহত মোতাবেক ক্ববর শরীফকে খুবই উঁচু ও প্রশস্ত করা হয়। কারণ তিনি জীবদ্দশায় ওসীয়ৎ করে গেছেন, "তোমরা দাফনের সময় আমার কবরকে অন্তত মাথা বরাবর উঁচু করবে। যাতে আমি প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে দাঁড়িয়ে সালাম জানাতে পারি।" ইশক্বে রসূলের এ এক বিরল দৃষ্টান্ত! এখানে আরো উল্লেখ্য যে,মুজাদ্দিদে যামান আ'লা হযরত ইমাম শাহ্ আহমদ রেযা খান ফাযেলে ব্রেলভী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হিও ইন্তিকালের পূর্বে তাঁর কবর শরীফকে প্রশস্থ ও উঁচু করার জন্য নসীহত করেছিলেন।

রওযা শরীফ নির্মাণ

হযরত শেরে বাংলা রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হির ইন্তেকালের পর তাঁর পবিত্র কবর শরীফের উপর সুদৃশ্য বৃহৎ গম্বুজ বিশিষ্ট সুরম্য মাযার নির্মিত হয়। এই শানদার মাযার শরীফের বৃহৎ ও সুদৃশ্য সবুজ গম্বুজ আশেক্বের নয়নে মদীনা পাক, আজমীর ও বেরলভী শরীফের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এ যেন নক্বশায়ে মদীনা, নক্বশায়ে আজমীর ও নক্বশায়ে বেরলভী শরীফ। তাই এ মাযার শরীফ নির্মাণকালে আল্লামা মুফতী ওবাইদুল হক নঈমী সাহেব

মন্তব্য করেছিলেন, "হযরত শেরে বাংলা রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি'র মাযার শরীফ যেন বাংলার চট্টগ্রামের বুকে দ্বিতীয় খাজা সাহেবের মাযার তৈরি হল।" বাস্তব ক্ষেত্রেও দেখা যায়, বাংলার আপামর সুন্নী জনতা আশেক্বানের কাছে তিনি 'খাজায়ে বাঙ্গাল' হিসেবে পরিচিত। এখানে আরো একটি রহস্য নিহিত রয়েছে। তা হচ্ছে- সুলতানুল হিন্দ হযরত খাজা গরীব নাওয়ায রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি'র বেসাল শরীফও রজব মাসে (৬ রজব) হয়েছে। অন্যদিকে খাজায়ে বাঙ্গাল হযরত শেরে বাংলা রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হির বেসাল শরীফও রজব মাসে (১২ রজব) হয়েছে। পরম করুণাময়ের কুদরতে এ যেন এক মহান প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সামঞ্জস্য। আল্লামা গাযী শেরে বাংলার মাযার শরীফের উত্তর পাশে বৃহৎ জামে মসজিদ নির্মিত হয়েছিলো। বর্তমানে বহুতল বিশিষ্ট ওই মসজিদ পুনঃনির্মিত হয়েছে। তাছাড়া এ মাযার শরীফকে কেন্দ্র করে বিশাল 'ইসলামী কমপ্লেক্স'ও নির্মিত হচ্ছে।

ওরস মোবারক ও যিয়ারত

প্রতি বছর ১২ রজব হাটহাজারী দরবার শরীফ প্রাঙ্গণে গাযী-ই দ্বীন ও মিল্লাত হযরত আল্লামা সৈয়দ মুহাম্মদ আজিজুল হক শেরে বাংলা আল-ক্বাদেরী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হির পবিত্র বার্ষিক ওরস শরীফ মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয়। এ আযীমুশ্ শান ওরস মুবারকে অগণিত আশেক্বে রসূল সুন্নী ওলামা ও মাশাইখ জনতার সমাগম ঘটে। বলতে গেলে এই জনসমাগম এক বিরাট সুন্নী সমাবেশের রূপ ধারণ করে। মাযার শরীফের পশ্চিম পার্শ্বস্থ ময়দানে মাহফিলের নিমিত্তে সুদৃশ্য প্যান্ডেল ও মঞ্চ নির্মিত হয়। ওরস শরীফে আগত পীর-মাশাইখ ও ওলামা-ই কেরাম হযরত শেরে বাংলা রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হির জীবনাদর্শ ও সুন্নিয়াতের আন্দোলনের সাথে জড়িত বিষয়াদির সারগর্ভ আলোচনা করেন। ওরসে না'রায়ে তাকবীর, না'রায়ে রিসালাত, না'রায়ে গাউসিয়া ও সুন্নিয়াতের শ্লোগানে ভক্তরা আকাশ-বাতাশ মুখরিত করে তোলেন। এ নয়নাভিরাম দৃশ্য চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। ওই দিন হুযূরের পবিত্র মাযার পাকে একের পর এক মিলাদ ও ক্বিয়াম অনুষ্ঠিত হয়, যা সচরাচর অন্য কোন দরবারে দৃষ্টিগোচর হয় না। যাঁর গোটা জীবন সালাত-সালাম, দুরূদ-ক্বিয়ামকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই উৎসর্গ করে গেছেন, তাঁর মাযার শরীফে কেউ দুরূদ ও ক্বিয়াম ব্যতিরেকে শুধুমাত্র যিয়ারত করে ফিরে যাবার দুঃসাহস দেখায় না। আসলে তিনি মিলাদ

ও ক্বিয়ামকে কতটুকু ভালবাসতেন তাঁর পবিত্র মাযার শরীফে আসলে তা উপলব্ধি করা যায়। তাছাড়া ওরস মুবারকের আকেরটি বরকতময় বিশেষ আকর্ষণ হচ্ছে 'তাবাররুক'। তাঁর পবিত্র ওরসের তাবাররুক লাভ করার জন্য অনেককে বিশেষ তৎপর হতে দেখা যায়।

যিয়ারতের ফযীলত

আল্লামা গাযী শেরে বাংলা রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হির পবিত্র মাযার শরীফ যিয়ারতের ফযীলত ও বরকত অকল্পনীয়। তাঁর মহান দরবারে গরীব-দুঃখী সকলের অভাব মোচন হয় বলে প্রখ্যাত সুন্নী ওলামা-ই কেরাম তাঁকে 'খাজায়ে বাঙ্গাল' উপাধিতে ভূষিত করেন। বিশেষতঃ সুন্নিয়তের আন্দোলনের বীর সৈনিকদের জন্য তাঁর দরবার একটি বিশেষ আকর্ষণ। কারণ তিনি তো বাংলার আ'লা হযরত, সুন্নিয়াতের মহান বীর সিপাহসালার। এ দরবার তো নক্বশায়ে বেরেলভী শরীফ। তাই তো তিনি এরশাদ করে গেছেন, "তোমরা যদি বাতিলদের সাথে মুনাযারায় অবতীর্ণ হও এবং কিংবা কোন সংঘর্ষ হয়, তবে আমর রওযা শরীফ যিয়ারত করবে। তার ফায়সালা ও প্রতিকার ইনশা-আল্লাহ্ আমি করে দেবো।"

সন্তান-সন্ততি

প্রথম স্ত্রীর ৩ সন্তান: ১. সৈয়দ মুহাম্মদ আমীনুল হক আলক্বাদেরী, ২. সৈয়দ মুহাম্মদ যিয়াউল হক্ব আলক্বাদেরী, ৩. সৈয়দ মুহাম্মদ বদরুল হক্ব আলকাদেরী।

চার কন্যা: ১. সৈয়দা হাসীনা বেগম, ২. সৈয়দা ক্বসীদা বেগম, ৩. সৈয়দা সাকীনা বেগম ও ৪. সৈয়দা চমন আরা বেগম (বুলবুল)।

দ্বিতীয় স্ত্রীর সন্তান : ১. সৈয়দ মুহাম্মদ আবদুল হক্ব আলক্বাদেরী, ২. সৈয়দ মুহাম্মদ নুরুল হক আলক্বাদেরী, এক কন্যা- সৈয়দা মমতায বেগম।

তৃতীয় স্ত্রীর সন্তান: একপুত্র সৈয়দ মুহাম্মদ মোজাহেরুল হক্ব আলক্বাদেরী

কয়েকটি কারামত

আল্লামা গাযী শেরে বাংলা রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি শুধু একজন অপ্রতিদ্বন্দ্বী আলেম ও মুনাযিরই ছিলেন না, বরং তিনি যে উঁচু পর্যায়ের ওলী ছিলেন তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। তাঁর আদর্শ জীবনে বহু কারামত প্রকাশ পেয়েছে। এ ক্ষুদ্র পরিসরে সংক্ষেপে কয়েকটি বিশেষ কারামত উল্লেখ করার প্রয়াস পাচ্ছি-

।। এক ।।

একবার কুতুবদিয়ায় ওহাবীরা আল্লামা গাযী শেরে বাংলাকে আঘাত করার কুমৎলবে ওয়াযের দাওয়াত করেছিলো। তিনিও দ্বীন-মাযহাবের প্রচারণার বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে আল্লাহর উপর পূর্ণ ভরসা করে দাওয়াত গ্রহণ করলেন এবং সেখানে গিয়ে নির্ধারিত সময়ে নিজের নিয়মে ওয়ায আরম্ভ করলেন। ওয়াযে তিনি সুন্নী মতাদর্শকে তুলে ধরে ওহাবীদের ভ্রান্ত মতবাদগুলোকে খন্ডন করছিলেন। ইত্যবসরে তারা তাঁকে অতর্কিত হামলা করার প্রস্তুতি নিচ্ছিলো। কিন্তু আল্লাহ্ পাকের মেহেরবানী দেখুন! থানা-পুলিশের একটি দল গভীর রাতে চোর ধরার জন্য মাহফিলের পার্শ্ববর্তী রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলো। হঠাৎ পুলিশ বাহিনীর কানে এক আহ্বান আসলো- 'তোমরা ওদিকে যাচ্ছো কোথায়? দেখছোনা শেরে বাংলাকে ওহাবীরা আক্রমণ করছে?' পুলিশ বাহিনী মাহফিলের দিকে রওনা দিলো। মাহফিলস্থলে গিয়ে দেখলো ওহাবী হায়েনারা আল্লামা গাযী শেরে বাংলাকে আঘাতের পর আঘাত করে যাচ্ছে। সুতরাং পুলিশ বাহিনী তাৎক্ষণিকভাবে হস্তক্ষেপ করে তাঁকে রক্ষা করলো। ওহাবীরা হলো গ্রেফতার ও লাঞ্ছিত।

।। দুই ।।

পশ্চিম পটিয়া দৌলতপুরের জনৈক খবীস লোক আল্লামা গাযী শেরে বাংলাকে প্রাণে মেরে ফেলার কুমৎলবে ওয়ায মাহফিলের নামে তাঁকে দাওয়াত করলো। হুযূর যথাসময়ে ঠিকানানুসারে গিয়ে দেখলেন সেখানে মাহফিলের কোন আয়োজন নেই। সুতরাং তিনি মসজিদে নামায পড়তে ঢুকলেন এবং নামায শেষে দো'আ-দুরূদ ও মোরাক্বাবা-মুশাহাদায় মগ্ন হলেন। ইত্যবসরে চক্রান্তকারীর দল মসজিদের চর্তুপাশে ঘোরাফেরা করছিলো এবং তাঁকে হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছিলো। কিন্তু দেখা গেলো 'মার-মার, ধর-ধর' করতে করতে একদল লোক মসজিদের দিকে এগিয়ে আসলো। তারা ছিলো হুযূরের ভক্তবৃন্দ। অদৃশ্য আহ্বানে সাড়া দিয়ে তারা হুযূরকে রক্ষা করার জন্য এগিয়ে এসেছিলো। এদিকে চক্রান্তকারীরা প্রাণের ভয়ে দ্রুতবেগে পালিয়ে গেলো। আল্লামা গাযী শেরে বাংলা ওই মসজিদে ওয়ায ও মীলাদ মাহফিল করে চলে আসলেন।

।। তিন ।।

আল্লামা গাযী শেরে বাংলা রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি হলেন অকৃত্রিম আশেক্বে রসূল। নবীর শান-মানকে বুলন্দ রাখার জন্য তিনি গোটা জীবনটাকে উৎসর্গ করেছেন। ইন্তিকালের পূর্বে কিছুদিন তিনি কথাবার্তা কম বলতে লাগলেন। হুযূরের খলীফা মরহুম মাওলানা আবদুল মা'বূদ আলক্বাদেরী হুযূরের দরবারে আরয করলেন, আপনি কেন কথাবার্তা বলা ছেড়ে দিয়েছেন? বিরুদ্ধবাদীরা তো বলবে, শেরে বাংলা তো কিছুই বলে যেতে পারলেন না।" এ কথা শুনে আল্লামা গাযী শেরে বাংলা উঠে বসলেন, আর বললেন, "নবীর দুশমনরা আর কী-ইবা বলবে? আমি এক সপ্তাহর মধ্যে নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে চল্লিশবার স্বপ্নে দেখেছি।" সুবহানাল্লাহিল আযীম!

।। চার ।।

ষাটের দশকের ঘটনা। পটিয়ার হুলাইন গ্রামে হযরত ইয়াসীন আউলিয়া রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হির মাযার শরীফ। মাযার শরীফের এলাকায় মাইক ব্যবহার করা সম্ভব হতো না। মাইক ব্যবহার করতে চাইলে তা নষ্ট হয়ে যেতো। আল্লামা গাযী শেরে বাংলাকে বার্ষিক ওরস শরীফে দাওয়াত করা হলো। সাথে সাথে মাইক ব্যবহারের বিষয়টিও হুযূর শেরে বাংলাকে জানানো হলো। হুযূর জানিয়ে দিলেন এ বছর তিনি সেখানে মাইকযোগেই ওয়ায করবেন। এ কথা চতুর্দিকে প্রচার করা হলে যথাসময়ে বহুলোকের সমাগম হলো তাঁর ওয়ায শুনার জন্য।

আল্লামা গাযী শেরে বাংলা যথাসময়ে মাযার শরীফে তাশরীফ নিয়ে গেলেন। মাইকও তৈরি করা হলো; কিন্তু কারো মাইক চালু করার সাহস হচ্ছিলো না। আল্লামা গাযী শেরে বাংলা রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি মাযার শরীফে প্রবেশ করলেন এবং সব দরজা-জানালা বন্ধ করে দিয়ে কিছুক্ষণ ভিতরে অবস্থান করলেন। অতঃপর দরজা খুলে বের হলেন। আর মাইকে একজন মাদরাসা ছাত্রকে ক্বিরআতের নির্দেশ দিলেন। তারপর তিনিও মাইকযোগে ওয়ায, মীলাদ শরীফ ও মুনাজাত ইত্যাদি সম্পন্ন করলেন। এরপর থেকে অদ্যাবধি আর মাইক ব্যবহারে অসুবিধা হয়নি। এ ঘটনা এলাকায় এখনও প্রসিদ্ধ।

।। পাঁচ ।।

হাটহাজারী জামেয়া আজিজিয়া অদুদিয়া সুন্নিয়া মাদরাসা (বর্তমানে অদুদিয়া সুন্নিয়া মাদরাসা)-এর ভিত্তিপ্রস্থর স্থাপন উপলক্ষে মাদরাসার জন্য প্রস্তাবিত ভূমির উপর বিরাট জমায়েতের আয়োজন করা হলো। দেশের বহু প্রখ্যাত ওলামা-মাশাইখ, বুদ্ধিজীবী ও জনসাধারণ তাতে উপস্থিত হলেন। আল্লামা গাযী শেরে বাংলা, মাওলানা শামসুল ইসলাম কাযেমী ও মাওলানা শায়খ জামাল আহমদ আল কাদেরী তিনখানা ইট দ্বারা মাদরাসার ভিত্তি স্থাপন করেন। সংক্ষিপ্ত মুনাজাতের মাধ্যমে পরবর্তী ওয়াজ-মাহফিলে পর্ব আরম্ভ হলো। কিন্তু ইতোমধ্যে আকাশ মেঘে ছেয়ে গেলো। দেখতে দেখতে কালবৈশাখীর রূপ পরিগ্রহ করলো। উপস্থিত লোকজন ভীত হয়ে মাহফিল ত্যাগের প্রস্তুতি নিচ্ছিলো।

এ দিকে হুযূর আল্লামা গাযী শেরে বাংলা রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি সবার উদ্দেশে বললেন, "ভয়ের কারণ নেই। আখেরী মুনাজাত না হওয়া পর্যন্ত এ এলাকায় বৃষ্টিপাত হবে না। আপনারা নির্দ্বিধায় ওয়াজ শুনতে থাকুন।" সুবহানাল্লাহ্! এরপর আরো বেশ কিছুক্ষণ তাক্বরীর চললো। মীলাদ শরীফ হলো, ক্বিয়াম হলো, আখেরী মুনাজাত হলো। তারপর স্বাভাবিক গতিতে লোকজন আপন আপন গন্তব্যে পৌঁছলো। এমনকি দূরান্তরের লোকজন, শহরতলী থেকে আগত ভক্তবৃন্দ তাঁদের গন্তব্যে পৌঁছে যাবার পরক্ষণে মূষলধারে বৃষ্টি নেমে এলো। মাহফিল ও মাহফিলে অংশগ্রহণকারীদের কোন অসুবিধা হয়নি।

তাছাড়া, আল্লামা গাযী শেরে বাংলার কারামাতগুলোর মধ্যে এও ছিলো যে, তাঁর সাহায্যার্থে হযরত খাদ্বির আলায়হিস্ সালাম এগিয়ে আসতেন। তিনি তাঁকে ইলমে লাদুন্নী দান করেছিলেন। তাঁকে সাক্ষাৎ দিয়েও ধন্য করেছেন। তিনি রূহানীভাবে আউলিয়া-ই কেরামের সাথে সাক্ষাৎ কনফারেন্সে মিলিত হতেন। রূক্বাম শহরের বাসিন্দা জিনদের শাহানশাহে আ'লা বকতানূসের মুরব্বিয়ানা এবং তার খলীফা ও তাঁর সন্তানদের সাথে ভালবাসা দ্বারাও তিনি ধন্য হন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। হাজার হাজার জিনও তাঁর মাহফিলসমূহে যোগদান করতো। লক্ষ লক্ষ জিন তাঁর মুরীদ ছিলো। এক সূত্রে জানা যায় যে, ওই জিন মুরীদদের মধ্যে এক লক্ষ এগার হাজার আলিম জিনও ছিলেন। তাছাড়া, আল্লামা গাযী শেরে বাংলা হযরত বায়েজিদ বোস্তামীসহ বহু ওলীর

প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎও লাভ করেছেন। তিনি বহু ওলীর মাযার শরীফের প্রকৃত ঠিকানা এবং বহু ওলীর মাযারের বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও প্রভাবের খবর উদঘাটন করেছেন। তাঁর দো'আয় নিঃসন্তান সন্তান লাভ করেছে, বহুলোকের মনোস্কামনা পূরণ হয়েছে। বলাবাহুল্য, ওলীগণ ইন্তিকালের পরও আল্লাহর কুদরতে আপন আপন মাযারে পাকে জীবিত থাকেন এবং তাঁদের জীবদ্দশায় মতো যা-ইরীন ও ভক্তবৃন্দের চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম। তিনি আপন যবানে যা বলতেন, তা বাস্তবেও রূপায়িত হতো।

সুতরাং এক মহান ওলী হিসেবেও আল্লামা গাযী শেরে বাংলা রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হির মাযার শরীফও রূহানিয়াতে ভরপুর। তাঁর যিয়ারতও অতি বরকতময়। তাই প্রার্থনা যে, তাঁর রূহানিয়াতের বদৌলতে ভক্তবৃন্দ সবসময় ধন্য হতে থাকুক! তাঁর আদর্শ হোক সবার নিকট অনুকরণীয়। আমীন বিহুরমাতি সাইয়্যিদিল মুরসালীন আলায়হি আফদ্বালুস্ সালাতি ওয়াত্ তাসলীম।

---0---

اَلطَّآمَّةُ الْكُبْرٰى عَلٰى مَا نِعِى الْمِيْلَادِ
وَالْقِيَامِ لِلنَّبِيِّ الْمُصْطَفٰى ﷺ
در بیان اثبات میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم
بتعین بارہ ربیع الاول

মীলাদুন্নবী ও নবী মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামা-এর সম্মানার্থে ক্বিয়াম বা দাঁড়িয়ে সালাম জানানোর বিরোধিতাকারীদের উপর প্রচণ্ড আঘাত

'১২ই রবিউল আউয়াল' নির্দিষ্ট তারিখে ঈদে মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম উদ্‌যাপন প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّىْ وَنُسَلِّمُ عَلٰى حَبِيْبِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ اَجْمَعِيْنَ

ইমাম হাফেয ইবনে হাজর আসক্বালানী রাহমাতুল্লাহির আলায়হির বক্তব্য 'সীরাত-ই শামী'তে উল্লেখ করা হয়েছে-

قَالَ قَدْ ظَهَرَ لِىْ فِىْ تَخْرِيْجَهٗ عَلٰى اَصْلٍ ثَابِتٍ وَهُوَمَا ثَبَتَ فِى الصَّحِيْحَيْنِ مِنْ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ فَوَجَدَ الْيَهُوْدَ يَصُوْمُوْنَ يَوْمَ عَاشُوْرَآءَ فَسَأَلَهُمْ فَقَالُوْا هُوَ يَوْمٌ اَغْرَقَ اللّٰهُ فِيْهِ فِرْعَوْنَ وَنَجَامُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ فَنَحْنُ نَصُوْمُهٗ شُكْرًا لِلّٰهِ تَعَالٰى فَقَالَ اَنَا اَحَقُّ بِمُوْسٰى مِنْكُمْ فَصَامَهٗ وَاَمَرَ بِصِيَامِهٖ فَيُسْتَفَادُ مِنْهُ فِعْلَ الشُّكْرِ لِلّٰهِ تَعَالٰى عَلٰى مَا مَنَّ بِهٖ فِىْ يَوْمٍ مُعَيَّنٍ مِنْ اِبْدَاءِ نِعْمَةٍ اَوْدَفْعِ نِقْمَةٍ وَيُعَادُ ذٰلِكَ فِىْ

نَظِيْرِ ذٰلِكَ الْيَوْمِ مِنْ كُلِّ سَنَةٍ وَالشُّكْرِ لِلّٰهِ تَعَالٰى يَحْصِلُ بِاَنْوَاعِ الْعِبَادَاتِ وَالسُّجُوْدِ وَالصِّيَامِ وَالصَّدَقَةِ وَالتِّلَاوَةِ وَاَىُّ النِّعْمَةِ اَعْظَمُ مِنْ بُرُوْزِ هٰذَا النَّبِيِّ الَّذِىْ هُوَ نَبِىُّ الرَّحْمَةِ فِىْ ذٰلِكَ الْيَوْمِ۔ *

অর্থাৎ তিনি বলেন, সুদৃঢ় ভিত্তির উপর বর্ণনায় আমার নিকট স্পষ্ট হয়েছে আর এটা বোখারী এবং মুসলিম শরীফেও বর্ণিত হয়েছে যে, নিশ্চয় রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম মদীনা মুনাওয়ারায় তাশরীফ আনলেন। তখন তিনি দেখতে পেলেন যে, ইহুদীরা আশূরার দিনে রোযা পালন করছে। তিনি তাদেরকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। তারা বললো, "এটা হচ্ছে ওই দিন, যাতে আল্লাহ্ তা'আলা ফির'আউনকে (বাহরে ক্বুলযমে) ডুবিয়ে মেরেছেন। আর হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম মুক্তি পেয়েছিলেন। সুতরাং আমরা আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞতা স্বরূপ এ দিনের রোযা পালন করি।" অতঃপর হুযূর-ই আক্‌রাম এরশাদ ফরমালেন, "আমি তোমাদের চেয়ে হযরত মূসার বেশী হক্বদার।" সুতরাং তিনি (নিজেও) ওই দিনের রোযা রাখলেন এবং (মুসলমানদেরকেও) ওই দিনের রোযা পালনের নির্দেশ দিলেন।

এ থেকে বুঝা যায় যে, নির্দিষ্ট দিনের নি'মাতসমূহের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার শোকরিয়া আদায় করা বৈধ, যেমন ওই দিনে আল্লাহ্ তা'আলার নি'মাত প্রকাশ ও তাঁর ক্রোধের পাত্রের বিনাশ। আর প্রতি বছরে ওই দিনের বৈশিষ্ট্যাদির প্রতি লক্ষ্য রেখে উৎসব উদ্‌যাপন করা যাবে। এতে আল্লাহর (নি'মাতের) শোকরিয়াও আদায় হয়ে যায়। তাও নানা ধরনের ইবাদত, সাজদা (নফল নামায), রোযা, সাদক্বাহ্ ও ক্বোরআন মজীদ তিলাওয়াতের মধ্য দিয়ে। (১২ই রবিউল আউয়াল শরীফ নবী করীম দুনিয়ায় তাশরীফ এনেছিলেন।) নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম, রহমতের নবীর শুভাগমন অপেক্ষা বড় নি'মাত আর কি হতে পারে? (অর্থাৎ হতেই পারে না। তাই, এ মহান দিনের মহা নি'মাতের শোকরিয়া স্বরূপ ঈদ উদ্‌যাপন করাও নিঃসন্দেহে বৈধ ও বরকতময়।)

---

* الف۔ حسن المقصد فى العمل المولد للسيوطى عليه الرحمة صفحه۔ ٦٣۔٦٤

ب۔ الحاوى للفتاوى للسيوطى صفحه۔ ٣٠٥۔٣٠٦

ج۔ سبل الهدى والرشاد فى سيرة خير العباد ﷺ للصالحى جلد۔ ١۔ صفحه۔ ٣٦٦

د۔ شرح المواهب اللدنية للزرقانى۔ جلد۔ ١۔ صفحه۔ ٢٦٣

আর প্রচলিত মীলাদ শরীফ উদ্‌যাপন খোদ্ হুযূর-ই আক্‌রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম থেকেও প্রমাণিত। সুতরাং মাওলানা শায়খ আবুল খাত্তাব তাঁর লিখিত 'আত্‌তানভীর' নামক গ্রন্থে লিখেছেন-

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ اَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ ذَاتَ يَوْمٍ فِىْ بَيْتِهٖ وَقَائِعَ وِلَادَتِهٖ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔ قَالَ حَلَّتْ لَكُمْ شَفَاعَتِىْ

অর্থাৎ হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি একদিন তাঁর ঘরে হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর বেলাদত (জন্ম) শরীফের (অলৌকিক) ঘটনাবলী বর্ণনা করছিলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম (এটা দেখে) বললেন, "তোমাদের জন্য তো আমার সুপারিশ হালাল (নিশ্চিত) হয়ে গেলো।"

ওই পুস্তিকায় হযরত আবুদ্ দারদা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকেও বর্ণিত হয়েছে-

اَنَّهٗ مَرَّ مَعَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلٰى بَيْتِ عَامِرِ نِ الْاَنْصَارِىِّ وَكَانَ يُعَلِّمُ وَقَائِعَ وِلَادَتِهٖ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِاَبْنَآئِهٖ وَعَشِيْرَتِهٖ وَيَقُوْلُ هٰذَا الْيَوْمُ فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ اِنَّ اللّٰهَ فَتَحَ لَكَ اَبْوَابَ الرَّحْمَةِ وَالْمَلَائِكَةُ يَسْتَغْفِرُوْنَ لَكَ وَمَنْ فَعَلَ فِعْلَكَ نَجٰى نَجَاتَكَ۔ اَنْتَهٰى

অর্থাৎ তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে হযরত 'আমির আনসারীর ঘরে গেলেন। তখন তিনি তার পুত্রগণ ও সম্প্রদায়ের লোকদেরকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর বেলাদত শরীফের ঘটনাবলী শিক্ষা দিচ্ছিলেন। আর বলছিলেন, "এ-ই দিনে"। অতঃপর তিনি (হুযূর করীম আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম) এরশাদ করলেন, "আল্লাহ্ তোমার জন্য রহমতের দরজাগুলো খুলে দিয়েছেন, ফিরিশতারা তোমার জন্য ইস্‌তিগফার (গুনাহ্‌র ক্ষমা প্রার্থনা) করছেন আর ওই ব্যক্তি তোমার মতো নাজাত লাভ করবে, যে তোমার (এ পুণ্যময়) কাজ করবে।

'আল-আশবাহ্ ওয়ান্নাযা-ইর'-এর প্রণেতা মহোদয় বলেছেন, বর্ণনার সূচনায়, সারকথা হলো- শায়খকুল শিরমণি জালাল উদ্দীন সুয়ূতী আলায়হির রাহমাহ্‌র ওই পুস্তিকায়, যাতে 'মীলাদুন্নবী' সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম

উদ্‌যাপনের পক্ষে দলীলাদি উদ্ধৃত হয়েছে এবং এ প্রসঙ্গে তাজ উদ্দীন ফাকিহানীর অমূলক বক্তব্যগুলোর খণ্ডন রয়েছে আর আবূ আবদুল্লাহ্‌র এ মীলাদ শরীফ উদ্‌যাপনের প্রসঙ্গে বক্তব্যের মীমাংসার উল্লেখ রয়েছে, তা হচ্ছে-

فَقَدْ وَقَعَ السُّوَالُ عَنِ الْمَوْلِدِ النَّبَوِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ شَهْرِ رَبِيْعِ الْاَوَّلِ مَا الْحُكْمُ مِنْ حَيْثُ الشَّرْعِ هَلْ هُوَ مَحْمُوْدٌ اَوْمَذْمُوْمٌ وَعَمَلٌ يُثَابُ فَاعِلُهُ اَمْ لَا ؟

অর্থাৎ রবিউল আউয়াল মাসে মৌলেদুন্নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম উদ্‌যাপন সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলো- শরীয়তের দৃষ্টিতে সেটার বিধান কি? সেটা কি ভালো, না মন্দ? উদ্‌যাপনকারী তার এ কাজের জন্য সাওয়াব পাবেন কিনা?

ইমাম সুয়ূত্বী উত্তরে বললেন-

اِنَّ اَصْلَ عَمَلِ الْمَوْلِدِ الَّذِيْ هُوَ اِجْتِمَاعُ النَّاسِ وَقِرَأَةُ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ وَرِوَايَةُ الْاَخْبَارِ الْوَارِدَةِ فِيْ مَبْدَأِ اَمْرِ النَّبِيِّ ﷺ وَمَا وَقَعَ فِيْ مَوْلِدِهٖ مِنَ الْاٰيَاتِ ثُمَّ يُمَدُّلَهُمْ سِمَاطٌ يَّأْكُلُوْنَهٗ وَيَنْصَرِفُوْنَ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ عَلٰى ذٰلِكَ مِنَ الْبِدَعِ الْحَسَنَةِ الَّتِيْ يُثَابُ عَلَيْهَا صَاحِبُهَا لِمَا فِيْهِ مِنْ تَعْظِيْمِ قَدْرِ النَّبِيِّ ﷺ وَاِظْهَارِ الْفَرَحِ وَالْاِسْتِبْشَارِ بِمَوْلِدِهِ الشَّرِيْفِ وَاَوَّلُ مَنْ اَحْدَثَ فِعْلَ ذٰلِكَ صَاحِبُ اِرْبِلَ الْمَلِكُ الْمُظَفَّرُ اَبُوْ سَعِيْدٍ كُوْكَبْرِيُّ بْنُ زَيْنِ الدِّيْنِ عَلِيِّ بْنِ بَلْتَكِيْنَ اَحَدُ مُلُوْكِ الْاَمْجَادِ وَالْكُبَرَآءِ الْاَجْوَادِ وَكَانَ لَهٗ اٰثَارٌ حَسَنَةٌ وَهُوَ الَّذِيْ عَمَّرَ الْجَامِعَ الْمُظَفَّرِيَّ فِيْ بُقْعِ قَاسِيُوْنَ ـ قَالَ اِبْنُ كَثِيْرٍ فِيْ تَارِيْخِهٖ كَانَ يَعْمَلُ الْمَوْلِدَ الشَّرِيْفَ فِيْ رَبِيْعِ الْاَوَّلِ وَيَحْتَفِلُ بِهٖ اِحْتِفَالاً هَآئِلاً وَكَانَ شَهْمًا شُجَاعًا بَطَلاً عَاقِلاً عَالِمًا عَادِلاً رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَاَكْرَمَ مَثْوَاهُ وَصَنَّفَ الشَّيْخُ اَبُو الْخَطَّابِ بْنُ دِحْيَةَ لَهٗ مُجَلَّدًا فِيْ

الْمَوْلِدِ النَّبَوِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمَّاهُ "التَّنْوِيْرُ فِيْ مَوْلِدِ الْبَشِيْرِ النَّذِيْرِ" فَجَازَاهُ عَلٰى ذٰلِكَ اَلْفَ دِيْنَارٍ - *

وَقَالَ اِبْنُ خَلِّكَانَ فِيْ تَرْجَمَةِ الْحَافِظِ اَبِى الْخَطَّابِ بْنِ دِحْيَةَ كَانَ مِنْ اَعْيَانِ الْعُلَمَآءِ وَمَشَاهِيْرِ الْفُضَلاَءِ قَدِمَ مِنَ الْمَغْرِبِ فَدَخَلَ الشَّامَ وَالْعِرَاقَ وَاجْتَازَ بِاِرْبِلَ سَنَةَ اَرْبَعٍ وَسِتِّمِاَةٍ فَوَجَدَ مَلِكَهَا الْمُعَظَّمَ مُظَفَّرَ الدِّيْنِ بْنَ زَيْنِ الدِّيْنِ يَعْتَنِيْ بِالْمَوْلِدِ النَّبَوِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَمِلَ لَهُ كِتَابَ "التَّنْوِيْرُ فِيْ مَوْلِدِ الْبَشِيْرِ النَّذِيْرِ" وَقَرَأَهُ عَلَيْهِ بِنَفْسِهِ فَجَازَاهُ بِاَلْفِ دِيْنَارٍ اِنْتَهٰى مُخْتَصَرًا -

অর্থাৎ 'মীলাদুন্নবী' উদ্‌যাপনের মূলে রয়েছে লোকজনের জমায়েত, সাধ্যানুসারে ক্বোরআন তিলাওয়াত, ওই সমস্ত হাদীস ও (ঐতিহাসিক) ঘটনাবলী বর্ণনা করা, যেগুলোতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর শুভ জন্মের সময়ের অলৌকিক ঘটনাবলীর বিবরণ রয়েছে, তারপর তাবার্‌রুকাত (পানাহার)-এর আয়োজন করা, তদুপরি এমন সব কাজ করা, যেগুলো নব-আবিস্কৃত হলেও উত্তম এবং সাওয়াবদায়ক। সেগুলোর সম্পন্নকারী সাওয়াব পাবেন এ জন্য যে, তাতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর মহা মর্যাদার প্রতি সম্মান দেখানো হয়, খুশী প্রকাশ করা হয় এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর শুভ জন্মের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়।

এভাবে এ বরকতময় কাজের উদ্ভাবক হলেন ইরাক্ব অঞ্চলের ইরবিলের সম্রাট মুযাফ্‌ফর আবূ সা'ঈদ কূকবরী ইবনে যায়নুদ্দীন আলী ইবনে বক্তগীন, যিনি সর্বজনমান্য, মর্যাদাপূর্ণ ও দানশীল রাজাদের অন্যতম ছিলেন। তাঁর অনেক প্রশংসনীয় নিদর্শন ছিলো। যেমন, তিনি কাসিয়ূন ভূ-খণ্ডে আল-মুযাফ্‌ফরী জামে মসজিদ নির্মাণ করেন।

---

* حسن المقصد فى عمل المولد للسيوطى - صفحه - ٤١

ইবনে কাসীর তাঁর 'ইতিহাস' গ্রন্থে লিখেছেন, তিনি (বাদশাহ্ মুযাফ্ফর) পবিত্র রবিউল আউয়াল মাসে 'মাওলেদ শরীফ'-এর আয়োজন করতেন। এতদুপলক্ষে বিশাল মাহফিলের ব্যবস্থা করতেন। তিনি ছিলেন একাধারে সাহসী, বীরপুরুষ, বুদ্ধিমান জ্ঞানী ও ন্যায়পরায়ণ। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর উপর রহমত বর্ষণ করুন, তাঁর সমাধিকে মর্যাদাপূর্ণ করুন।

শায়খ আবুল খাত্তাব ইবনে দিহ্ইয়াহ্ তাঁরই (বাদশাহ্) ফরমায়েশ অনুসারে 'মওলেদুন্নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম' (বিষয়ের) উপর একটি বিরাটাকার কিতাব প্রণয়ন করেন। সেটার নাম রেখেছেন- 'আত্ তানভীর ফী মাওলেদিল বাশীরি ওয়ান নাযীর'। বাদশাহ্ তাঁকে এর পুরস্কার স্বরূপ এক হাজার দিনার (স্বর্ণমূদ্রা) দিয়েছিলেন।

আল্লামা ইবনে খাল্লিকান হাফিয-এ হাদীস আল্লামা আবুল খাত্তাব ইবনে দিহ্ইয়ার জীবনী লিখতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন- তিনি (আল্লামা আবুল খাত্তাব) ছিলেন এক সুবিজ্ঞ আলিম ও সুপ্রসিদ্ধ গুণীজন। তিনি 'মাগরিব' (মরক্কো) থেকে এসেছিলেন। অতঃপর প্রথমে সিরিয়া, তারপর ইরাক্বে প্রবেশ করেন। তারপর ইরবিলে প্রবেশ করেন- ৬০৪ হিজরীতে। তিনি দেখতে পান- সম্মানিত বাদশাহ্ মুযাফ্ফর উদ্দীন ইবনে যায়নুদ্দীন অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে ঈদে মীলাদুন্নবী উদ্‌যাপন করছেন। সুতরাং তিনি বাদশাহ্র এ বরকতময় কাজের সমর্থনে 'আত্ তানভীর ফী মওলেদিল বশীরি ওয়ান্ নাযীর' শীর্ষক কিতাবটা প্রণয়ন করলেন। আর নিজেই সেটা বাদশাহ্কে পড়ে শুনালেন। সুতরাং বাদশাহ্ তাঁকে নিজেই এক হাজার দিনার পুরস্কার দিলেন। (সংক্ষেপিত)

আল্লামা মুহাম্মদ ইয়ূসুফ-ই সালেহী শামী আলায়হির রাহমাহ্ তাঁর লিখিত কিতাব 'সুবুলুল হুদা ওয়ার রেশাদ্ ফী সীরাতি খায়রিল ইবাদ'-এ, যা 'সীরাতে শামী' নামে প্রসিদ্ধ -এর মধ্যে লিখেছেন-

قَالَ الْحَافِظُ اَبُو الْخَيْرِ السَّخَاوِيُّ فِيْ فَتْوَاهُ عَمَلُ الْمَوْلِدِ الشَّرِيْفِ لَمْ يُنْقَلْ عَنْ اَحَدٍ مِّنَ السَّلَفِ الصَّالِحِ فِي الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةِ الْفَاضِلَةِ وَاِنَّمَا حَدَثَ بَعْدَهَا ثُمَّ لَازَالَ اَهْلُ الْاِسْلَامِ فِيْ سَائِرِ الْاَقْطَارِ وَالْمُدُنِ الْكِبَارِ يَحْتَفِلُوْنَ فِيْ شَهْرِ مَوْلِدِهٖ ﷺ وَشَرَّفَ وَ كَرَّمَ بِعَمَلِ الْوَلَائِمِ الْبَدِيْعَةِ وَالْمَطَاعِمِ الْمُشْتَمِلَةِ عَلَى الْاُمُوْرِ الْبَهِيَّةِ وَالْبَدِيْعَةِ وَيَتَصَدَّقُوْنَ فِيْ لَيَالِيْهِ بِاَنْوَاعِ الصَّدَقَاتِ وَيُظْهِرُوْنَ الْمُسَرَّاةِ

وَيَزِيْدُوْنَ فِى الْمَبَرَّاتِ بَلْ يَعْتَنُوْنَ بِقِرَأَةِ مَوْلِدِهِ الْكَرِيْمِ وَيُظْهَرُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَرَكَاتِهِ فَضْلٌ عَظِيْمٌ ـ وَقَالَ الْإِمَامُ الْحَافِظُ بْنُ الْجَزَرِىُّ شَيْخُ الْقُرَّآءِ مِنْ خَوَاصِّهِ اَنَّهُ اَمَانٌ فِىْ ذٰلِكَ الْعَامِ وَبُشْرٰى عَاجِلَةٌ بِنَيْلِ الْبُغْيَةِ وَالْمُرَامِ ... *

অর্থাৎ হাফেয আবুল খায়র সাখাভী তাঁর ফাত্ওয়ায় বলেছেন, মওলেদ শরীফের আয়োজনের কথা (সলফ-ই সালেহীন)-এর মধ্যে কারো থেকে উদ্ধৃত হয়নি। এটা এরপর থেকে প্রচলিত হয়েছে। তারপর বিশ্বের সব প্রান্তে এবং বড় বড় শহর ও নগরগুলোতে মুসলমানগণ নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর মীলাদ শরীফের মাসে জাঁকজমকপূর্ণ মাহফিল-অনুষ্ঠানাদির আয়োজন করে আসছেন। ওইগুলোতে উঁচু মানের বরকতপূর্ণ বিষয়াদি সামিল থাকে। তাঁরা ওই মাসের রাত ও দিনগুলোতে নানা ধরনের সাদক্বাহ্ করেন, খুশী প্রকাশ করেন, বেশী পরিমাণে তাবার্রুকাতের আয়োজন করেন এবং মীলাদ শরীফের বর্ণনাদি পাঠের প্রতি গুরুত্ব দেন। ফলে তাঁদের উপর আল্লাহর বরকতসমূহ ও মহা অনুগ্রহ প্রকাশ পায়।

ইমাম হাফেয ইবনুল জাযারী, শায়খুল ক্বোর্‌রা বলেছেন, এ (সব কাজ)-এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে- ওই গোটা বছরের নিরাপত্তা ও শীঘ্রই উদ্দেশ্য পূরণের সুসংবাদ।

وَقَالَ الْعَلَّامَةُ اِبْنُ طُغْرِلَ فِى الدُّرِّ الْمُنَظَّمِ وَقَدْ عَمِلَ الْمُحِبُّوْنَ النَّبِىَّ ﷺ فَرْحًا بِمَوْلِدِهِ الْوَلَائِمَ فَمِنْ ذٰلِكَ مَا عَمِلَهُ بِالْقَاهِرَةِ الْمَغْرِبِيَّةِ مِنَ الْوَلَائِمِ الْكِبَارِ الشَّيْخُ اَبُو الْحَسَنِ الْمَعْرُوْفُ بِابْنِ فَضْلٍ شَيْخُ شَيْخِنَا اَبِىْ عَبْدِ اللّٰهِ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ وَعَمِلَ ذٰلِكَ قَبْلَهُ جَمَالُ الدِّيْنِ الْعَجَمِىُّ الْهَمْدَانِىُّ وَمِمَّنْ عَمِلَ ذٰلِكَ عَلٰى قَدْرِ وُسْعِهِ يُوْسُفُ الْحِجَازِىُّ بِمِصْرَ ـ

---

* الف ـ المورد الروى فى مولد النبى ﷺ للعلى القارى ـ صفحه ـ ١٢ ـ ١٣
ب ـ السيرة النبوية لاحمد بن زينى دحلان ـ جلد ـ ١ ـ صفحه ـ ٥٣
ج ـ حجة الله على العالمين فى معجزات سيد المرسلين للنبهانى ـ صفحه ـ ٢٣٣

وَلَقَدْ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ يُحَرِّضُ يُوْسُفَ الْمَذْكُوْرَ عَلٰى ذٰلِكَ ـ قَالَ سَمِعْتُ ذٰلِكَ مِنْ يُوْسُفَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ زُرَيْقِ نِ الشَّامِيِّ الْاَصْلِ الْمِصْرِيِّ الْمُوَلَّدِ الْحِجَازِيِّ بِمِصْرَ فِيْ مَنْزِلِهٖ بِهَا حَيْثُ يَعْمَلُ مَوْلِدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِي الْمَنَامِ مُنْذُ عِشْرِيْنَ سَنَةً وَكَانَ لِيْ اَخٌ فِي اللّٰهِ تَعَالٰى يُقَالُ لَهُ الشَّيْخُ اَبُوْ بَكْرِ نِ الْحِجَازِيُّ فَرَأَيْتُ كَاَنَّنِيْ وَاَبَابَكْرٍ هٰذَا بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ ﷺ جَالِسَيْنِ فَاَرْسَلَ اَبُوْبَكْرٍ لِحْيَةَ نَفْسِهٖ وَفَرَقَهَا نِصْفَيْنِ وَذُكِرَ النَّبِيُّ ﷺ كَلَامًا لَمْ يَفْهَمْ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مُجِيْبًا لَهُ لَوْ لَا هٰذَا لَكَانَتْ هٰذِهٖ فِي النَّارِ وَدَارٌ لِّيْ وَقَالَ لَاَضْرِبَنَّكَ وَكَانَ قَضِيْبٌ فَقُلْتُ لِاَيِّ شَيْءٍ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ حَتّٰى لَاتُبْطِلَ الْمَوْلِدَ وَلَاالسُّنَنَ قَالَ يُوْسُفُ فَعَمِلْتُهٗ مُنْذُ عِشْرِيْنَ سَنَةً اِلَى الْاٰنِ وَقَالَ سَمِعْتُ يُوْسُفَ الْمَذْكُوْرَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ اَخِيْ اَبَا بَكْرِ نِ الْحِجَازِيَّ يَقُوْلُ سَمِعْتُ مَنْصُوْرًا الْبَشَّارَ يَقُوْلُ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي الْمَنَامِ يَقُوْلُ لِيْ قُلْ لَهُ لَا تُبْطِلْهُ يَعْنِي الْمَوْلِدَ مَا عَلَيْكَ مِمَّنْ اَكَلَ وَمِمَّنْ لَمْ يَأْكُلْ قَالَ سَمِعْتُ شَيْخَنَا اَبَا عَبْدِ اللّٰهِ بْنَ اَبِيْ مُحَمَّدٍ النُّعْمَانِيَّ يَقُوْلُ سَمِعْتُ الشَّيْخَ اَبَا مُوْسٰى الزَّيْتُوْنِيَّ يَقُوْلُ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي النَّوْمِ فَذَكَرْتُ لَهُ مَايَقُوْلُهُ الْفُقَهَآءُ فِيْ عَمَلِ الْوَلَائِمِ فِي الْمَوْلِدِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ فَرِحَ بِنَافَرِحْنَا بِهٖ ـ

অর্থাৎ আল্লামা ইবনে তুগরিল 'আদদুররুল মুনায্যাম'-এ লিখেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি যাঁরা ভালবাসা রাখেন, তাঁরা খুশী উদ্‌যাপনার্থে পানাহার আয়োজন করেন। তন্মধ্যে পশ্চিম কায়রোর ওইসব বড় বড় আয়োজন উল্লেখযোগ্য, যেগুলো আয়োজন করতেন শায়খ আবুল হাসান, ওরফে ইবনে ফাদ্বল, যিনি আমাদের শায়খ আবূ

আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবনে নো'মানের শায়খ। ইতোপূর্বে এমনই আয়োজন করেছেন শায়খ জামাল উদ্দীন আজমী হামদানী। তাঁদের মধ্যে সাধ্য মতো আয়োজন করেছেন ইয়ূসুফ হেজাযী মিশরে। তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে স্বপ্নে দেখেছেন এমতাবস্থায় যে, উক্ত ইয়ূসুফকে এ কাজের জন্য উৎসাহিত করছিলেন। তিনি বলেছেন, আমি সেটা ইয়ূসুফ ইবনে আলী ইবনে যুরায়ক্বকে বলতে শুনেছি, যিনি সিরীয় বংশোদ্ভূত ও হিজাযে জন্মগ্রহণকারী, মিশরে তাঁর নিজ বাড়ীতে, যেখানে তিনি রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর মীলাদ শরীফ উদ্‌যাপন করতেন। তিনি বলেছিলেন, আমি রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে বিশ বছর যাবৎ স্বপ্নে দেখে আসছি। আর আমার এমন এক ভাই ছিলেন, যাঁকে আমি আল্লাহর ওয়াস্তে ভাই বলে গ্রহণ করেছি, যাঁকে শায়খ আবূ বকর হেজাযী বলা হতো। সুতরাং আমি দেখেছি যেন আমি ও এ আবূ বকর রসূল-ই করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সামনে বসে আছি। অতঃপর আবূ বকর নিজের লম্বা দাড়িকে ছেড়ে দিয়েছেন, আর সেটাকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এমন কিছু কথা বলা হলো, যা বুঝা যায়নি। অতঃপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তদুত্তরে এরশাদ করলেন, "এটা (মীলাদুন্নবীর এ আমল) না হতো সে দোযখে যেতো। আমার দিকে ফিরলেন আর বললেন, "আমি অবশ্যই তোমাকে মারবো, আর ওখানে একটি বাঁশের লাঠিও ছিলো।" আমি আরয করলাম, "কি কারণে হে আল্লাহর রসূল?" হুযূর এরশাদ করলেন, "যদি মওলেদকে ও এ সুন্নাতকে বাতিল করো।" ইয়ূসুফ বললেন, "অতঃপর বিশ বছর আগে থেকে এ পর্যন্ত আমি তা আয়োজন করে আসছি।" তিনি আরো বলেন, আমি উক্ত ইয়ূসুফকে একথাও বলতে শুনেছি, আমি আমার ভাই আবূ বকর হেজাযীকে বলতে শুনেছি, আমি মানসূর আল-বাশ্‌শারকে একথা বলতে শুনেছি, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে স্বপ্নে একথা আমাকে এরশাদ করতে শুনেছি, "তাকে বলো যেন সে তা বাতিল না করে, অর্থাৎ মাওলেদকে, যা তোমার উপর অপরিহার্য। তাদের মধ্যে কিছু লোক খেয়েছে এবং কিছুলোক খায়নি। তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন, আমি আমাদের শায়খ আবূ আবদুল্লাহ্ ইবনে আবূ মুহাম্মদ নো'মানীকে বলতে শুনেছি, আমি শায়খ আবূ মূসা যায়তূনীকে বলতে শুনেছি, "আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে স্বপ্নে দেখেছি, আমি হুযূর-ই

করীমের সমীপে তা আরয করেছি, যা ফক্বীহ্গণ মীলাদুন্নবী উপলক্ষে পানাহারের আয়োজন সম্পর্কে বলেন। অতঃপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "যে আমার জন্মে খুশী হয়েছে, আমিও তাকে নিয়ে খুশী হই।"

قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْعَلَّامَةُ نَاصِرُ الدِّيْنِ الْمُبَارَكُ الشَّهِيْرُ بِابْنَ الْبَطَّاحِ فِيْ فَتْوٰى نَحُطُّهُ اِذَا اتَّفَقَ الْمُتَّفِقُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ وَجَمَعَ جَمْعًا اَطْعَمَهُمْ مَايَجُوْزُ وَاَسْمَعَهُمْ مَايَجُوْزُ سَمَاعُهُ وَدَفَعَ لِلْمُسْمِعِ الْمَشُوْقِ لِلْاٰخِرَةِ لَبُوْسًا كُلُّ ذٰلِكَ سُرُوْرًا بِمُرَادِهٖ ﷺ فَجَمِيْعُ ذٰلِكَ جَائِزٌ وَيُثَابُ فَاعِلُهٗ اِذَا حَسُنَ الْقَصْدُ۔

অর্থাৎ শায়খ ইমাম আল্লামা নাসির উদ্দীন মুবারক ওরফে ইবনুল বাত্তাহ্ এক ফাত্ওয়ায় বলেছেন, যা আমরা উদ্ধৃত করেছি, যখন ওই রাতে ঐকমত্য পোষণকারী একমত হয়ে যায়, একটি জমায়েতের আয়োজন করে, তাদেরকে তা আহার করায় যা বৈধ, তাদের শোনায় যা শোনা বৈধ এবং আখিরাতমুখী ব্যক্তি যে (না'ত ইত্যাদি) শোনায়, (হাদিয়াস্বরূপ) কাপড়-চোপড় দেয়, আর এর প্রতিটি কাজ নবীপাকের উদ্দেশ্যে খুশী উদ্‌যাপনার্থে করে, এর সবটিই জায়েয। এগুলো যে করে সে সাওয়াব পাবে, যদি তার উদ্দেশ্য ভাল হয়।

وَقَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ جَمَالُ الدِّيْنِ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ مَوْلِدُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مُبَجَّلٌ مُكَرَّمٌ قُدِّسَ يَوْمَ وِلَادَتِهٖ وَشَرَفٌ وَعَظُمٌ وَكَانَ وَجُوْدُهٗ سَبَبُ النَّجَاةِ لِمَنْ تَبِعَهٗ وَتَقْلِيْلُ خَطِّ جَهَنَّمَ مِمَّنْ اُعِدَّ لَهٗ ... اِلٰى اٰخِرِهٖ

অর্থাৎ শায়খ জামাল উদ্দীন ইবনে আবদুল মালিক বলেছেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর মাওলেদ শরীফ মহান, মর্যাদাপূর্ণ ও পবিত্র, যা উদ্‌যাপন করা হয় তাঁর বেলাদত শরীফের দিনে। সেটার রয়েছে মর্যাদা ও মহত্ব। তাঁর অস্তিত্ব হচ্ছে ওই ব্যক্তির নাজাতের মাধ্যম, যে তাঁর অনুসরণ করেছে এবং ওই ব্যক্তি থেকে জাহান্নামের লিখনকে হ্রাস করে, যার জন্য তা তৈরী করা হয়েছে। (শেষ পর্যন্ত)

ودر بیان میلاد النبوی ﷺ حضرت ابن جزری محدث شافعی علیہ الرحمۃ نوشتہ : لَا زَالَ اَهْلُ الْحَرَمَيْنِ الشَّرِيْفَيْنِ وَالْمِصْرِ وَالْيَمَنِ وَالشَّامِ وَسَآئِرِ بِلَادِ الْعَرَبِ مِنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ يَحْتَفِلُوْنَ بِمَجْلِسِ مَوْلِدِ النَّبِيِّ ﷺ وَيَفْرَحُوْنَ بِقُدُوْمِ هِلَالِ شَهْرِ رَبِيْعِ الْاَوَّلِ وَيَكْتَحِلُوْنَ وَيَأْتُوْنَ بِالسُّرُوْرِ فِي هٰذِهِ الْاَيَّامِ وَيَبْذُلُوْنَ عَلَى النَّاسِ بِمَا كَانَ عِنْدَهُمْ وَيَلْبَسُوْنَ بِالثِّيَابِ الْفَاخِرَةِ وَيَتَزَيَّنُوْنَ بِاَنْوَاعِ الزَّيْتِ وَيَتَطَيَّبُوْنَ وَيَهْتَمُّوْنَ اِهْتِمَامًا بَلِيْغًا عَلَى السَّمَاعِ وَقِرَأَةِ الْقُرْاٰنِ لِمَوْلِدِ النَّبِيِّ ﷺ وَيَنَالُوْنَ بِذٰلِكَ اَجْرًا جَزِيْلًا وَفَوْزًا عَظِيْمًا ـ وَمِمَّا جُرِّبَ عَنْ ذٰلِكَ اَنَّهٗ وُجِدَ فِيْ تِلْكَ الْاَيَّامِ كَثْرَةُ الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ مَعَ السَّلَامَةِ وَالْعَافِيَةِ وَسَعَةِ الرِّزْقِ وَازْدِيَادِ الْمَالِ وَالْاَوْلَادِ وَدَوَامِ الْاَمْنِ وَالْاَمَانِ فِي الْبِلَادِ وَالْاَمْصَارِ وَالسُّكُوْنِ وَالْقَرَارِ فِي الْبُيُوْتِ وَالدَّارِ بِبَرَكَةِ مَوْلِدِ النَّبِيِّ ﷺ بِلَفْظِهٖ ـ*

অর্থাৎ হযরত ইবনুল জাযারী, শাফে'ঈ মাযহাবের অনুসারী মুহাদ্দিস আলায়হির রাহমাহ্ লিখেছেন, হেরমাঈন শরীফাঈন, মিশর, ইয়ামন, সিরিয়া প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের আরবীয় ও অনারবীয় সব দেশের অধিবাসীরা সর্বদা মাওলেদুন্নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর মজলিস-মাহফিলের আয়োজন করে থাকেন। তাঁরা রবিউল আউয়াল মাসের নতুন চাঁদ দেখা দিলে খুশী প্রকাশ করেন, উন্নতমানের পোশাক পরেন, বিভিন্ন ধরনের তেল দ্বারা বাতি জ্বালিয়ে আলোকসজ্জা করেন, খুশ্‌বু ও সুরমা লাগান, এদিনগুলোতে খুশী প্রকাশ করেন, লোকজনের জন্য তাদের নিকট যা আছে, তা খরচ করেন, পূর্ণ গুরুত্ব সহকারে মওলেদুন্নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর বিবরণ শোনান এবং তজ্জন্য তারা মহা সাওয়াব ও বড় সাফল্য লাভ করেন।

---

* بیان المیلاد النبوی ﷺ صفحہ ـ ۵۸ لابن الجوزی علیہ الرحمۃ

এ থেকে আরো অভিজ্ঞতা অর্জন করা হয়েছে যে, এ দিনগুলোতে অনেক মঙ্গল ও বরকত শান্তি ও নিরাপত্তা সহকারে পাওয়া যায়, আরো পাওয়া যায় রিযক্বে প্রাচূর্য এবং সন্তান ও সম্পদে আধিক্য, রাষ্ট্র ও শহরগুলোতে সার্বক্ষণিক নিরাপত্তা ও শান্তি এবং বাড়ী ঘরে স্থিরতা। তাও মাওলেদুন্নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এরই বরকতে। তাঁর বর্ণনা এখানে হুবহু ইদ্ধৃত হয়েছে।

হযরত ইমাম ক্বাস্তলানী আলায়হির রাহমাহ্, বোখারী শরীফের ব্যাখ্যাকারী 'মাওয়াহিবে লাদুনিয়া'য় লিখেছেন-

وَلاَ زَالَ اَهْلُ الْاِسْلاَمِ يَحْتَفِلُوْنَ بِشَهْرِ مَوْلِدِهٖ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَيَعْمَلُوْنَ الْوَلاَئِمَ وَيَتَصَدَّقُوْنَ فِىْ لَيَالِيْهِ بِاَنْوَاعِ الصَّدَقَاتِ وَيُظْهِرُوْنَ السُّرُوْرَ وَيَزِيْدُوْنَ فِى الْمَبَرَّاتِ وَيَعْتَنُوْنَ بِقِرَأَةِ مَوْلِدِهِ الْكَرِيْمِ وَيُظْهَرُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَرَكَاتِهٖ كُلَّ فَضْلٍ عَمِيْمٍ ـ بِلَفْظِهٖ *

অর্থাৎ মুসলমানগণ সব সময় হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর মীলাদ শরীফের মাসে মাহফিলের আয়োজন করে আসছেন, পানাহারের আয়োজন করেন, সেটার রাত (ও দিনগুলোতে) নানা ধরনের সাদক্বাহ্-খায়রাত করেন, খুশী প্রকাশ করেন, বেশী পরিমাণে তাবার্‌রুকাতের ব্যবস্থা করেন, নবী করীমের মীলাদে পাকের ঘটনাবলী পাঠ করার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেন। ফলে তাদের উপর আল্লাহ্‌র ব্যাপক অনুগ্রহ ও বরকতসমূহ প্রকাশ পায়। এ বর্ণনাও বর্ণনাকারীর হুবহু বচনে উদ্ধৃত হয়েছে।

ওই 'মাওয়াহিবে লাদুনিয়া'য় আরো লিখা হয়েছে-,

وَمِمَّا جُرِّبَ مِنْ خَوَاصِّهٖ اَنَّهٗ اَمَانٌ فِىْ ذٰلِكَ الْعَامِ وَبُشْرٰى عَاجِلَةٌ بِنَيْلِ الْبُغْيَةِ وَالْمَرَامِ فَرَحِمَ اللّٰهُ اِمْرَأً اِتَّخَذَ لَيَالِىْ شَهْرِ مَوْلِدِهِ الْمُبَارَكِ اَعْيَادًا لِيَكُوْنَ اَشَدَّ عِلَّةٍ عَلٰى مَنْ فِىْ قَلْبِهٖ مَرَضٌ وَعِنَادٌ ـ بِلَفْظِهٖ **

---

* الف ـ المواهب اللدنية بالمنح المحمدية للامام القسطلانى ـ جلد ـ ١ ـ صلحه ١٤٧ ـ ١٤٨

ب ـ شرح المواهب الدنية للزرقانى ـ جلد ـ ١ ـ صفحه ـ ٢٦٠

ج ـ حجة الله على العالمين فى معجزات سيد المرسلين ـ صفحه ـ ٢٣٣ ـ ٢٣٤

** الف ـ المواهب اللدنية للامام القسطلانى ـ جلد ـ ١ ـ صفحه ـ ١٤٨

ب ـ شرح المواهب الدنية للزرقانى ـ جلد ـ ١ ـ صفحه ـ ٢٦٣

অর্থাৎ এর (মীলাদুন্নবী উদ্‌যাপন) বৈশিষ্ট্যাবলীর মধ্যে এও অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়েছে যে, সেটা ওই গোটা বছরের নিরাপত্তার মাধ্যম এবং মনোবাঞ্ছা ও উদ্দেশ্য শীঘ্রই হাসিলের এক সুসংবাদ। সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলা দয়া করুন ওই ব্যক্তিকে, যিনি নবী করীমের বরকতময় মীলাদের মাসের রাতগুলোকে ঈদ-উৎসব হিসেবে গ্রহণ করেন, যাতে সেটা ওই ব্যক্তির জন্য কঠিনতর পীড়াদায়ক হয়, যার অন্তরে রোগ ও বিদ্বেষ রয়েছে। বচনগুলো বর্ণনাকারীর।
'মাজমা'উল বিহার'-এ মুহাদ্দিস মুহাম্মদ তাহের আলায়হির রাহমাহ্ লিখেছেন-

فَاِنَّهٗ شَهْرٌ (يَعْنِى شَهْرَ رَبِيْعِ الْاَوَّلِ) اُمِرْنَا بِاِظْهَارِ الْحَبُوْرِ فِيْهِ كُلَّ عَامٍ ـ بِلَفْظِهٖ

অর্থাৎ নিশ্চয় এটা (অর্থাৎ মাহে রবিউল আউয়াল) এমন একটা মাস, যাতে প্রত্যেক বছর খুশী প্রকাশ করার জন্য আমাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বচনগুলো বর্ণনাকারীরই।
হযরত শায়খ আবদুল হক্ব মুহাদ্দিসে দেহলভী আলায়হির রাহমাহ্ তাঁর 'মা-সাবাতা বিস্ সুন্নাহ্ ফী আইয়্যামিস্ সানাহ্'য় লিখেছেন-

وَلَا زَالَ اَهْلُ الْاِسْلَامِ يَحْتَفِلُوْنَ بِشَهْرِ مَوْلِدِهٖ ﷺ وَيَعْمَلُوْنَ الْوَلَائِمَ وَيَتَصَدَّقُوْنَ فِىْ لَيَالِيْهِ بِاَنْوَاعِ الصَّدَقَاتِ وَيُظْهِرُوْنَ السُّرُوْرَ وَيَزِيْدُوْنَ فِى الْمُبَرَّاتِ وَيَعْتَنُوْنَ بِقِرَاْةِ مَوْلِدِهِ الْكَرِيْمِ وَيُظْهَرُ عَلَيْهِمْ مِنْ مكانهٖ كُلُّ فَضْلٍ عَمِيْمٍ وَمِمَّا جُرِّبَ مِنْ خَوَاصِّهٖ اَنَّهٗ اَمَانٌ فِىْ ذٰلِكَ الْعَامِ وَبُشْرٰى عَاجِلَةٍ بِنَيْلِ الْبَغِيَّةِ وَالْمُرَامِ فَرَحِمَ اللّٰهُ اِمْرَأً اِتَّخَذَ لَيَالِىْ شَهْرِ مَوْلِدِهِ الْمُبَارَكِ اَعْيَادًا لِيَكُوْنَ اَشَدَّ عِلَّةٍ عَلٰى مَنْ فِىْ قَلْبِهٖ مَرَضٌ وَعِنَادٌ ـ *

অর্থাৎ মুসলমানগণ নিয়মিতভাবে নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম মীলাদ (জন্ম) শরীফের মাসে মাহফিলসমূহের আয়োজন করে আসছেন, তাঁরা পানাহারের আয়োজন করেন, সেটার রাত ও দিনগুলোতে নানা ধরনের দান-খয়রাত করেন, খুশী প্রকাশ করেন, বেশী পরিমাণে তাবাররুকাতের আয়োজন করেন এবং নবী করীমের মীলাদ শরীফের ঘটনা ও বর্ণনাদি পাঠের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেন।

* ما ثبت من السنة فى ايام السنة لعبد الحق المحدث الدهلوى عليه الرحمة ـ صفحه ـ ٦٠ ـ

ফলে তাঁদের উপর এর বরকতসমূহ ও প্রত্যেক ব্যাপক অনুগ্রহ প্রকাশ পায়। আর এটারও অভিজ্ঞতা অর্জন করা হয়েছে যে, এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে-সেটা ওই বছরের নিরাপত্তা এবং মনোবাঞ্ছা ও উদ্দেশ্য সহসা হাসিল করার মহা সুসংবাদ। সুতরাং আল্লাহ্ ওই ব্যক্তির উপর রহমত বর্ষণ করুন, যিনি হুযূর-ই করীমের মীলাদ শরীফের রাতগুলোকে এমনভাবে, ঈদ-উৎসবের মতো করে উদ্‌যাপন করেন, যাতে যার অন্তরে ব্যাধি ও শত্রুতা আছে তার জন্য কঠিন পীড়াদায়ক হয়।

আল্লামা তুগরিবেক তাঁর 'মুনায্যাম'-এ লিখেছেন-

قَدْ عَمِلَ الْمُحِبُّوْنَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَرْحًا بِمَوْلِدِهِ الْوَلَآئِمَ فَمِنْ ذٰلِكَ مَاعَمِلَهُ بِالْقَاهِرَةِ مِنَ الْوَلَآئِمِ الْكِبَارِ الشَّيْخُ اَبُو الْحَسَنِ الْمَعْرُوْفُ بِابْنِ فَضْلٍ قُدِّسَ سِرُّهُ شَيْخُ شَيْخِنَا اَبِىْ عَبْدِ اللّٰهِ مُحَمَّدِ بْنِ نُعْمَانَ وَعَمِلَ ذٰلِكَ قَبْلَهُ جَمَالُ الدِّيْنِ الْعَجَمِيُّ الْهَمْدَانِيُّ وَمِمَّنْ عَمِلَ ذٰلِكَ عَلٰى قَدْرِ وَسْعَتِهٖ يُوْسُفُ الْحِجَازِيُّ بِمِصْرَ وَقَدْ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ يُحَرِّضُ يُوْسُفَ الْمَذْكُوْرَ عَلٰى عَمَلِ ذٰلِكَ۔

অর্থাৎ নিশ্চয় নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর প্রেমিকগণ তাঁর মীলাদ (জন্ম) শরীফের খুশীতে পানাহারের আয়োজন করেছেন। তন্মধ্যে ওই প্রীতিভোজের বড় বড় আয়োজন উল্লেখযোগ্য, যা করেছেন মিশরের কায়রোর শীর্ষস্থানীয় শায়খ আবুল হাসান, ওরফে ইবনে ফাদ্বল ক্বুদ্দিসা সিররুহুল আযীয, যিনি হলেন আমাদের শায়খ আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবনে নো'মানের শায়খ। আর ইতোপূর্বে এমন আয়োজন করেছেন জামাল উদ্দীন আজমী হামদানী। বলাবাহুল্য, এমনটির সাধ্যমত আয়োজন করেছেন ইয়ূসুফ আল হেজাযী মিশরে। আর তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে (স্বপ্নে) দেখেছেন, এমতাবস্থায় যে, তিনি উক্ত ইয়ূসুফকে ওই কাজের প্রতি অতিমাত্রায় উৎসাহিত করছিলেন।

ইমাম হাফেয ইবনে জূযী লিখেছেন-

لَمْ يَكُنْ فِيْ ذٰلِكَ اِلَّا اِرْغَامُ الشَّيْطَانِ وَاِدْعَامُ اَهْلِ الْاِيْمَانِ*۔

অর্থাৎ এর মধ্যে শয়তানের উপর প্রচন্ড আঘাতই ছিলো এবং ঈমানদারদের প্রতি পূর্ণ সমর্থন।

ইমাম আবু শামা রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি বর্ণনা করেছেন-

شیخ الاسلام شہاب الدین ابو محمد عبد الرحمن بن اسماعیل بن ابراہیم معروف بابو شامہ استاذ امام نووی شارح صحیح مسلم در کتابش "الباعث علی انکار البدع والحوادث" چناں نوشتہ وَمِنْ اَحْسَنِ مَا ابْتَدَعَ فِيْ زَمَانِنَا مِنْ هٰذَا الْقَبِيْلِ مَا كَانَ يُفْعَلُ بِمَدِيْنَةِ اِرْبِلَ جَبَرَ اللّٰهُ تَعَالٰى كُلَّ عَامٍ فِي الْيَوْمِ الْمُوَافِقِ لِيَوْمِ مَوْلِدِ النَّبِيِّ ﷺ مِنَ الصَّدَقَاتِ وَالْمَعْرُوْفِ وَاِظْهَارِ الزِّيْنَةِ وَالسُّرُوْرِ فَاِنَّ ذٰلِكَ مَعَ مَا فِيْهِ مِنَ الْاِحْسَانِ اِلَى الْفُقَرَآءِ مُشْعِرٌ بِمُحَبَّةِ النَّبِيِّ ﷺ وَتَعْظِيْمِهٖ وَجَلَالَتِهٖ فِيْ قَلْبِ فَاعِلِهٖ وَشُكْرًا لِلّٰهِ تَعَالٰى عَلٰى مَا بِهٖ مِنْ اِيْجَادِ رَسُوْلِهِ الَّذِيْ اَرْسَلَهٗ رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ﷺ وَعَلٰى جَمِيْعِ الْمُرْسَلِيْنَ وَكَانَ اَوَّلُ مَنْ فَعَلَ ذٰلِكَ بِالْمُوْصِلِ الشَّيْخُ عُمَرُ ابْنُ مُحَمَّدٍ الْمُلَّا اَحَدُ الصَّالِحِيْنَ الْمَشْهُوْرِيْنَ وَبِهٖ اِقْتَدٰى فِيْ ذٰلِكَ صَاحِبُ اِرْبِلَ وَغَيْرُهٗ رَحِمَهُمُ اللّٰهُ تَعَالٰى **۔ بِلَفْظِهٖ۔

অর্থাৎ শায়খুল ইসলাম শেহাব উদ্দীন আবূ মুহাম্মদ আবদুর রহমান ইবনে ইসমাঈল ইবনে ইবরাহীম ওরফে আবূ শামাহ্, ইমাম নাওয়াভী মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যাকারীর ওস্তাদ, তাঁর কিতাব 'আল-বা-'ইসু 'আলা ইনকারিল বিদ'ই ওয়াল হাওয়াদিস'-এ এমনই লিখেছেন- যে ব্যক্তি নতুন কোন ভাল কাজ আবিস্কার করেছে, তা এরই (অর্থাৎ উত্তম কাজেরই) অন্তর্ভুক্ত। এমনটি সম্পন্ন করা হতো ইরবিল নগরীতে। (আল্লাহ্ তা'আলা এ নগরীর যাবতীয় অভাব পূরণ করুন!) তাও করতেন প্রতি বছর, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর মীলাদ বা জন্ম শরীফের দিনে। অর্থাৎ সাদক্বাদি করতেন এবং ভাল ও পূণ্যময় কার্যাদির আয়োজন করতেন।

---

* سبل الهدى والرشاد فى سيرة خير العباد ﷺ جلد۔۱ صفحه ٣٦٣

** الف۔ الباعث على الانكار البدع والحوادث۔ صفحه۔ ٢٣۔ ٢٤

ب۔ سبل الهدى والرشاد فى سيرة خير العباد ﷺ الصالحى ۔جلد۔۱ صفحه ٣٦٥

সাজসজ্জা ও খুশী প্রকাশ করতেন। কারণ, তাতে গরীব-মিসকীনদের প্রতি ইহসান (দান-খয়রাত) করা হতো। তা দ্বারা নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি ভালবাসা প্রকাশ করা হয়, তাঁর প্রতি আয়োজনকারীর হৃদয়ে ভালবাসা ও মহত্ত্বের অস্তিত্ব প্রমাণ করে। সর্বোপরি, এর মাধ্যমে আল্লাহর শোকরিয়া আদায় করা হয় এজন্য যে, তিনি তাঁর রসূলকে সৃষ্টি করেছেন এবং সমস্ত জগতের জন্য রহমত হিসেবে প্রেরণ করেছেন। আল্লাহ্ তাঁর উপর এবং সমস্ত রসূলের উপর সালাত ও সালাম বর্ষণ করুন! এ কাজটা সর্বপ্রথম করেছেন, ইরাকের মসূলে শায়খ ওমর ইবনে মুহাম্মদ মোল্লা, একজন প্রসিদ্ধ নেক্‌কার লোক। তাঁর অনুসরণ করেছেন ইরবিলের বাদশাহ্ প্রমুখ। আল্লাহ্ তাঁদের উপর রহমত বর্ষণ করুন! এর বচনগুলো বর্ণনাকারীরই।

হযরত ইমাম জালাল উদ্দীন সুয়ূতী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি তাঁর কিতাব 'হাসানুল মাক্বসাদ'-এ লিখেছেন-

اَحْدَثَهٗ مَلِكٌ عَدِلٌ وَعَالِمٌ وَقَصَدَ بِهِ التَّقَرُّبَ اِلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَحَضَرَ فِيْهِ الْعُلَمَآءُ وَالصَّالِحُوْنَ مِنْ غَيْرِ نَكِيْرٍ –

অর্থাৎ এ কাজটা আবিস্কার করেছেন একজন ন্যায়পরায়ণ জ্ঞানী বাদশাহ্ এবং তিনি তা দ্বারা আল্লাহ্ আয্‌যা ওয়া জাল্লার নৈকট্য অর্জনের ইচ্ছা পোষণ করেছেন, আর তাতে আলিমগণ ও নেক্‌কার লোকেরা অংশ গ্রহণ করেছেন- কোনরূপ বিরূপ মনোভাব পোষণ করা ছাড়াই।

হযরত মোল্লা আলী ক্বারী, আল্লামা হালাবী ও ক্বাস্তলানী আলায়হিমুর রহমাহ্ লিখেছেন-

ثُمَّ لَازَالَ اَهْلُ الْاِسْلَامِ فِىْ سَآئِرِ الْاَقْطَارِ وَالْمُدُنِ الْكِبَارِ يَحْتَفِلُوْنَ فِىْ شَهْرِ مَوْلِدِهٖ وَيَعْتَنُوْنَ بِقِرَأَةِ مَوْلِدِهِ الْكَرِيْمِ وَيُظْهِرُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَرَكَاتِهٖ كُلُّ فَضْلٍ عَمِيْمٍ-

অর্থাৎ মুসলমানগণ দুনিয়ার সমস্ত প্রান্তে ও বড় বড় শহরগুলোতে সবসময় নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র জন্মের মাসে মাহফিলসমূহের আয়োজন করে আসছেন এবং অতি গুরুত্ব সহকারে নবী করীমের পবিত্র জন্মের সময়কার ঘটনাবলীর বর্ণনা পাঠ করেন। আর এর ফলে তাঁদের উপর সব ধরনের ব্যাপক অনুগ্রহ ও বরকতরাজি প্রকাশ পায়।

হযরত মোল্লা আলী ক্বারী আলায়হির রাহমাহ্ তাঁর কিতাব 'মাওরিদুর রাভী ফী

মাওলেদিন্ নবী' সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এ লিখেছেন-

وَقَالَ اَصْلُ عَمَلِ الْمَوْلِدِ الشَّرِيْفِ لَمْ يُنْقَلْ مِنْ اَحَدٍ مِّنَ السَّلَفِ الصَّالِحِ فِى الْقُرُوْنِ الثَّلٰثَةِ الْفَاضِلَةِ وَاِنَّمَا حَدَثَ بَعْدَهَا بِالْمَقَاصِدِ الْحَسَنَةِ وَالنِّيَّةِ لِلْاِخْلَاصِ الشَّامِلَةِ ثُمَّ لَازَالَ اَهْلُ الْاِسْلَامِ فِىْ سَآئِرِ الْاَقْطَارِ يَحْتَفِلُوْنَ فِىْ شَهْرِ مَوْلِدِهٖ ﷺ ــ وَقَالَ الْاِمَامُ شَمْسُ الدِّيْنِ الْجَزَرِىُّ الْمُقْرِئُ وَالْمُجَرَّبُ مِنْ خَوَآصِّهٖ اَنَّهٗ اَمَانٌ فِىْ ذٰلِكَ الْعَامِ وَبُشْرٰى تَعْجِيْلٍ بِنَيْلِ مَا يُبْغٰى وَيُرَامُ-

وَقَالَ وَاَكْثَرُهُمْ بِذٰلِكَ عِنَايَةً اَهْلُ مِصْرَ وَالشَّامِ وَسُلْطَانُ مِصْرَ فِىْ تِلْكَ اللَّيْلَةِ مِنَ الْعِلْمِ اَعْظَمُ مَقَامٍ قَالَ وَلَقَدْ حَضَرْتُ فِىْ سَنَةِ خَمْسٍ وَثَمَانِيْنَ وَسَبْعِمِائَةٍ لَيْلَةَ الْمَوْلِدِ عِنْدَ الْمَلِكِ ظَاهِرٍ بَرْقُوْقَ رَحِمَهُ اللّٰهُ بِقَلْعَةِ الْجَبَلِ الْعَلِيَّةِ فَرَأَيْتُ مَا هَا لَنِىْ وَسَرَّنِىْ وَلَاسَاءِنِىْ وَحَزَرْتُ مَا اَنْفَقَ فِىْ تِلْكَ اللَّيْلَةِ عَلَى الْقُرَّاءِ وَالْحَاضِرِيْنَ مِنَ الْوُعَّاظِ وَالْمُنْشِدِيْنَ وَغَيْرِهٖ مِنَ الْاَتْيَامِ وَالْغِلْمَانِ وَالْخُدَّامِ الْمُتَرَدِّدِيْنَ بِنَحْوِ عَشْرَةِ الْآفِ مِثْقَالٍ مِنَ الذَّهَبِ الْعَيْنِ مَا بَيْنَ خَلْعٍ وَمَطْعُوْمٍ وَمَشْرُوْبٍ وَمَشْمُوْمٍ وَمَشْمُوْعٍ وَغَيْرِهَا مِمَّا يَسْتَقِيْمُ بِهِ الضُّلُوْعُ ــ وَقَالَ السَّخَاوِىُّ قُلْتُ وَلَمْ يَزَلْ مُلُوْكُ مِصْرَ وَخُدَّامُ الْحَرَمَيْنِ الشَّرِيْفَيْنِ مِمَّنْ وَقَفَهُمْ لِهَدَمِ كَثِيْرٍ مِنَ الْمَنَاكِرِ وَالشَّيْنِ وَنَظَرُوْا اِلٰى اَمْرِ الرَّعِيَّةِ كَالْوَالِدِ لِوَلَدِهٖ وَشَهَرُوْا نُفُسَهُمْ بِالْعَدْلِ فَاسْفُهُمْ بِجَدِّهٖ وَمَدَدِهٖ ــ وَاَمَّا مُلُوْكُ الْاَنْدَلُسِ وَالْغَرْبِ فَلَهُمْ فِيْهِ لَيْلَةٌ تَسِيْرُ الرُّكْبَانُ يَجْتَمِعُ فِيْهَا اَئِمَّةُ عُلَمَاءِ الْاَعْيَانِ فَمَنْ يَّلِيْهِمْ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَتَعْلُوْا مَا بَيْنَ

اَهْلِ الْكُفْرِ كَلِمَةَ الْاِيْمَانِ وَاَظُنُّ اَهْلَ الرُّوْمِ لَا يَتَخَلَّفُوْنَ مِنْ ذٰلِكَ اِقْتِفَاءً بِغَيْرِهِمْ مِنَ الْمُلُوْكِ فِيْمَا هُنَاكَ وَبِلَادُ الْهِنْدِ تَزِيْدُ عَلٰى غَيْرِهَا بِكَثِيْرٍ كَمَا اَعْلَمَنِيْهِ بَعْضُ اُولِى النَّقْلِ وَالتَّحْرِيْرِ وَقُلْتُ اَلْعَجَمُ مِمَّنْ حَيْثُ دَخَلَ هٰذَا الشَّهْرُ الْمُعَظَّمُ وَالزَّمَانُ الْمُكَرَّمُ لِاَهْلِهَا مَجَالِسُ فِخَامٌ مِنْ اَنْوَاعِ الطَّعَامِ لِلْقُرَّآءِ الْكِرَامِ وَالْعُلَمَآءِ الْعِظَامِ وَالْفُقَرَآءِ مِنَ الْخَاصِّ وَالْعَامِّ وَقُرِأَتُ الْخَتَمَاتِ وَالتِّلَاوَاتِ الْمُتَوَالِيَاتِ وَالْاِنْشَادَاتِ الْمُتَعَالِيَاتِ وَاَجْنَاسُ الْمُبَرَّاتِ وَاَنْوَاعُ السُّرُوْرِ وَاَضَافَ الْحُبُوْرَ حَتّٰى بَعْضِ الْعَجَآئِزِ مِنْ غَزْلِهِنَّ وَنَسْجِهِنَّ بِجَمْعِهِنَّ مَا يَقُمْنَ لِجَمْعِهِنَّ اَلَا كَابِرَ الْاَعْيَانَ وَضِيَافِتِهِنَّ مَا يَقْدِرْنَ عَلَيْهِ فِىْ ذٰلِكَ الزَّمَانِ وَمِنْ تَعْظِيْمِ مَشَآئِخِهِمْ وَعُلَمَآئِهِمْ هٰذَا الْمَوْلِدَ الْمُعَظَّمَ وَالْمَجْلِسَ الْمُكَرَّمَ لَايَأْبَاهُ اَحَدٌ فِىْ حُضُوْرِهٖ رَجَاءَ اِدْرَاكَ نُوْرِهٖ وَسُرُوْرِهٖ۔

অর্থাৎ মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর মাহফিল আয়োজনের এ কাজ ফযীলতমণ্ডিত যুগের কোন বুযুর্গ (সালফে সালিহ্) থেকে উদ্ধৃত হয়নি; অবশ্য এটা পরে প্রবর্তিত হয়েছে; তাও উত্তম উদ্দেশ্যাবলী ও ব্যাপক নিষ্ঠাপূর্ণ নিয়্যৎ সহকারে। অতঃপর মুসলমানগণ পৃথিবীর সমস্ত প্রান্তে হুযূর-ই করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হির ওয়াসাল্লাম-এর মীলাদ (জন্ম) শরীফের মাসে মাহফিলের আয়োজন করতে থাকেন।

ইমাম শামসুদ্দীন জযরী মুক্বরী বলেছেন, "এ কাজের অন্যতম পরীক্ষিত বৈশিষ্ট্য হচ্ছে- এটা ওই গোটা বছরের নিরাপত্তা এবং একান্ত কাঙ্ক্ষিত বস্তু শীঘ্রই পাওয়ার এক সুসংবাদই।"

তিনি আরো বলেন, "তাঁদের মধ্যে ওই রাতে এ কাজের প্রতি সবচেয়ে বেশী গুরুত্বদাতা হলেন মিশর ও সিরিয়াবাসীগণ এবং মিশরের জ্ঞানী সুলতান, যাঁর রয়েছে অতি উঁচু মর্যাদা।"

বর্ণনাকারী বলেন, "আমি বাদশাহ্ যাহির বারক্বুক রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হির দরবারে ৭৮৫ হিজরী সনের মীলাদ-ই পাকের রাতে হাযির

হলাম। তা ছিলো 'জাবাল' বা পাহাড়ের উঁচু কিল্লায়। অতঃপর সেখানে আমি (এতদুপলক্ষে) যে বিশাল আয়োজন দেখেছি, তা আমাকে আশ্চর্যান্বিত ও আনন্দিত করেছে, আমার নিকট তা মন্দ অনুভূত হয়নি। আমি দেখেছি যে, তিনি ব্যয় করেছেন-ক্বারী ও উপস্থিত লোকজনের জন্য। অর্থাৎ ওয়ায-নসীহতকারীগণ ও গযল-কবিতা আবৃত্তিকারীগণ প্রমুখের জন্য; তাছাড়া, ইয়াতীম, ছোট ছেলেদের ও খাদিমদের জন্য, যারা সেখানে কাজ করছিলো, তিনি যা ব্যয় করেছেন, তার পরিমাণ হবে প্রায় দশ হাজার মিসক্বাল স্বর্ণ আর অন্যান্য দ্রব্য, যেমন- খাদ্য, পানীয়, আতর-গোলাব ও বাতি ইত্যাদি, যার মূল্য নির্দ্ধারণ করাও কষ্টকর।"

ইমাম সাখাভী বলেছেন, আমি বলেছি-মিশরের বাদশাহ্‌গণ ও হারামাঈন শরীফাঈনের খাদিমগণ দণ্ডায়মান হয়েছিলেন অনেক প্রকার মন্দ কাজের পাহাড় চূর্ণ-বিচূর্ণ করণের নিমিত্তে। আর প্রজাদের বিষয়াদির দিকে দেখুন, যেমন পিতা তার সন্তানদের জন্য করে থাকেন, তাঁরা ন্যায়পরায়ণ হিসেবে প্রসিদ্ধ হয়েছেন, অনুরূপ তাঁদের প্রচেষ্টা এবং সাহায্যও।

স্পেন ও মরক্কোর বাদশাহ্‌গণের নিকট এটা এমন এক রাত ছিলো, যাতে যানবাহনগুলো সচল হতো। অনুরূপ সমবেত হতেন প্রসিদ্ধ আলিমগণ ও তাঁদের সাথে সম্পৃক্তগণ, প্রতিটি স্থান থেকে। আর কাফিরদের মধ্যেও ঈমানের কলেমা বুলন্দ হতো।

আমার ধারণা মতে রোম সাম্রাজ্যের অধিবাসীরাও এ থেকে পেছনে ছিলো না। তাও সেখানকার ও ভারতসহ অনেক দেশের বাদশাহগণের অনুসরণে। তাদের সংখ্যাও অনেক। যেমনটি আমাকে জানিয়েছেন ইতিহাসবিদ ও লেখকগণ।

আমি বলেছি- অনারবীয় দেশগুলোতেও, যখন এ মহান মাস শুরু হতো এবং এ মর্যাদাপূর্ণ সময়টুকু এসে যেতো, তখন জনসাধারণ বড় বড় মজলিস কায়েম করতো, নানা ধরনের খানার আয়োজন করতো- সম্মানিত ক্বারীগণ, বড় বড় আলিমগণ ও আম-খাস এবং ফক্বীর-মিসকীনদের জন্য, খতমসমূহ পড়া হতো, তেলাওয়াত করা হতো, প্রামাণ্য ঘটনাবলী আবৃত্তি করা হতো, নানা জাতীয় তাবাররুকাতের ব্যবস্থা করা হতো, খুশী উদ্‌যাপন করা হতো, বর্দ্ধিত আকারে খুশী প্রকাশ করা হতো। এমনকি কোন কোন স্থানে পর্দানশীন মহিলারাও মীলাদ মাহফিল, গযল পাঠ ও আতিথ্যের সাধ্যমত যুগোপযোগী ব্যবস্থা করতো। যেহেতু তাদের ওলামা-মাশাইখ এ মহান মওলেদ ও মর্যাদাপূর্ণ মজলিসের প্রতি গুরুত্ব দিতেন, সেহেতু কেউ তাতে অংশগ্রহণ করতে অস্বীকার করতো না; বরং সবাই এর নূর ও খুশী পাওয়ার আশা করতো।

ইমাম সাখাভী আরো বলেন-

وَاَمَّااَهْلُ مَكَّةَ مَعْدِنُ الْخَيْرِفَيَتَوَجَّهُوْنَ اِلٰى الْمَكَانِ الْمُتَوَاتِرِ بَيْنَ النَّاسِ اَنَّهٗ مَحَلُّ مَوْلِدِهٖ رَجَاءَ بُلُوْغِ كُلٍّ مِّنْهُمْ بِذٰلِكَ الْمَقْصَدِ وَيَزِيْدُ اِهْتِمَامَهُمْ بِهٖ عَلٰى يَوْمٍ يَوْمِ الْعِيْدِ حَتّٰى قَلَّ اَنْ يَتَخَلَّفَ عَنْهُ اَحَدٌ مِّنْ صَالِحٍ وَطَالِحٍ وَمُقِلٍّ وَسَعِيْدٍ وَسَيِّمَا الشَّرِيْفُ صَاحِبُ اللِّوَاءِ وَالْحِجَازِ وَلَاَهْلِ الْمَدِيْنَةِ كَرَّمَهُمَا اللّٰهُ اِحْتِفَالٌ وَعَلٰى فِعْلِهٖ - بِلَفْظِهٖ (من البوارق اللامعه)

অর্থাৎ কল্যাণের ভাণ্ডার মক্কাবাসীগণ ওই বরকতময় স্থানের দিকে মনোনিবেশ করতেন, যা প্রতিটি যুগে অগণিত মানুষের নিকট প্রসিদ্ধ হয়ে আসছে। আর সেটা হচ্ছে হুযূর-ই আক্‌রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র জন্মের স্থান। তাঁদের প্রত্যেকে তা দ্বারা উদ্দেশ্যে পৌঁছার আশা রাখেন। এ ঈদের দিনের প্রতি তাঁরা অতিমাত্রায় গুরুত্বারোপ করেন। এর বিরোধিতাকারী নেই বললেও চলে; অর্থাৎ না নেক্‌কার, না বদকার, না হতভাগা, না সৌভাগ্যবান। বিশেষ করে, শরীফ রাজ্যের পতাকাধারী ও হেজাযবাসী অর্থাৎ মক্কা ও মদীনাবাসীদের শাসক মাহফিলের আয়োজন করতেন। তাঁরা এ কাজের উপর অটল ছিলেন। বচনগুলো বর্ণনাকারীর। [আল-বাওয়া-রিকুল লা-মি'আহ্]

সিব্‌ত্ব-ই ইবনে জাওযী আলায়হির রাহমাহ্ 'মিরআতুয্ যামান'-এ লিখেছেন, মুযাফ্‌ফর কর্তৃক আয়োজিত কোন এক মীলাদুন্নবী মাহফিলের দস্তরখানায় উপস্থিত হয়েছেন এমন একজন লোক আমার নিকট বর্ণনা করেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন-

اَنَّهٗ عُدَّ فِيْهِ خَمْسَةُ الْاٰفِ رَأْسِ غَنَمٍ شَوَاءٍ وَعَشَرَةُ الْاٰفِ دَجَاجَةٍ وَمِائَةُ اَلْفِ زُبَدِيَةٍ وَثَلَاثُوْنَ اَلْفَ صَحْنِ حَلْوٰى وَكَانَ يَحْضُرعِنْدَهٗ فِى الْمَوْلِدِ اَعْيَانُ الْعُلَمَآءِ وَالصُّوْفِيَّةِ فَيَخْلَعُ عَلَيْهِمْ وَيُطْلَقُ لَهُمُ النُّحُوْرُ وَكَانَ يُصْرَفُ عَلَى الْمَوْلِدِ ثَلٰثُمِائَةِ اَلْفِ دِيْنَارٍ -

অর্থাৎ নিশ্চয় তাতে পাঁচ হাজার ছাগলের ভূনা মাথা, দশ হাজার মোরগ ও একলক্ষ মাখনের বাটি ও ত্রিশ হাজার পেয়ালা হালুয়া তৈরী করে পরিবেশন

করা হয়। আর ওই মৌলুদ শরীফের মাহফিলে বড় বড় আলিম ও সূফী হাযির হতেন। তাঁদের জন্য উট ইত্যাদি যবাই করা হতো। মীলাদ মাহফিলের জন্য ত্রিশ হাজার দিনার ব্যয় করা হতো।

হযরত শাহ্ ওলী উল্লাহ্ মুহাদ্দিসে দেহলভী 'আদ্ দুররুস্ সামীন ফী মুবাশ্‌শারাতিন নবীয়্যিল আমীন সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'-এর মধ্যে তাঁর সম্মানিত পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন-

كُنْتُ اَصْنَعُ فِىْ اَيَّامِ الْمَوْلِدِ طَعَامًا صِلَةً بِالنَّبِيِّ ﷺ فَلَمْ يُفْتَحْ لِىْ فِىْ سَنَةٍ مِّنَ السِّنِيْنَ شَىْءٌ اَصْنَعُ بِهٖ طَعَامًا فَلَمْ اَجِدْ اِلَّا حِمْصًا مُقْلِيًّا فَقَسَمْتُهٗ بَيْنَ النَّاسِ فَرَأَيْتُهٗ ﷺ وَبَيْنَ يَدَيْهِ هٰذِهِ الْحِمْصُ مُبْتَهِجًا بَشَّاشًا۔

অর্থাৎ আমি মীলাদে পাকের দিনগুলোতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর ভালবাসায় (উপস্থিত সবার জন্য) খাবার তৈরী করতাম। এক বছর আমি আর্থিক সংকটের কারণে কিছু ভুনা চনা ব্যতীত অন্য কোন খাবার তৈরী করতে পারিনি। সুতরাং তা-ই আমি লোকজনের মধ্যে পরিবেশন করেছি। অতঃপর আমি হুযূর-ই আক্‌রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে স্বপ্নে দেখলাম এমতাবস্থায় যে, এ চনাটুকু তাঁর সামনে রয়েছে আর তিনি হাস্যোজ্জ্বল চেহারা বিশিষ্ট ছিলেন।

তাছাড়া, হযরত শাহ্ ওলী উল্লাহ্ মুহাদ্দিসে দেহলভী তাঁর 'ফুয়ূযুল হারামাঈন'-এ লিখেছেন-

كُنْتُ قَبْلَ ذٰلِكَ بِمَكَّةَ الْمُعَظَّمَةِ فِىْ مَوْلِدِ النَّبِيِّ ﷺ فِىْ يَوْمِ الْوِلَادَةِ وَالنَّاسُ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ يَذْكُرُوْنَ اِرْهَاصَاتِهِ الَّتِىْ ظَهَرَتْ فِىْ وِلَادَتِهٖ وَمَشَاهِدِهٖ (قَبْلَ بِعْثَتِهٖ ﷺ) فَرَأَيْتُ اَنْوَارًا سَطَعَتْ دَفْعَةً وَّاحِدَةً لَا اَقُوْلُ اَدْرَكْتُهَا بِبَصَرِ الْجَسَدِ وَلَا اَقُوْلُ بِبَصَرِ الرُّوْحِ فَقَطْ اَللّٰهُ اَعْلَمُ كَيْفَ كَانَ الْاَمْرُ بَيْنَ هٰذَا وَذَاكَ فَتَأَمَّلْتُ تِلْكَ الْاَنْوَارَ فَوَجَدْتُّهَا مِنْ قِبَلِ الْمَلَائِكَةِ الْمُوَكَّلِيْنَ بِاَمْثَالِ هٰذِهِ الْمَشَاهِدِ وَبِاَمْثَالِ هٰذِهِ الْمَجَالِسِ وَرَأَيْتُ يُخَالِطُ اَنْوَارُ الْمَلَائِكَةِ بِاَنْوَارِ الرَّحْمَةِ۔

অর্থাৎ ইতোপূর্বে আমি মক্কা-ই মু'আয্‌যামায় ছিলাম- মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর দিবসে মীলাদুন্নবীর মাহফিলে। লোকেরা নবী-ই করীমের উপর দুরূদ শরীফ পড়ছিলেন এবং ওই সব অলৌকিক ঘটনা বর্ণনা করছিলেন, যেগুলো তাঁর পবিত্র জন্মের সময় প্রকাশ পেয়েছিলো এবং তাঁর নুবূয়ত প্রকাশের পূর্ববর্তী ঘটনাবলীও আলোচনা করছিলেন। তখন আমি দেখলাম, একই সাথে সেখানে নূরও চমকাচ্ছে। আমি বলছিনা যে, আমি তা শুধু কপালের চোখে অবলোকন করেছি, এটাও বলছিনা যে, আমি তা শুধু রূহের চোখে অনুধাবন করেছি। এটা ও ওটার মধ্যখানে কি ঘটছিলো তা আল্লাহ্ তা'আলা-ই সর্বাধিক জ্ঞাতা। অতঃপর আমি গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করলাম- এ নূররাশি কিসের! অতঃপর আমি বুঝতে পারলাম যে, এ নূর এ ধরনের মাহফিলগুলোতে নিয়োজিত ফিরিশ্‌তাদের দিক থেকেই প্রজ্জ্বলিত হচ্ছে। আমি আরো দেখেছি ফিরিশ্‌তাদের নূর ও রহমতের নূর মিশ্রিত হচ্ছে।

কোন এক সনদযুক্ত আলিম থেকে এও বর্ণিত হয়েছে যে-

اَنَّهٗ رَأَى النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَاتَقُوْلُ فِىْ هٰذِهِ الْمَوَالِيْدِ الَّتِىْ يَضَعُهَا النَّاسُ وَيَجْتَمِعُوْنَ لَهَا وَيَفْرَحُوْنَ بِهَا وَيُنْفِقُوْنَ فِيْهَا الْاَمْوَالَ وَيَرَوْنَهَا مِنْ مَّصَالِحِ الْاَعْمَالِ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَنْ فَرِحَ بِنَافَرِحْنَا بِهٖ وَالْمُحِبُّ مَعَ مُحِبِّهٖ۔ (هدية الحرمين)

অর্থাৎ তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে (স্বপ্নে) দেখেছেন। তখন আরয করলেন, "হে আল্লাহর রসূল, (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়কা ওয়াসাল্লাম) ওইসব মীলাদ-মাহফিল সম্পর্কে আপনার রায় মুবারক কি, যেগুলো লোকেরা আয়োজন করে, তজ্জন্য তারা সমবেত হয়, তা নিয়ে খুশী উদ্‌যাপন করে, তাতে অর্থ-সম্পদ ব্যয় করে এবং সেগুলোকে পুণ্যময় কাজ বলে ধারণা করে?" তদুত্তরে নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমাদের নিয়ে খুশী হয়, আমরাও তাদের নিয়ে খুশী হই। প্রেমিক তার প্রেমাস্পদের সাথেই থাকে।"

[হাদিয়াতুল হারমাঈন]

---o---

در اثبات قیام میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم

মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর 'ক্বিয়াম'-এর প্রমাণাদির বিবরণ

'জাওয়াহিরুল বিহার ফী ফাদ্বাইলিন্ নাবিয়্যিল মুখতার' সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম, কৃত- আল্লামা ইয়ূসুফ ইবনে ইসমাঈল নাবহানী আলায়হির রাহমাহ্-এর মধ্যে উদ্ধৃত হয়েছে- প্রসিদ্ধ বরেণ্য গবেষক আল্লামা নূর উদ্দীন আলী হালাবী শাফে'ঈ আলায়হির রাহমাহ্ তাঁর কিতাব 'ইন্সানুল 'উয়ূন ফী সী-রাতিল আমীন ওয়াল মামূন' সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'-এ এবং আল্লামা বুরহান উদ্দীন ইব্রাহীম হালাবী হানাফী আলায়হির রাহমাহ্ 'রূহুস্ সিয়ার'-এ আমরা যা উল্লেখ করেছি তার বেশীর ভাগ বর্ণনার সারকথার পর বর্ণনা করেছেন-

وَاِسْتَحْسَانُ الْقِيَامِ عِنْدَ سَمَاعِ ذِكْرِ وَصْفِهٖ ﷺ

অর্থাৎ হুযূর-ই আক্রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর প্রশংসা শোনার সময় দাঁড়ানো (ক্বিয়াম করা) 'মুস্তাহসান' (মুস্তাহাব)। এটা ক্বোরআন-সুন্নাহর আলোকে বর্ণিত হয়েছে। 'রিসালাতুস্ সুন্নিয়্যীন ফির রাদ্দি 'আলাল ওয়াহ্হাবিয়্যীনাল মুতাওয়াহ্হিবীন অর্থাৎ ওহাবী ও ভণ্ড বিদ'আতী লোকদের খণ্ডনে লিখিত সুন্নী মুসলমানদের প্রামাণ্য পুস্তিকা 'নুরুল ইয়াক্বীন ফী মাবহাসিল তালক্বীন'-এ' যার লেখক হলেন হযরতুল আল্লামা, মুত্তাক্বী-পরহেযগার, মেধাবী গবেষক, অত্যন্ত গুণী ব্যক্তি শায়খ মুস্তফা আল-করীমী ইবনে শায়খ ইব্রাহীম সিয়ামী, তাতে মহান নবীর মর্যাদার ওসীলা গ্রহণের বৈধতার বর্ণনা এবং নবী করীমের সম্মানার্থে মওলেদ (জন্ম) শরীফের আলোচনা শোনার সময় ক্বিয়াম করার বিবরণ রয়েছে। তিনি (উক্ত লেখক) হলেন ওই ব্যক্তি, যাঁর ইল্ম (জ্ঞান) দ্বারা মুসলমানগণ উপকৃত হয়েছেন। বর্ণনাটি নিম্নরূপ-

اَلْفَرْعُ الثَّالِثُ فِىْ بَيَانِ الْقِيَامِ عِنْدَ ذِكْرِ وِلَادَةِ الْمُصْطَفٰى ﷺ اِعْلَمُوْا اَيُّهَا الْاَحْبَابُ وَفَّقَكُمُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَاِيَّاىَ لِطَاعَتِهٖ اِنَّ الْقِيَامَ عِنْدَ ذِكْرِ وِلَادَةِ الْمُصْطَفٰى ﷺ الْمُسَمّٰى بِالْقِيَامِ الْمِيْلَادِىِّ مُسْتَحْسَنٌ لِاَنَّهٗ يَكُوْنُ تَعْظِيْمًا لَّهٗ ﷺ۔

অর্থাৎ তৃতীয় শাখা বা অধ্যায় নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র বেলাদতের আলোচনার সময় ক্বিয়াম করা বা দাঁড়ানোর বর্ণনা প্রসঙ্গে- জেনে রেখো হে আমার বন্ধুরা! আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে ও আমাকে তাঁর আনুগত্য করার সামর্থ্য (তাওফীক্ব) দিন! নিশ্চয় নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর মীলাদ বা পবিত্র জন্মের আলোচনার সময় ক্বিয়াম করা, যাকে 'মীলাদ শরীফের ক্বিয়াম' বলা হয়, 'মুস্তহাসান' (মুস্তাহাব)। কেননা, তা নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এরই সম্মানার্থে করা হয়।

আল্লামা ইবনে হাজার 'ফাতাওয়া-ই হাদীসিয়্যাহ্'য় উল্লেখ করেছেন-

اِنَّهٗ قَدْ جَرٰی عَلٰی اِسْتِحْسَانِ ذٰلِکَ الْقِیَامِ تَعْظِیْمًا لَّهٗ ﷺ عَمَلُ مَنْ یُّقْتَدٰی بِعَمَلِهٖ فِیْ کُلِّ بَلَدٍ مِّنْ بِلَادِ الْاِسْلَامِ وَفِیْ کُلِّ قَرْیَةٍ مِّنْ قُرَی الْاِسْلَامِ فَیَکُوْنُ الْقِیَامُ الْمِیْلَادِیُّ مُسْتَحْسَنًا اِسْتِحْسَانًا شَرْعِیًّا قَطْعِیًّا۔ (اَقُوْلُ وَنَظْمُ الْقِیَاسِ الْاِقْتِرَانِیِّ مِنَ الشَّکْلِ الْاَوَّلِ فِی الْقِیَامِ الْمِیْلَادِیِّ تَعْظِیْمٌ نَبَوِیٌّ شَرْعِیٌّ وَهِیَ صُغْرَاهُ وَکُلُّ تَعْظِیْمٍ نَبَوِیٍّ مُسْتَحْسَنٌ شَرْعِیٌّ وَهِیَ کُبْرَاهُ یَنْتَاجُ بَعْدَ حَذْفِ الْاَوْسَطِ الْقِیَامُ الْمِیْلَادِیُّ مُسْتَحْسَنٌ شَرْعِیٌّ کَمَا فِیْ فَنِّ الْمَنْطِقِ۔ فَیَآاَیُّهَا الْاَحْبَابُ اِذَا عَلِمْتُمْ اَنَّ الْقِیَامَ الْمِیْلَادِیَّ مُسْتَحْسَنٌ بِمَا تَقَرَّرَ مِنَ الْبَیَانِ فَلَا یَنْبَغِیْ لَکُمْ وَلَا لِاَیِّ مُسْلِمٍ اَنْ یَتْرُکَهٗ وَلَا یُمْنَعُ عَنْهُ بَلْ رُبَمَا اِسْتَلْزَمَ تَرْکُهٗ اَوِ الْمَنْعُ عَنْهُ الْاِسْتِخْفَافَ بِالْمُصْطَفٰی ﷺ ۔ وَقَدْ نَصَّ الْعَلَّامَةُ خَلِیْلٌ فِیْ مُخْتَصَرِهٖ عَلٰی اَنَّ مُسْتَخِفَّ نَبِیٍّ اَوْ مَلَکٍ یُقْتَلُ کُفْرًا اِنْ لَمْ یَتُبْ وَاِلَّا قُتِلَ وَمِنْ هُنَا اَفْتَی الْمَوْلٰی اَبُو السَّعُوْدِ الْعِمَادِیُّ الْحَنَفِیُّ یُکَفَّرُ مَنْ یَتْرُکُ الْقِیَامَ الْمِیْلَادِیَّ حِیْنَ یَقُوْمُ النَّاسُ عِنْدَ سِمَاعِ ذِکْرِ وِلَادَتِهٖ ﷺ ... اِنْتَهٰی۔

অর্থাৎ হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সম্মানার্থে ক্বিয়াম

করা মুস্তাহাব হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। এ পুণ্যময় কাজ করে আসছেন এমন বুযুর্গ লোকেরা, যাঁদের কাজের অনুসরণ করা যায়। এটা ইসলামী রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে প্রত্যেক রাষ্ট্র ও ইসলামী গ্রামগঞ্জ ও শহরগুলোর মধ্যে প্রত্যেক শহরে ও গ্রামে প্রচলিত আছে। সুতরাং মীলাদ শরীফের ক্বিয়াম শরীয়তের অকাট্য দলীলের আলোকে 'মুস্তাহাসান' (মুস্তাহাব)।

আমার কথা হচ্ছে- মীলাদ শরীফের ক্বিয়ামের ক্ষেত্রে 'ক্বিয়াস-ই ইক্বতিরানী'র প্রথম আকৃতির বচনগুলো একথা সাব্যস্ত করছে যে, তা হচ্ছে শরীয়তসম্মতভাবে হুযূর নবী-ই করীমের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের সামিল। এটা হচ্ছে তার 'সুগরা', আর وَكُلُّ تَعْظِيْمِ نَبَوِيٍّ مُسْتَحْسَنٌ شَرْعِيٌّ (অর্থাৎ নবী করীমের প্রতি প্রত্যেক সম্মান প্রদর্শন হচ্ছে শরীয়ত সম্মতভাবে মুস্তাহ্সান) এটা হচ্ছে তার 'কুবরা'। 'মধ্যবর্তী অংশ' বিলুপ্ত করলে ফলাফল দাঁড়ায়- اَلْقِيَامُ الْمِيْلَادِيُّ مُسْتَحْسَنٌ شَرْعِيٌّ (মীলাদ শরীফের ক্বিয়াম শরীয়ত মতে মুস্তাহাব); যেভাবে 'মানতিক্ব' (যুক্তি) শাস্ত্রে রয়েছে।

সুতরাং হে বন্ধুরা! যখন তোমরা জানতে পারলে যে, মীলাদ শরীফের ক্বিয়াম মুস্তাহসান (মুস্তাহাব), যা উপরিউক্ত বর্ণনা থেকে সাব্যস্ত হয়েছে, তখন তোমাদের জন্য বরং কোন মুসলমানের জন্য ক্বিয়াম বর্জন করা উচিৎ হবে না, নিষেধ করাও সমীচিন হবে না; বরং তা যদি বর্জন করা হয় কিংবা তাতে বাধা দেওয়া হয়, তবে তাতে হুযূর মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর মানহানি করা অনিবার্য হয়ে পড়বে।

আল্লামা খলীল তাঁর 'আল-মুখ্তাসার'-এ প্রামাণ্যভাবে উল্লেখ করেছেন যে, কোন নবী কিংবা ফেরেশ্তার মানহানিকারী কাফির, যতক্ষণ না তাওবা করে। অন্যথায় তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে। এতদ্ভিত্তিতে আল্লামা আবুস্ সা'উদ 'আমাদী হানাফী ফাত্ওয়া দিয়েছেন যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর বেলাদত শরীফের আলোচনা শোনার সময় লোকেরা যখন ক্বিয়াম করে (দাঁড়ায়), তখন মীলাদ শরীফের ক্বিয়াম বর্জনকারীকে কাফির বলা যাবে। (এ পর্যন্ত শেষ)

শায়খুল ইসলাম আল্লামা সাইয়্যেদ আহমদ ইবনে যায়নী দাহলান কৃত 'আদ্ দুরারুস্ সানিয়্যাহ্ ফির রাদ্দি আলাল ওয়াহ্হাবিয়্যাহ্' নামক কিতাবে লিখেছেন-

فَلَيْسَ فِىْ تَعْظِيْمِهٖ ﷺ بِغَيْرِ صِفَاتِ الرُّبُوْبِيَّةِ شَئٌ مِّنَ الْكُفْرِ وَالْاِشْرَاكِ بَلْ ذٰلِكَ مِنْ اَعْظَمِ الطَّاعَاتِ وَالْقُرُبَاتِ وَهٰكَذَا كُلُّ مَنْ عَظَّمَهُمُ اللّٰهُ تَعَالٰى

كَالْاَنْبِيَآءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ صَلَوَاتُهُ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْنَ وَكَالْمَلَآئِكَةِ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصَّالِحِيْنَ قَالَ تَعَالٰى وَمَنْ يُّعَظِّمْ شَعَآئِرَ اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوْبِ ـ وَقَالَ تَعَالٰى وَمَنْ يُّعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللّٰهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِنْدَ رَبِّهٖ ـ وَمِنْ تَعْظِيْمِهٖ ﷺ الْفَرَحُ بِلَيْلَةِ وِلَادَتِهٖ وَقِرَأَةُ الْمَوْلِدِ وَالْقِيَامُ عِنْدَ ذِكْرِ وِلَادَتِهٖ ﷺ وَاِطْعَامُ الطَّعَامِ وَغَيْرُ ذٰلِكَ مِمَّا يَعْتَادُ النَّاسُ فِعْلَهُ مِنْ اَنْوَاعِ الْبِرِّ فَاِنَّ ذٰلِكَ كُلَّهُ مِنْ تَعْظِيْمِهٖ ﷺ وَقَدْ اَفْرَدَتْ مَسْئَلَةُ الْمَوْلِدِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا بِالتَّالِيْفِ وَاعْتَنٰى بِذٰلِكَ كَثِيْرٌ مِنَ الْعُلَمَآءِ فَاَلَّفُوْا فِيْ ذٰلِكَ مُصَنَّفَاتٍ مَشْحُوْنَةً بِالْاَدِلَّةِ وَالْبَرَاهِيْنِ ـ فَلَاحَاجَةَ لَنَا اِلَى الْاِطَالَةِ بِذٰلِكَ ـ

অর্থাৎ নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে 'রব' (আল্লাহ্) না বলে, অন্য কোন সম্মান প্রদর্শনের মধ্যে কোন কুফর বা শির্কই নেই; বরং তা হচ্ছে অতি বড় ইবাদত বা বন্দেগী এবং সাওয়াবের কাজ। অনুরূপ, তাঁদের মধ্যে প্রত্যেকে, যাঁদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা সম্মান দিয়েছেন, যেমন- নবী ও রসূলগণ আলায়হিমুস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম- সবাই এবং ফেরেশ্তাগণ, সিদ্দীক্বগণ, শহীদান ও নেক্কার-বুযুর্গ ব্যক্তিগণ। (অর্থাৎ তাঁদের প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শনে কোন দোষ নেই; বরং তাও সাওয়াবের কাজ।) আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেছেন-

وَمَنْ يُّعَظِّمْ شَعَآئِرَ اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوْبِ

(এবং যে ব্যক্তি আল্লাহর নিদর্শনগুলোকে সম্মান করে, নিশ্চয় তা তো হৃদয়গুলোরই তাক্বওয়া বা খোদাভীরুতা।) আল্লাহ্ তা'আলা আরো এরশাদ করেছেন- 'এবং যে ব্যক্তি আল্লাহর মর্যাদামণ্ডিত বস্তুগুলোর প্রতি সম্মান দেখায়, তবে তাতো তার জন্য তার মহান রবের নিকট উত্তম কাজ।

আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের সামিল হচ্ছে- তাঁর জন্মের রাতে খুশী উদ্যাপন করা, জন্মের ঘটনাবলী পাঠ করা, তাঁর জন্মের আলোচনার সময়ে ক্বিয়াম করা এবং খানা খাওয়ানো ইত্যাদি, যেসব পূণ্যময় কাজ দ্বারা লোকেরা ঈদ উৎসব করে। কারণ, এসবই নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি সম্মান প্রদর্শনই।

আর নিশ্চয় মীলাদ শরীফ উদ্‌যাপনের মাসআলা ও তদ্‌সম্পর্কিত বিষয়াদির উপর লেখনী এখন এক বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত বিষয়ে পরিণত হয়েছে। অসংখ্য আলিম এর প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। সুতরাং তাঁরা এ বিষয়ে বহু গ্রন্থ-পুস্তক লিখেছেন, যেগুলো বহু দলীল ও অকাট্য প্রমাণাদি দ্বারা সমৃদ্ধ। তাই এখানে আমাদের আলোচনাকে দীর্ঘায়িত করার প্রয়োজন নেই।

মাওলানা আবদুল হাকীম তাঁর 'হাদিয়াতুল হেরমাঈন'-পুস্তকে লিখেছেন-

وَاَمَّا الْقِيَامُ عِنْدَ ذِكْرِ وِلَادَةِ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ قِرَأَةِ الْمَوْلُوْدِ الشَّرِيْفَ تَعْظِيْمًا لَّهٗ فَاَمْرٌ لَاشَكَّ فِيْ اِسْتِحْسَانِهٖ وَاِسْتِحْبَابِهٖ وَنُدُبِهٖ كَمَا قَالَ الْاِمَامُ الْبِرْ زَنْجِيُّ عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ فِيْ مَوْلِدِ النَّبِيِّ ﷺ قَدْ اِسْتَحْسَنَ الْقِيَامَ عِنْدَ ذِكْرِ مَوْلِدِهٖ الشَّرِيْفِ اَئِمَّةٌ ذَوِيْ رِوَايَةٍ وَدِرَايَةٍ فَطُوْبٰى لِمَنْ كَانَ تَعْظِيْمُهٗ ﷺ غَايَةَ مُرَامِهٖ وَمَرْمَاهُ۔

অর্থাৎ নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র জন্মের আলোচনার সময় এবং তাঁর সম্মানার্থে তাঁর মওলূদ (জন্ম) শরীফের ঘটনাবলী পাঠ করার সময় ক্বিয়াম করা (দাঁড়িয়ে সালাম দেওয়া) হচ্ছে এমন একটি বিষয়, যা মুস্তাহ্সান, মুস্তাহাব ও পছন্দনীয় হবার মধ্যে কোন সন্দেহ নেই। যেমন, ইমাম বিরযান্‌জী আলায়হির রাহমাহ্ নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর মাওলেদ শরীফের প্রসঙ্গে বলেছেন- হুযূর করীমের মীলাদ শরীফের আলোচনার সময় ক্বিয়াম করাকে 'রেওয়াত' ও 'দিরায়ত' (বর্ণনা ও বুদ্ধিমত্তা) সম্পন্ন ইমামগণ 'মুস্তাহাসান' (মুস্তাহাব) বলেছেন।

সুতরাং তারই জন্য সুসংবাদ, হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি সম্মান দেখানো যার চূড়ান্ত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হয়।

'মওলূদ-ই বিরযান্‌জী'র হাশিয়া বা পাদ ও পার্শ্বটীকায়, এ হাশিয়া বা টীকা লিখক আল্লামা মহোদয় নিজেই লিখেছেন-

সুদৃঢ় দ্বীন ও শরীয়তের আলিমগণ, সঠিক পথে প্রতিষ্ঠিত ফক্বীহ্, মুহাদ্দিস ও মুজতাহিদ ইমামগণ এবং পরবর্তী বিজ্ঞ আলিমগণ বলেছেন, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থে, বিশেষতঃ তাঁর বেলাদত (জন্ম) শরীফের আলোচনার সময় ক্বিয়াম করা মুস্তাহ্সান ও মুস্তাহাব। একথার উপর মক্কা-ই মু'আয্‌যামাহ্ ও মদীনা মুনাওয়ারার আলিমগণের ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে; কিন্তু ওহাবী ফির্কার

লোকেরা এর বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছে। তারা ব্যতীত শীর্ষস্থানীয় সুক্ষ্মদর্শী গবেষক আলিমগণ মৌলূদ শরীফের ক্বিয়াম সবসময় করেই আসছেন। তাঁদের মধ্যে কেউ তা করতে অস্বীকার করেননি। যখন মুসলমানদের সামনে এটা প্রমাণিত হয়েছে, তখন প্রত্যেক ঈমানদারের উপর তাঁদের অনুসরণ করা অপরিহার্য।

বিশেষতঃ মাওলানা জালাল উদ্দীন সুয়ূত্বী, ইমাম বোখারী, আল্লামা ইবনে জূযী মুহাদ্দিস ও ইমাম জাফর হোসাইন বিরযান্জী এবং ভারতের বড় বড় ফক্বীহ্, মুহাদ্দিস ও আলিমগণ, যেমন শাহ্ আবদুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহলভী আলায়হির রাহমাহ্, মু'আল্লিমুল ওলামা ও বংশ মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি শাহ্ ওলীউল্লাহ্ সাহেব দেহলভী (আদা-মাল্লা-হু ফুয়ূযাহুম) তাঁরা সবাই মৌলূদ শরীফের ক্বিয়ামকে 'মুস্তাহাসান' মনে করতেন। তাঁরা তাদের আপন আপন কিতাবাদিতে যথাযথভাবে এর কারণগুলোরও ব্যাখ্যা দিয়েছেন। আর আমাদের তাক্বাদ্দুস্ মাআ-ব ইমামুল ওলামা, সুলতানুল আস্ফিয়া, দস্তগীর, জান্নাতবাসী, হযরত মুর্শিদুনা শাহ্ সালামত উল্লাহ্ সাহেব আলায়হির রাহমাহ্ তাঁর পুস্তক- 'ইশ্বা'উল কালাম ফী ইস্বাতিল মাওলেদে ওয়াল ক্বিয়াম'-এ এর বিস্তারিত বর্ণনা অতি সুন্দরভাবে দিয়েছেন। যার ইচ্ছা হয় তিনি ন্যায় বিচারের দৃষ্টিতে দেখে মনস্থির করে নিতে পারেন। যখন হাদীস শরীফগুলোর মর্মার্থ এ পর্যন্ত এসে স্থির হয়েছে, তখন এ অধম অনুবাদকের মতে মৌলূদ শরীফের ক্বিয়াম অবশ্যই মুস্তাহাব বা সাওয়াবের কাজ বলে সাব্যস্ত হয়েছে। আর একথা অস্বীকার করার ইচ্ছা পোষণ করাও কারো পক্ষে বিনা ব্যাখ্যায় অসম্ভব ঠেকেছে। তদুপরি একথাও জেনে রাখা উচিৎ যে, মীলাদ-ই পাকের খুশী উদ্যাপনের নির্দেশ সম্বলিত আয়াতগুলো দেখা ও শোনার সময় ক্বিয়াম করা আল্লাহর হাবীব সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর কার্যত সুন্নাতই। সুতরাং এ প্রসঙ্গে নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীস সবাক রয়েছে। যেমন-

رُوِىَ عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ رَاَى النَّبِىُّ ﷺ النِّسَآءَ وَالصِّبْيَانَ مُقْبِلِيْنَ قَالَ حَسِبْتُ مِنْ عُرْسٍ ـ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ مُمَثِّلاً فَقَالَ اَللّٰهُمَّ اَنْتُمْ مِنْ اَحَبِّ النَّاسِ اِلَىَّ قَالَهَا ثَلٰثَ مِرَارٍ ـ (رواه البخارى)

অর্থাৎ হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম মহিলাদের ও শিশুদেরকে

(মীলাদ শরীফের দিকে) আগ্রহী ও অগ্রগামী দেখতে পেলেন। তখন তিনি বললেন, "এ খুশী পালন যথেষ্ট।" অতঃপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, "(হে আল্লাহ তোমাকে সাক্ষী করে এদের উদ্দেশে বলছি) তোমরা হলে আমার প্রিয়পাত্র।" এটা তিনি তিনবার বলেছেন। (ইমাম বোখারী এটা বর্ণনা করেছেন।)

অন্য বর্ণনায় আছে-

اَبْصَرَ النَّبِيُّ ﷺ نِسَآءً وَصِبْيَانًا مُقْبِلِيْنَ مِنْ عُرْسٍ فَقَامَ وَقُمْنَا ـ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ اَنْتُمْ مِنْ اَحَبِّ النَّاسِ اِلَيَّ قَالَ فِي التَّوْشِيْحِ قَامَ اِلَيْهِمْ فَرِحًا بِهِمْ مُتَفَضِّلاً عَلَيْهِمْ ـ وَفِيْ فَتْحِ الْبَارِيْ قُمْنَا اَيْ مُتَكَلِّفًا نَفْسَهٗ ـ

অর্থাৎ নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কিছুসংখ্যক মহিলা ও ছেলেদের দেখলেন তারা 'ওরস' অর্থাৎ মীলাদ মাহফিল থেকে আসছে। তখন হুযূর করীম দাঁড়ালেন। আমরাও দাঁড়ালাম। অতঃপর হুযূর করীম (তাদের উদ্দেশে) এরশাদ করলেন, "হে আল্লাহ্! তুমি সাক্ষী থাকো, ওহে তোমরা আমার অত্যন্ত প্রিয়পাত্র।" বর্ণনাকারী 'তাওশীহ্'-এ বলেছেন, "হুযূর তাদের দিকে এগিয়ে গেলেন, তাদের নিয়ে খুশী প্রকাশ করলেন, তাদেরকে ফযীলতমণ্ডিত বলে আখ্যায়িত করলেন। 'ফতহুল বারী'তে আছে- "আমরাও দাঁড়ালাম, অর্থাৎ তাঁর প্রতি সম্মান দেখিয়ে।"

ইমাম বোখারী 'হাদীস-ই ইফ্ক'-এ বর্ণনা করেছেন-

اَوَّلُ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا يَاعَائِشَةُ اَمَّا لِلّٰهِ فَقَدْ بَرِئَكِ فَقَالَتْ قُوْمِيْ اِلَيْهِ وَاللّٰهِ لاَ اَقُوْمُ وَلاَ اَحْمَدُ اِلاَّ اللّٰهَ ـ

অর্থাৎ প্রথম কলেমা, যা তিনি বলেছেন, তা হচ্ছে- 'হে আয়েশা, কিন্তু আল্লাহর ওয়াস্তে ঘোষণা করছি, নিশ্চয় তিনি তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করেছেন।' অতঃপর তিনি বললেন, 'দাঁড়াও তাঁর দিকে যাও।' অতঃপর আমি বললাম, "আল্লাহরই শপথ! আমি একমাত্র আল্লাহরই ওয়াস্তে দাঁড়াবো, আল্লাহরই প্রশংসা করবো।"

ইমাম ক্বাস্তলানী, বোখারী শরীফের ব্যাখ্যাকারী قُوْمِيْ اِلَيْهِ (তার দিকে যাও!)-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, এ হাদীস শরীফ এটা বলছে যে, নবী করীমের জন্মের সুসংবাদ শোনার সময় ক্বিয়াম করা, চাই প্রকৃত সুসংবাদদাতার পক্ষ থেকে হোক, অথবা রূপক সুসংবাদদাতা হোক, রসূল করীম সাল্লাল্লাহু

তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর 'সুন্নাত-ই তাক্বরীরী' (অনুমোদনপ্রাপ্ত সুন্নাত)-ই।

আর আনসারীদের মহিলাদের জন্য রসূল-ই করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর দাঁড়ানো (ক্বিয়াম করা), যেমনটি নির্ভরযোগ্য বর্ণনানুসারে বর্ণিত হয়েছে, থেকে বুঝা যায় যে, আনসারী মহিলাদের দেখে রসূল-ই করীমের দাঁড়ানো এটা প্রকাশ করার জন্য ছিলো যে, "আমি তোমাদেরকে স্নেহ করি। আর তোমাদেরকে খুশী মনে দেখে আমিও খুশী হয়েছি।" সুতরাং রসূল-ই আক্রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম স্বেচ্ছায় অনায়াসে ক্বিয়াম করেছেন; স্বভাবগতভাবে কিংবা অনিচ্ছাকৃতভাবে ক্বিয়াম করেননি। এমনটি 'ফাত্হুল বারী'র ব্যাখ্যা থেকে প্রতীয়মান হয়। যেমন ব্যাখ্যাকারী এখানে বলেছেন-

قَوْلُهُ فَقَامَ قُمْنَا اَىْ قَامَ قِيَامًا قَوِيًّا مَأْخُوْذٌ مِّنَ الْمِنَّةِ وَهِىَ الْقُوَّةُ اَىْ قَامَ اِلَيْهِمْ مُسْرِعًا مُشْتَدًّا فِىْ ذٰلِكَ فَرِحًا بِهِمْ۔ وَقَالَ اَبُوْمَرْوَانَ بْنُ سِرَاجٍ وَرَجَّحَهُ الْقُرْطُبِىُّ اَنَّهُ مِنَ الْاِمْتِنَانِ لِاَنَّ مَنْ قَامَ لَهُ النَّبِىُّ ﷺ وَاَكْرَمَهُ بِذٰلِكَ اِمْتَنَّ عَلَيْهِ بِشَىْءٍ لَّا اَعْظَمَ مِنْهُ۔

وَنَقَلَ اِبْنُ بَطَّالٍ عَنِ الْقَائِسِىِّ قَوْلُهُ مُتْمِنًا اَىْ مُتَفَضِّلاً عَلَيْهِمْ بِذٰلِكَ فَكَاَنَّهُ قَالَ يَمْتَنُّ عَلَيْهِمْ بِمَحَبَّتِهِ ﷺ قَالَ عِيَاضٌ جَآءَ مِنْهَا مُمَثِّلاً يَعْنِىْ بِالتَّشْدِيْدِ اَىْ مُكَلِّفًا نَفْسَهُ بِذٰلِكَ۔

অর্থাৎ অতঃপর তিনি দাঁড়িয়েছেন মজবূতভাবে। এটা 'মিন্নাহ্' থেকে গৃহীত, আর তা হচ্ছে শক্তি। অর্থাৎ তিনি তাদের দিকে দ্রুত এগিয়ে গেছেন, তাতে তিনি দৃঢ় ছিলেন, তাদেরকে নিয়ে খুশী প্রকাশ করেছেন।

আবূ মারওয়ান ইবনে সিরাজ বলেছেন এবং ইমাম ক্বোরতাবী সেটাকে প্রাধান্য দিয়েছেন এ বলে যে, তা ছিলো একটি ইহসান স্বীকার করা। কেননা, যার জন্য নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়েছেন এবং যাকে সম্মানিত করেছেন, তার প্রতি এমন একটা জিনিষ দ্বারা ইহসান করেছেন, যা থেকে বড় কিছু নেই।

ইবনে বাত্তাল ক্বাসী থেকে বর্ণনা করেছেন, "তাঁর উক্তি مُتْمِنًا মানে مُتَفَضِّلاً بِذٰلِكَ (অর্থাৎ তা দ্বারা ফযীলতমণ্ডিত করেছেন)। যেমনটি বলেছেন, হুযূর

করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর ভালবাসার বিনিময়ে তাদের উপর ইহসান করেছেন।

ক্বাযী আয়ায বলেছেন, বর্ণনা مِنْهَا مُمَثِّلاً তাশ্দীদ সহকারে এসেছে। অর্থাৎ স্বেচ্ছায় মনের খুশীতে।

মোটকথা, যখন ছোট ছোট খুশীর সুসংবাদ প্রকাশ ও সেগুলোর শোকরিয়া আদায় করতে গিয়ে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সম্মানার্থে হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহার পিতা-মাতা ক্বিয়াম করেছেন, শোকরিয়া জ্ঞাপন করেছেন, ক্বিয়াম করার নির্দেশ দিয়েছেন, তখন যার নিকট রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সর্বাপেক্ষা বেশী প্রিয় হবেন, যে কায়মনোবাক্যে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাতের অনুসারী হবে, সে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র জন্মের সুসংবাদ-এর শোকরিয়া জলসায় দাঁড়িয়ে কেন প্রকাশ করবেনা? অবশ্য করবে। কারণ, এটা তো ওই খুশী, যেই খুশীর শোকরিয়ায় হযরত রসূলে আক্রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক সোমবার রোযা রাখতেন। যেমন মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে-

عَنْ اَبِیْ قَتَادَةَ سُئِلَ النَّبِیُّ ﷺ عَنْ صَوْمِ الْاِثْنَیْنِ فَقَالَ فِیْهِ وُلِدْتُّ وَفِیْهِ اُنْزِلَ عَلَیَّ وَفِیْهِ اَمُوْتُ۔

অর্থাৎ হযরত আবূ ক্বাতাদাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে সোমবার রোযা রাখার কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, "আমি সেদিন জন্মগ্রহণ করেছি, সেদিন আমার উপর (সর্বপ্রথম) ওহী নাযিল করা হয়েছে এবং সেদিনই আমি ওফাত বরণ করবো।"

সহীহ্ বোখারী শরীফের নির্ভরযোগ্য ব্যাখ্যাকারী প্রসিদ্ধ হাদীস বিশারদ ইমাম ক্বাস্তলানী 'মাওয়াহিবে লাদুনিয়া'র প্রথম মাক্বসাদ-এ লিখেছেন-

وَاَرْضَعَتْهُ ثُوَیْبَةُ عَتِیْقَةُ اَبِیْ لَهَبٍ اَعْتَقَهَا حِیْنَ بَشَّرَتْهُ بِوِلَادَتِهٖ عَلَیْهِ السَّلَامُ وَقَدْ رُاِیَ اَبُوْ لَهَبٍ فِی النَّوْمِ فَقِیْلَ لَهٗ مَا حَالُکَ قَالَ فِی النَّارِ اِلَّا اَنَّهٗ خُفِّفَ عَنِّیْ کُلَّ لَیْلَةِ اثْنَیْنِ وَاَمُصُّ مِنْ بَیْنِ اِصْبَعَیَّ هَاتَیْنِ مَاءً وَذٰلِکَ بِاِعْتَاقِیْ ثُوَیْبَةَ عِنْدَ مَابَشَّرَتْنِیْ بِوِلَادَةِ النَّبِیِّ ﷺ۔

অর্থাৎ সুয়ায়বাহ্ হুযূর-ই করীমকে দুধ পান করিয়েছেন। তিনি (সুয়াইবাহ্) হচ্ছেন আবূ লাহাবের ক্রীতদাসী, যাকে সে তখনই আযাদ করেছিলো, যখন তিনি (সুয়ায়বাহ্) তাকে হুযূর-ই আক্রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর বেলাদত (জন্ম) শরীফের সুসংবাদ দিয়েছিলেন। আর আবূ লাহাবকে স্বপ্নে দেখা গেলো। অতঃপর তাকে এ বলে জিজ্ঞাসা করা হলো- "তোমার অবস্থা কি?" সে বললো, "দোযখে। তবে প্রতি সোমবার রাতে শাস্তি লঘু করা হয়। আমি আমার এ দু' আঙ্গুলের মধ্যবর্তী স্থান থেকে পানি চুষে থাকি। তাও এজন্য যে, আমি সুয়ায়বাহ্কে আযাদ করেছিলাম, যখন সে আমাকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর শুভ জন্মের সুসংবাদ দিয়েছিলো।"

মুহাদ্দিস জযরী বলেছেন, যেমন তাঁর কিতাব 'আরফুত্ তা'রীফ বিল মাওলেদিশ শরীফ'-এ রয়েছে-

وَاِذَا كَانَ اَبُوْلَهَبٍ نِ الْكَافِرُ الَّذِىْ نَزَلَ بِذَمِّهٖ جُوْزِىَ فِى النَّارِ لِهٰذِهِ الْفَرْحَةِ لَيْلَةَ مَوْلِدِ النَّبِىِّ ﷺ فَمَا حَالُ الْمُوَحِّدِيْنَ مِنْ اُمَّتِهٖ ﷺ الَّذِىْ يَسُرُّ بِمَوْلِدِهٖ ﷺ۔

অর্থাৎ আর যখন ওই আবূ লাহাব, যার অপকর্মের বর্ণনায় পবিত্র ক্বোরআনের আয়াত (সূরা লাহাব) নাযিল হয়েছে, তাকে মাওলেদুন্নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর রাতে খুশী প্রকাশের প্রতিদান দেওয়া হয়েছে, তখন আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাসী ওই উম্মতের কি অবস্থা হবে, যে তাঁর পবিত্র জন্মে খুশী উদ্‌যাপন করে? (নিশ্চয় তার প্রতিদান আরো মহান হবে।)

হাফেয নাসির উদ্দীন ইবনে শামসুদ্দীন দামেস্কী তাঁর কিতাব 'দা'ওয়াতিস্ সা-রী ফী মাওলেদিন হাদী' (دعوة الصارى فى مولد الهادى) তে ব্যক্ত করেছেন-

وَقَدْ صَحَّ اَنَّ اَبَالَهَبٍ يُخَفَّفُ عَنْهُ عَذَابُ النَّارِ فِىْ مِثْلِ يَوْمِ الْاِثْنَيْنِ لِاِعْتَاقِهٖ ثُوَيْبَةَ مَسْرُوْرًا بِمِيْلَادِ النَّبِىِّ ﷺ ثُمَّ اَنْشَدَ شِعْرًا۔

اِذَا كَانَ هٰذَا كَافِرٌ جَاءَ ذَمُّهٗ ۔ تَبَّتْ يَدَاهُ فِى الْجَحِيْمِ مُخَلَّدًا
اَتٰى اَنَّهٗ فِى الْاِثْنَيْنِ دَآئِمًا ۔ يُخَفَّفُ عَنْهُ لِلسُّرُوْرِ بِاَحْمَدَ
فَمَاظُنَّ بِالْعَبْدِ الَّذِىْ كُلَّ عُمْرِهٖ ۔ بِاَحْمَدَ مَسْرُوْرٌ وَمَاتَ مُوَحِّدًا

অর্থাৎ এটা বিশুদ্ধ কথা যে, দোযখে আবূ লাহাবের শাস্তি প্রতি সোমবার লঘু

করা হয়- নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র জন্মে খুশী প্রকাশের জন্য সুয়াইবাকে আযাদ করার কারণে। তারপর তিনি একটি কবিতার নিম্নিলিখিত চরণগুলো পড়লেন, যেগুলোর অর্থ নিম্নরূপ-

১.যখন এ লোক (আবূ লাহাব) এমন এক কাফির, যার অপকর্মের বর্ণনায় পবিত্র ক্বোরআনের আয়াত (সূরা লাহাব) নাযিল হয়েছে, যাতে এরশাদ হয়েছে যে, তার দু'হাত (তথা গোটা সত্ত্বা) ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে সবসময় 'জাহীম' (দোযখ)-এ রয়েছে।

২. এ কথাও বর্ণনায় এসেছে যে, প্রত্যেক সোমবার স্থায়ীভাবে তার শাস্তি লঘু করা হয়। তাও হুযূর করীম আহমদ মুজতাবা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র জন্মে খুশী হবার কারণে।

৩. তখন ওই বান্দা সম্পর্কে কী ধারণা করা যেতে পারে, যে তার সারা জীবন হুযূর আহমদ মুজতাবা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র জন্মে খুশী থাকে ও আল্লাহ্ এক জেনে (মু'মিন হিসেবে) মৃত্যুবরণ করে? (নিশ্চয় তাঁর প্রতিদান মহান হবে।)

এক্ষুণি আমরা বলেছি যে, হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর হাদীস ও হাদীস-ই ইফ্ক, ইমাম বোখারীর বর্ণনামতে, যা ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, একথা অতি উত্তমরূপে প্রতীয়মান হয় যে, হুযূর-ই আক্রামের পবিত্র বেলাদত শরীফের, অতি আনন্দদায়ক বিষয়াদির আলোচনা শুনে ও এতদুপলক্ষে আয়োজন দেখে ক্বিয়াম করা রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর 'সুন্নাত-ই তাক্বরীরী' (অনুমোদনপ্রাপ্ত সুন্নাত)।

সুতরাং এর আলোচনা ইতোপূর্বেও করা হয়েছে এবং একথা সুস্পষ্ট হয়েছে যে, সরওয়ার-ই আনাম আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম-এর বেলাদত শরীফের চেয়ে বড় সুসংবাদ আর হতে পারে না। সুতরাং ওই সুসংবাদ শোনার সময় ক্বিয়াম করা সমস্ত মুস্তাহাব কাজের মধ্যে সর্বাধিক উত্তম।

কেউ কেউ বলেছে যে, সরওয়ার-ই আনাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর বেলাদত শরীফের আলোচনার সময় ক্বিয়াম করা 'বিদ্'আত-ই সাইয়্যেআহ্' (মন্দ বিদ'আত); কেননা উত্তম যুগগুলোতে এ কাজ পাওয়া যায়নি।

তার উত্তরে আমি বলবো- সরওয়ার-ই আনাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর বেলাদত শরীফের আলোচনার সময় ক্বিয়াম করা ইসলামের প্রথম তিন উত্তম যুগে প্রচলিত ছিলোনা- এটা স্বীকৃত, কিন্তু এ কারণে এটা অপরিহার্য হয় না যে, ক্বিয়াম করা মন্দ ও বর্জনীয় বিদ'আত হবে। কারণ,

এমন বহু কাজ আছে যেগুলো ওই উত্তম তিন যুগে পাওয়া যায়নি, এতদসত্ত্বেও ফক্বীহ্গণ সেগুলোকে মুস্তাহাব বলে ফাত্ওয়া দিয়েছেন। ওইসব মাসআলার মধ্যে একটি হচ্ছে নামাযের নিয়্যত মুখে উচ্চারণ করা। কারণ, তাতে মনে মনে নিয়্যত করা ওই নামায শুদ্ধ হবার জন্য একটি যথেষ্ট বিকল্প; (মুখে উচ্চারণ করার প্রয়োজন হয় না) কিন্তু ফক্বীহ্গণ তা মুখে উচ্চারণ করে বলাকে 'মুস্তাহ্সান' (মুস্তাহাব) বলেছেন। সুতরাং আল্লামা শরণ্ বুলালী 'হাশিয়া-ই দুরার শরহে গুরার'-এ লিখেছেন- وَالتَّلَفُّظُ بِهَا مُسْتَحْسَنٌ (নিয়্যত মুখে উচ্চারণ করে বলা 'মুস্তাহ্সান' (মুস্তাহাব) অর্থাৎ উত্তমপন্থা। (তিনি আরো লিখেছেন-)

اَحَبَّهُ الْمَشَآئِخُ لاَ اَنَّهُ مِنَ السُّنَّةِ لِاَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنْ طَرِيْقٍ صَحِيْحٍ وَلاَضَعِيْفٍ وَلاَ عَنْ اَحَدٍ مِّنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ وَلاَعَنْ اَحَدٍ مِّنَ الْاَئِمَّةِ الْاَرْبَعَةِ بَلِ الْمَنْقُوْلُ اَنَّهُ ﷺ كَانَ اِذَا قَامَ اِلَى الصَّلٰوةِ كَبَّرَ فَهٰذِهٖ بِدْعَةٌ حَسَنَةٌ

অর্থাৎ ফিক্বহ্বিদগণ (মাশাইখ) এটাকে (মুখে নিয়্যৎ বলা) পছন্দ করেছেন; তবে এটা 'সুন্নাত' হিসেবে নয়; কারণ তা রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম থেকে কোনভাবে প্রমাণিত হয়নি- না বিশুদ্ধ সূত্রে, না দুর্বল সূত্রে, না কোন সাহাবী থেকে, না কোন তাবে'ঈ থেকে, না চার ইমামের কারো থেকে; বরং বর্ণিত হয়েছে এটাই যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম যখন নামাযের জন্য দাঁড়াতেন তখন 'আল্লাহু আকবার' (তাকবীর-ই তাহরীমা) বলতেন। সুতরাং এটা (নিয়্যৎ উচ্চারণ করা) 'বিদ'আত-ই হাসানাহ্' (উত্তম বিদ'আত্ বা নব আবিস্কৃত উত্তম কাজই) হলো।

ফক্বীহ্ ইব্রাহীম হালবী 'কবীরী'তে লিখেছেন-

هٰذِهٖ بِدْعَةٌ لٰكِنَّ عَدَمَ النَّقْلِ وَكَوْنِهَا بِدْعَةً لَّايُنَافِىْ كَوْنَهَا حَسَنًا

অর্থাৎ এটা বিদ'আত (নব আবিস্কৃত কাজ); কিন্তু তা কোন বর্ণনা থেকে সাব্যস্ত না হওয়া ও নব আবিস্কৃত হওয়া 'বিদ'আত-ই হাসানাহ্' (উত্তম বিদ'আত) হওয়ার জন্য বাধা নয়।

অনুরূপ, হুযূর সরওয়ার-ই আনাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর বেলাদত শরীফের আলোচনার সময় ক্বিয়াম করাও

'মুস্তাহ্সান' (মুস্তাহাব); বিদ'আত নয়। কারণ, বিদ্'আত হচ্ছে তা-ই, যা প্রথম তিন উত্তম যুগের পরবর্তীতে আবিস্কৃত হয়েছে; অনুরূপ, যা আল্লাহর কিতাব, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাত এবং সাহাবা-ই কেরামের ইজমা' (ঐকমত্য)-এর বিপরীত হয়। অবশ্য, এমনটি হলে তা হবে 'বিদ্'আত-ই সাইয়্যোহ্'। আর যা প্রথম তিন উত্তম যুগের পর আবিস্কৃত হয়; কিন্তু কিতাব, সুন্নাহ্ ও ইজমা'র বিপরীত হয় না, সেটা 'বিদ'আত-ই হাসানাহ্'। ইমাম বায়হাক্বী ইমাম শাফে'ঈ আলায়হিমার রাহমাহ্ থেকে 'শু'আবুল ঈমান'-এ বর্ণনা করেছেন-

مَآاَحْدَثَ وَخَالَفَ كِتَابًا اَوْسُنَّةً اَوْاِجْمَاعًا اَوْاَثَرًا فَهُوَ مِنَ الْبِدْعَةِ الضَّالَّةِ وَمَا اَحْدَثَ مِنَ الْخَيْرِ وَلَمْ يُخَالِفْ شَيْئًا مِّنْ ذٰلِكَ فَهُوَ مِنَ الْبِدْعَةِ الْمَحْمُوْدَةِ وَهٰكَذَا فِىْ سِيْرَةِ الْحَلْبِيِّ۔

অর্থাৎ যা পরবর্তীতে প্রবর্তিত হয়েছে এবং কিতাব, সুন্নাহ্ কিংবা ইজমা' অথবা নির্ভরযোগ্য ইতিহাসের বিরোধী হয়েছে, তা ভ্রান্ত বিদ'আত। আর যে কোন ভাল কাজ আবিস্কৃত ও পরে প্রবর্তিত হয়েছে এবং উক্ত সব ক'টির মোটেই বিরোধী নয়, তা প্রশংসিত বিদ'আত। এমনি উল্লেখ করা হয়েছে আল্লামা হালবীর 'সীরাত' গ্রন্থে।

হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম আবূ হামেদ মুহাম্মদ গাযালী তাঁর কিতাব 'ইহ্ইয়াউল উলূম'-এ বলেছেন-

وَقَوْلُ الْقَائِلِ اِنَّ ذٰلِكَ بِدْعَةٌ لَمْ تَكُنْ فِىْ عَهْدِ الصَّحَابَةِ فَلَيْسَ كُلُّ مَا يُحْكَمُ بِالْاِبَاحَةِ مَنْقُوْلاً عَنِ الصَّحَابَةِ وَاِنَّمَا الْمَحْظُوْرُ بِدْعَةٌ۔

অর্থাৎ বক্তার উক্তি- 'সেটা বিদ'আত, সাহাবা-ই কেরামের যুগে ছিলো না'-এর জবাবে বলা হয়- যত কিছু মুবাহ্ (বৈধ) বলে সাব্যস্ত করা হয়, তার প্রত্যেকটি তো সাহাবা-ই কেরাম থেকে উদ্ধৃত নয়; নিশ্চয় নিষিদ্ধ বস্তুই হচ্ছে বিদ'আত।

সুতরাং 'বিদ'আত'-এর সংজ্ঞা থেকে একথা স্পষ্ট হলো যে, 'বেলাদত' শরীফের আলোচনার সময় ক্বিয়াম করা যদিও প্রথম তিন উত্তম যুগে ছিলো না, কিন্তু যেহেতু সেটা কিতাব, সুন্নাহ্, ইজমা' ও নির্ভরযোগ্য ইতিহাসের পরিপন্থী নয়, সেহেতু যদিও একথা স্বীকৃত যে, ক্বিয়াম করা বিদ্'আত, তবুও সেটা হবে 'বিদ'আত-ই হাসানাহ্'।

যদি তুমি বলো, 'অনুমোদনগুলো থেকে প্রতীয়মান হয় যে, বেলাদত শরীফের আলোচনার সময় ক্বিয়াম করা 'সুন্নাত-ই তাক্বরীরী' (অনুমোদন প্রাপ্ত সুন্নাত) আর এ জায়গা থেকে স্পষ্ট হলো যে, সেটা হচ্ছে বিদ'আত-ই হাসানাহ্, অথচ সুন্নাত ও বিদ্'আত এর মধ্যে মৌলিক বিরোধ রয়েছে।'

এর জবাবে আমরা বলবো- এখানে সুন্নাত ও বিদ্'আতের বিরোধ নেই। কারণ হযরত ওমর ফারূক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর হাদীস রয়েছে, যাতে তিনি তারাবীহ্ নামায সম্পর্কে বলছেন- نِعْمَتِ الْبِدْعَةُ هٰذِهٖ (এতো উত্তম বিদ্'আত)। এটাকে তিনি 'বিদ'আত' বলেছেন; প্রকৃতপক্ষে সেটা হচ্ছে সুন্নাত। যেমন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন-

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِىْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ مِنْ بَعْدِىْ-

(তোমরা আমার সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরো এবং খোলাফা-ই রাশেদীন-এর সুন্নাতকে, আমার পরে।)

হযরত আল্লামা ইবনে হাজর 'আস্কালানী আলায়হির রাহমাহ্ তাঁর লিখিত 'মাওলূদ-ই কবীর'-এ লিখেছেন-

فَيُقَالُ نَظِيْرُ ذٰلِكَ فِى الْقِيَامِ عِنْدَ ذِكْرِ وِلَادَتِهٖ ﷺ وَاَيْضًا قَالَ اِجْتَمَعَتِ الْاُمَّةُ الْمُحَمَّدِيَّةُ مِنْ اَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ عَلٰى اِسْتِحْسَانِ الْقِيَامِ الْمَذْكُوْرِ قَدْ قَالَ ﷺ لَا تَجْتَمِعُ اُمَّتِىْ عَلَى الضَّلَالَةِ بِلَفْظِهٖ

অর্থাৎ সুতরাং একথা বলা হবে যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর বেলাদত শরীফের আলোচনার সময় ক্বিয়াম করার পক্ষে প্রমাণ রয়েছে। আরো বলেছেন, উম্মতে মুহাম্মদী, অর্থাৎ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত একথার উপর একমত হয়েছেন যে, উল্লিখিত ক্বিয়াম মুস্তাহাব। নিশ্চয় হুযূর-ই আক্রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "আমার উম্মত গোমরাহীর উপর একমত হবে না।" এ হাদীস হুবহু বচনে বর্ণিত।

আর 'আদ্দুররুল মুনায্যাম ফী বয়ানে হুকমি মওলেদিন নাবিয়্যিল আ'যম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম' (اَلدُّرُّ الْمُنَظَّمُ فِىْ بَيَانِ حُكْمِ مَوْلِدِ النَّبِيِّ الْاَعْظَمِ ﷺ) -এ হযরত শায়খ মুহাম্মদ আবদুল হক্ব

মুহাজিরে মক্কী লিখেছেন-

اَفَادَ الْعَلَّامَةُ مَوْلٰنَا وَشَيْخُ شَيْخِنَا عَبْدُ اللّٰهِ السِّرَاجُ الْحَنَفِيُّ مُفْتِيُ الْمَكَّةِ الْمُكَرَّمَةِ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِمَا اَمَّا الْقِيَامُ اِذَا جَآءَ ذِكْرُ وِلَادَتِهٖ ﷺ عِنْدَ قِرَأَةِ الْمَوْلِدِ الشَّرِيْفِ فَوَارَثَةُ الْاَئِمَّةُ الْاَعْلَامُ وَاَقَرَّهُ الْاَئِمَّةُ وَالْحُكَّامُ مِنْ غَيْرِ نَكِيْرٍ وَلَارَدٍّ رَادٍّ وَلِهٰذَا كَانَ مُسْتَحْسَنًا وَمَنْ يَّسْتَحِقُّ التَّعْظِيْمَ غَيْرَهُ وَيَكْفِى اَثَرُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ مَارَاٰهُ الْمُسْلِمُوْنَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ حَسَنٌ وَاللّٰهُ وَلِىُّ التَّوْفِيْقِ الْهَادِىُّ اِلٰى سَوَآءِ الطَّرِيْقِ ــ حَرَّرَهُ خَادِمُ الشَّرِيْعَةِ وَالْمِنْهَاجِ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمَرْحُوْمِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ سِرَاجُ الْمُفَسِّرُ وَالْمُحَدِّثُ بِالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ بِلَفْظِهٖ۔

অর্থাৎ আল্লামা মাওলানা শায়খ আবদুল্লাহ্ সিরাজ হানাফী, মক্কা মুকার্‌রমার মুফতী আলায়হির রাহমাহ্ বলেছেন, যখন হুযূর-ই আক্‌রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর বেলাদত শরীফের আলোচনা আসে তখন মওলূদ শরীফ পড়ার সময় ক্বিয়াম করা বিজ্ঞ ইমামগণের মাধ্যমে যুগ পরম্পরায় প্রচলিত হয়ে এসেছে। আর ইমামগণ ও ইসলামী শাসকগণ একথা কোন প্রকার অস্বীকার এবং কারো খণ্ডন ব্যতিরেকে স্বীকার করেছেন। সুতরাং তা 'মুস্তাহ্সান' (মুস্তাহাব) ছিলো। আর ক্বিয়াম করা সম্মান প্রদর্শনের সামিল। এর পক্ষে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাস'ঊদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর বর্ণিত এ হাদীস শরীফ যথেষ্ট- "যাকে মুসলমানগণ উত্তম মনে করেন, তা আল্লাহর নিকটও উত্তম।" আল্লাহ্ তাওফীক্ব বা সামর্থ্যদাতা। তিনি সঠিক পথের দিশারী। এটা লিখেছেন খাদিমুশ্ শরী'আহ্ ওয়াল মিনহাজ আবদুল্লাহ্ ইবনে মরহুম আবদুর রহমান সিরাজ, মসজিদে হারামের মুফাস্সির ও মুহাদ্দিস। এখানে সেটা হুবহু উদ্ধৃত।

সারকথা

মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এ মীলাদ শরীফের ক্বিয়ামের বৈধতা ইসলামের চার দলীল থেকে প্রমাণিত। সুতরাং আল্লাহ্‌র কিতাব থেকে এর প্রমাণ হচ্ছে اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ (অর্থাৎ তোমরা আনুগত্য করো আল্লাহ্‌র, আনুগত্য করো রসূলের এবং যারা নির্দেশ দেওয়ার উপযোগী তাদের।) 'নির্দেশদাতা' (উলিল আমর) মানে বিজ্ঞ ওলামা-ই কেরাম। সুতরাং ওলামা-ই কেরামের আনুগত্য করা মু'মিনের উপর ওয়াজিব। যেমন 'তাফসীর-ই খাযিন'-এ উল্লেখ করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, 'উলিল আমর', যাঁদের নির্দেশ মান্য করাকে আল্লাহ্ তা'আলা ওয়াজিব করেছেন, কারা? এ প্রসঙ্গে আলিমগণ মতবিরোধ করেছেন। হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা এবং হযরত জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেছেন- هُمُ الْفُقَهَآءُ وَالْعُلَمَآءُ الَّذِيْنَ يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ الدِّيْنَ অর্থাৎ তাঁরা হলেন ফক্বীহ্ ও আলিমগণ, যাঁরা মানুষকে দ্বীন শিক্ষা দেন।

'তাফসীর-ই কবীর'-এ উল্লেখ করা হয়েছে- **পঞ্চমত,**

اَنَّ اَعْمَالَ الْاُمَرَآءِ وَالسَّلَاطِيْنِ فِى الْاُمُوْرِ الدِّيْنِيَّةِ مَوْقُوْفٌ عَلٰى فَتْوَى الْعُلَمَآءِ وَالْعُلَمَآءُ فِى الْحَقِيْقَةِ اُمَرَآءُ الْاُمَرَآءِ فَكَانَ لَفْظُ اُولِى الْاَمْرِ عَلَيْهِمْ اَوْلٰى-

অর্থাৎ আমির-ওমরা ও রাজা-বাদশাহদের দ্বীনী বিষয়ে আমলগুলো আলিমদের ফাত্ওয়ার উপর নির্ভরশীল। প্রকৃতপক্ষে আলিমগণ হলেন তাঁরাই, যাঁরা আমির-উমারারও নির্দেশদাতা। সুতরাং 'উলিল আমর' শব্দটি 'তাদের নির্দেশদাতা' অর্থে ব্যবহার করা উত্তম।

তাছাড়া, হযরত ইবনে আব্বাস, হযরত জাবির, হযরত আত্বা, হযরত মুজাহিদ, হযরত হাসান বসরী, হযরত দ্বাহ্হাক্ব, হযরত আবুল আলিয়া, হযরত ইমাম মালিক এবং ইবনে আবী নুজাইহ্ প্রমুখ (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম) বলেছেন যে, 'উলিল আমর' মানে 'উলামা-ই ক্বেরাম'। যেমনটি লিপিবদ্ধ হয়েছে তাফসীর-ই ফাত্হুল বয়ান, মাদারিক, ইবনে জারীর ও সিরাজ-ই মুনীর ইত্যাদি তাফসীর গ্রন্থাবলীতে। সুতরাং নির্ভরযোগ্য কিতাবাদির উপরিউক্ত ইবারত থেকে একথা স্পষ্ট হলো যে, 'ওলামা-ই কেরাম হলেন উলিল আমর'। মু'মিনদের উপর তাঁদের আনুগত্য করা ওয়াজিব।

একথাও জেনে রাখা জরুরী যে, সম্মানিত শিক্ষাগুরু আলিমগণ ও সম্মানিত

মুফতীগণ মীলাদ শরীফে ক্বিয়ামকে জায়েয বলেন; বরং তাঁরা এ আমল সম্পন্নও করেন। সুতরাং তাঁদের অনুসরণে মীলাদে পাকের ক্বিয়াম করাও অপরিহার্য, জরুরী।

সুন্নাত-ই রসূল থেকে প্রমাণ

বোখারী শরীফের হাদীস ইতোপূর্বেও উদ্ধৃত হয়েছে যে,

رَأَى النَّبِيُّ ﷺ نِسَآءً وَصِبْيَانًا مُقْبِلِيْنَ مِنْ عُرْسٍ...اِلٰى اٰخِرِهٖ

অর্থাৎ নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম মহিলাগণ ও শিশুদের দেখলেন যে, তাঁরা মীলাদ শরীফের মাহফিলের দিকে মনোনিবেশ করছে। (শেষ পর্যন্ত)

ইজমা-'ই উম্মত থেকেও মীলাদ শরীফের ক্বিয়াম প্রমাণিত। সুতরাং ইমাম ইবনে হাজর আসক্বালানী আলায়হির রাহমাহ্র ইবারত ইতোপূর্বে এক জায়গায় উদ্ধৃত হয়েছে।

আর ফক্বীহ্ ও মুজতাহিদ ইমামদের **ক্বিয়াস** থেকে দলীল হচ্ছে- আল্লামা বোরহান উদ্দীন ইব্রাহীম হালাবী হানাফী আলায়হির রাহমাহ্-এর অভিমত, আবুস্ সা'উদ 'আমাদী মুফাস্সির রূমী হানাফী, যিনি চতুর্থ স্তরের ইমামগণের অন্তর্ভুক্ত এবং বোরহান উদ্দীন আলী হালাবী শাফে'ঈ আলায়হির রাহমাহ্ প্রমূখের বর্ণনাদি, যেগুলো উপরিউক্ত পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হয়েছে। এখন এতটুকু বলছি যে, ওহাবী সম্প্রদায়ের কেউ কেউ ক্বিয়াম না-জায়েয বলে বেড়ায় এবং এ হাদীস শরীফ থেকে দলীল গ্রহণ করে-

عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مُتَّكِئًا عَلٰى عَصًا فَقُمْنَا لَهٗ فَقَالَ لَاتَقُوْمُوْا كَمَا يَقُوْمُ الْاَعَاجِمُ يُعَظِّمُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا۔

অর্থাৎ হযরত আবূ উমামাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম লাঠির উপর ভর করে বের হলেন। অতঃপর আমরা তাঁর (সম্মানের) জন্য দাঁড়ালাম। তখন হুযূর-ই আক্রাম এরশাদ করলেন, "তোমরা দাঁড়িও না যেভাবে অনারবীয় লোকেরা দাঁড়ায়, তাদের একজন অপরজনের প্রতি যেভাবে সম্মান দেখায়।" (ইমাম আবূ দাউদ এটা বর্ণনা করেছেন।)

তাদের খণ্ডনে আমি বলছি- উল্লিখিত হাদীস শরীফ যদি বিশুদ্ধ হয়, তবে সাহাবা-ই কেরাম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম মোটেই সেটার বিপরীত আমল করেননি। তবে ইমাম বায়হাক্বীর বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে-

عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ یَجْلِسُ مَعَنَا فِی الْمَسْجِدِ یُحَدِّثُنَا فَاِذَا قَامَ قُمْنَا قِیَامًا حَتّٰی نَرَاهُ قَدْ دَخَلَ بَعْضَ بُیُوْتِ اَزْوَاجِهٖ۔ رواه البیقهی

অর্থাৎ হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আমাদের সাথে মসজিদ শরীফে সদয় উপবিষ্ট ছিলেন এমতাবস্থায় যে, তিনি আমাদের সাথে কথাবার্তা বলছিলেন। অতঃপর যখন তিনি দণ্ডায়মান হলেন, তখন আমরাও দণ্ডায়মান হলাম। আমরা ততক্ষণ পর্যন্ত দণ্ডায়মান ছিলাম যতক্ষণ আমরা দেখছিলাম যে, তিনি তাঁর কোন এক স্ত্রীর ঘরে প্রবেশ করেছেন। (ইমাম বায়হাক্বী এটা বর্ণনা করেছেন।)

মুহাদ্দিস ত্বাব্‌রানী আলায়হির রাহমাহ্ বলেছেন- এটা একটা দুর্বল হাদীস। কারণ, এর সনদে 'ইদ্বত্বিরাব' রয়েছে এবং তাতে এমন এক লোক রয়েছে যাঁর পরিচয় পাওয়া যায়নি।

ইমাম জালাল উদ্দীন সুয়ূত্বী আলায়হি রাহমাহ্ তাঁর কিতাব 'মিরক্বাতুস্ সু'ঊদ ফী-শরহে আবী-দাঊদ'-এ এ হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেছেন, "এ হাদীস দুর্বল।"

মোল্লা আলী ক্বারী আলায়হির রাহমাহ্ তাঁর কিতাব 'মিরক্বাত শরহে মিশকাত'-এ এ হাদীসের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, "এ হাদীস দুর্বল।"

সুতরাং ক্বিয়ামের বিরুদ্ধবাদীদের কথা সমূলে বাতিল হয়ে গেলো। কারণ 'দুর্বল হাদীস' থেকে দলীল গ্রহণ হানাফী মাযহাব মতে জায়েয, যেমনটি 'উসূল-ই হাদীস'-এর কিতাবগুলোতে উল্লেখ করা হয়েছে।

তাফসীর-ই রূহুল বয়ানঃ ৯ম খণ্ডঃ পারাঃ হা-মী-ম এবং সূরা 'ফাত্হ্'ঃ আয়াত 'মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্' (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর ব্যাখ্যায় উল্লেখ করা হয়েছে (وَمِنْ تَعْظِیْمِهٖ عَمَلُ الْمَوْلُوْدِ اِذَا لَمْ یَكُنْ فِیْهِ...) অর্থাৎ "মাওলূদ শরীফ উদ্‌যাপন নবী করীমের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের সামিল, যদি তাতে শরীয়ত বিরোধী কোন কাজ না থাকে।"

ইমাম সুয়ূত্বী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি বলেছেন-

یُسْتَحَبُّ لَنَا اِظْهَارُ الشُّكْرِ لِمَوْلُوْدِهٖ ﷺ وَقَدْ اِجْتَمَعَ عِنْدَ الْاِمَامِ تَقِیِّ الدِّیْنِ عَلَیْهِ الرَّحْمَةُ عُلَمَآءُ عَصْرِهٖ۔ فَاَنْشَدَ مُنْشِدٌ قَوْلَ الصَّرْصَرِیِّ۔

قَلِيْلُ الْمَدْحِ الْمُصْطَفٰى الْخِطَابَا لِذَهَبٍ

عَلٰى وَرَقٍ مِّنْ خَطٍّ اَحْسَنَ مِّنْ كُتُبٍ

وَاِنْ تَنْهَضِ الْاَشْرَافُ عَنْهُ سَمَاعَهُ

قِيَامًا صُفُوْفًا اَوْجِثِيًا عَلٰى الرُّكَبِ

فَعِنْدَ ذٰلِكَ قَامَ الْاِمَامُ تَقِيُّ الدِّيْنِ السُّبْكِيُّ عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ وَجَمِيْعُ مَنْ فِى الْمَجْلِسِ فَحَصَلَ اُنْسٌ عَظِيْمٌ بِذٰلِكَ الْمَجْلِسِ وَيَكْفِىْ ذٰلِكَ فِى الْاِقْتِدَآءِ ـ

অর্থাৎ হুযূর-ই আক্রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র জন্মের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা আমাদের জন্য মুস্তাহাব। ইমাম তক্বী উদ্দীন আলায়হির রাহমার নিকট তাঁর যুগের আলিমগণ সমবেত হয়েছিলেন। তারপর এক কবি নিম্নলিখিত পংক্তিগুলো আবৃত্তি করলেন, যেগুলোর রচয়িতা হলেন কবি সরসরি-

অর্থ: ১. কোন কাগজের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা হযরত মুহাম্মদ মোস্তফার স্বল্প পরিমাণের প্রশংসা বাক্যও অনেক বড় বড় কিতাব অপেক্ষাও বেশী সুন্দর দেখায়।

২. নিশ্চয় জ্ঞানী-গুণীগণ মওলূদ শরীফের বর্ণনা শুনে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়েছেন, এমনকি যানবাহনগুলোর উপর আরোহীরাও সশরীরে অবস্থান করে তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেছেন।

তখনই ইমাম তক্বী উদ্দীন সুবকী আলায়হির রাহমাহ্ ও মজলিসে উপস্থিত সবাই দাঁড়িয়ে গেলেন। (ক্বিয়াম করলেন।) সুতরাং ওই মজলিস দ্বারা সবাই বড় তৃপ্তি অনুভব করলেন। অনুসরণের জন্য এটা যথেষ্ট।

মাজমু'আহ্-ই ফাতাওয়াহ: ৩য় খণ্ডে উল্লেখ করা হয়েছে- ইমাম গাযালী তাঁর 'ইহ্ইয়াউল উলূম'-এ লিখেছেন-

رَوٰى اَنَسٌ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ اَنَّهُ كَانَ الصَّحَابَةُ لَايَقُوْمُوْنَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ بَعْضِ الْاَحْوَالِ ـ

অর্থাৎ "হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনা করেছেন, সাহাবীগণ

রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য কোন কোন অবস্থায় দাঁড়াতেন না।" কিন্তু হারামাঈন শরীফাঈনের (আল্লাহ্ তা'আলা ওই দু'টির মর্যাদা বৃদ্ধি করুন) আলিমগণ ক্বিয়াম করতেন।

ইমাম বোখারী আলায়হির রাহ্মাহ্ বলেছেন- وَمِنَ الْحُجَجِ الشَّرْعِيَّةِ مَا اَجْمَعَ عَلَيْهِ عُلَمَآءُ الْحَرَمَيْنِ অর্থাৎ হেরমাঈন শরীফাঈনের আলিমগণের ইজমা' (ঐকমত্য) শরীয়তের দলীল।

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْاِيْمَانُ فِىْ اَهْلِ الْحِجَازِ (رواه مسلم)

অর্থাৎ রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "ঈমান রয়েছে হিজাযবাসীদের মধ্যে।" (মুসলিম)

ইমাম বিরযাঞ্জী আলায়হির রাহমাহ্ তাঁর 'রিসালাহ্-ই মাওলূদ'-এ লিখেছেন

وَقَدِ اسْتَحْسَنَ الْقِيَامَ عِنْدَ ذِكْرِ مَوْلِدِهِ الشَّرِيْفِ اَئِمَّةٌ ذَوِىْ رِوَايَةٍ فُطُوْبٰى لِمَنْ كَانَ تَعْظِيْمُهُ ﷺ غَايَةُ مَرَامِهٖ وَمَرْمَاهُ۔ انتهٰى

অর্থাৎ নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর মাওলূদ শরীফের আলোচনার সময় ক্বিয়াম করাকে মুহাদ্দিসগণ 'মুস্তাহ্সান' (মুস্তাহাব) সাব্যস্ত করেছেন। সুতরাং সুসংবাদ তারই জন্য, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা যার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হয়। (বর্ণনা এখানে সমাপ্ত)

আর 'নুযহাতুল মাজালিস': ২য় খণ্ড-এ উল্লেখ করা হয়েছে-

مَسْئَلَةُ الْقِيَامِ عِنْدَ وِلَادَتِهٖ ﷺ لَااِنْكَارَ فِيْهِ فَاِنَّهٗ مِنَ الْبِدَعِ الْمُسْتَحْسَنَةِ وَقَدْ اِتَّفَقَ بِاسْتِحْبَابِهٖ عِنْدَ ذِكْرِ وِلَادَتِهٖ۔

অর্থাৎ নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর বেলাদত শরীফের আলোচনার সময় ক্বিয়াম করার প্রসঙ্গে কোন নিষেধ নেই। কারণ, সেটা উত্তম বিদ্'আত কার্যাদির অন্তর্ভুক্ত। তাঁর বেলাদত শরীফের আলোচনার সময় ক্বিয়াম করা মুস্তাহাব হওয়ার উপর সবাই ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

وَقَالَ جَمَاعَةٌ بِوُجُوْبِ الصَّلٰوةِ عَلَيْهِ عِنْدَ ذِكْرِهٖ وَذٰلِكَ مِنَ الْاِكْرَامِ وَالتَّعْظِيْمِ لَهٗ ﷺ وَاِكْرَامُهٗ وَتَعْظِيْمُهٗ وَاجِبٌ عَلٰى كُلِّ مُؤْمِنٍ۔ وَلَاشَكَّ اَنَّ الْقِيَامَ لَهٗ عِنْدَ ذِكْرِ وِلَادَتِهٖ مِنْ بَابِ التَّعْظِيْمِ وَالْاِكْرَامِ۔

অর্থাৎ বিজ্ঞ আলিমগণের একটি দল, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর নাম মুবারক উল্লেখ করার সময় তাঁর উপর দুরূদ শরীফ

পড়াকে ওয়াজিব বলেছেন। আর সেটা হচ্ছে নবী করীমের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের সামিল। বস্তুত তাঁকে সম্মান করা প্রত্যেক মু'মিনের উপর ওয়াজিব। এতেও সন্দেহ নেই যে, তাঁর বেলাদত শরীফের আলোচনার সময় ক্বিয়াম করা তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শনেরই সামিল।

এর প্রণেতা আলায়হির রাহমাহ্ বলেছেন, ওই মহান সত্তার শপথ, যিনি তাঁকে সমস্ত জাহানের জন্য রহমত করে প্রেরণ করেছেন, যদি আমি আমার মাথার উপর ভর করে ক্বিয়াম করা সম্ভব হতো, তাহলে আমি তা-ই করতাম! আমি এ কাজ দ্বারা মহামহিম আল্লাহর নৈকট্য অন্বেষণ করি।

'মাওয়াহিব-ই লাদুনিয়াহ্' ও 'সীরাতে হালাবিয়াহ্' ইত্যাদি নির্ভরযোগ্য কিতাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর বেলাদত শরীফের সময় বিবি আমেনা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহার দরজায় ফেরেশ্তাগণ দাঁড়িয়ে পড়ছিলেন- 'আস্সালাতু ওয়াস্ সালামু আলায়কা ইয়া রাসূলাল্লাহ্' (হে আল্লাহর রসূল! আপনার উপর সালাত ও সালাম তথা রহমত ও শান্তি বর্ষিক হোক!) তখন শয়তানগণ পালিয়ে গিয়েছিলো।

আমরাও মীলাদ শরীফ পাঠ করে ফেরেশ্তাদের সুন্নাত পালন করি, দাঁড়িয়ে সালাম আরয করি। ফিরিশ্তাগণ আমাদের মতো মাহফিলে হাযির হন ও দাঁড়িয়ে থাকেন। আর জিন্ ও ইনসান শয়তানগণ সেখান থেকে নিজেদের বিরত রাখে, সবাই মিলে পালিয়ে যায়।

'আশ্বা'উল কালাম'-এ উল্লেখ করা হয়েছে-

جَرَتْ عَادَةُ كَثِيْرٍ مِّنَ النَّاسِ اِذَا سَمِعُوْا بِذِكْرِ وَصْفِهٖ ﷺ اَنْ يَقُوْمَ تَعْظِيْمًا لَّهٗ ﷺ وَهٰذَا الْقِيَامُ بِدْعَةٌ لَّا اَصْلَ لَهَا لٰكِنْ بِدْعَةٌ حَسَنَةٌ لِاَنَّهٗ لَيْسَ كُلُّ بِدْعَةٍ مَذْمُوْمَةً۔

অর্থাৎ অনেক লোকের নিয়ম চলে আসছে যে, যখন তারা হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর গুনাবলীর আলোচনা শুনেন, তখন তাঁর সম্মানার্থে দাঁড়ান। এ ক্বিয়াম বা দাঁড়িয়ে সালাত ও সালাম পাঠ করা বিদ্'আত, যার কোন ভিত্তি নেই বলেও কেউ কেউ মন্তব্য করে থাকে; কিন্তু এটা হচ্ছে 'বিদ'আত-ই হাসানাহ্' (উত্তম বিদ'আত); কারণ, প্রত্যেক বিদ্'আত মন্দ নয়।

সাইয়্যেদুনা হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তারাবীহ্ নামাযে লোকজনের জমায়েত সম্পর্কে বলেছিলেন- نِعْمَتِ الْبِدْعَةُ هٰذِهٖ (এটা উত্তম বিদ্'আত)।

ইমাম 'ইয্যুদ্দীন আবদুস্ সালাম বলেছেন-

اِنَّ الْبِدْعَةَ تَعْتَرِيْهَا الْاَحْكَامُ الْخَمْسَةُ وَذَكَرُوْا مِنْ اَمْثِلَةِ كُلِّ مَّا يَطُوْلُ ذِكْرُهُ وَلَانَبَا فِىْ ذٰلِكَ قَوْلَهُ ﷺ اِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْاُمُوْرِ فَاِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَقَوْلُهُ ﷺ مَنْ اَحْدَثَ فِىْ اَمْرِنَا اَوْ شَرَعِنَا مَالَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ لِاَنَّ هٰذَا عَامٌّ اُرِيْدَ بِهٖ خَاصٌّ فَقَدْ قَالَ اِمَامُنَا الشَّافِعِىُّ عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ مَا اَحْدَثَ وَخَالَفَ كِتَابًا اَوْسُنَّةً اَوْ اِجْمَاعًا اَوْاَثَرًا فَهُوَ مِنَ الْبِدْعَةِ الضَّالَّةِ وَمَآ اَحْدَثَ مِنَ الْخَيْرِ وَلَمْ يُخَالِفْ شَيْئًا مِّنْ ذٰلِكَ فَهُوَمِنَ الْبِدْعَةِ الْمَحْمُوْدَةِ وَقَدْ وَجَدَ الْقِيَامَ عِنْدَ ذِكْرِ وَضْعِهٖ اِسْمَهُ مِنْ عَالِمِ الْاُمَّةِ وَمُقْتَدَى الْاَئِمَّةِ دِيْنًا وَوَرِعًا الْاِمَامُ تَقِىُّ الدِّيْنُ السُّبْكِىُّ عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ خَاتِمُ الْفُقَهَاءِ وَالْمُحَدِّثِيْنَ وَتَابَعَهُ عَلٰى ذٰلِكَ مَشَائِخُ الْاِسْلَامِ فِىْ عَصْرِهٖ۔

অর্থাৎ নিশ্চয় বিদ্'আত সম্পর্কে পাঁচটি বিধান আছে। ইমামগণ এর উদাহরণসহ বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। ওইগুলো উল্লেখ করলে কলেবর বৃদ্ধি পাবে। আর এ প্রসঙ্গে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীস শরীফ বর্ণনা করেছেন- "তোমরা নব আবিস্কৃত বিষয়াদি থেকে বিরত থাকো, কারণ প্রত্যেক নব আবিস্কৃত বিষয় পথভ্রষ্টতা। হুযূর-ই আক্রাম আরো এরশাদ করেছেন- "যে ব্যক্তি আমাদের বিষয়ে অথবা আমাদের শরীয়তে এমন কিছু আবিস্কার করেছে, যা তা থেকে নয়, তা প্রত্যখ্যাত।" কারণ এটা হচ্ছে 'আম' (ব্যাপক); তবে এর অর্থ হচ্ছে 'খাস' (নির্দিষ্ট)। নিশ্চয় আমাদের ইমাম শাফে'ঈ আলায়হির রাহমাহ্ বলেছেন, যা নতুন প্রচলিত আর কিতাব, সুন্নাহ্, ইজমা' অথবা আসর (বিশুদ্ধ ইতিহাস)-এর বিপরীত হয়, তা হচ্ছে ভ্রান্ত বিদ্'আত। পক্ষান্তরে যে ভাল কাজ প্রচলিত হয়েছে এগুলো থেকে কোনটার বিপরীত নয়, তা হচ্ছে প্রশংসনীয় বিদ্'আত। আর নবী করীমের নাম (ও গুণাবলী) আলোচনার সময় ক্বিয়ামের নিয়ম চালু করেছেন- উম্মতের এক বিজ্ঞ আলিম ও অনুসরণীয় দ্বীনদার ও পরহেযগার ইমাম তক্বী উদ্দীন সুবকী আলায়হির রাহমাহ্, যিনি ফক্বীহ্ ও মুহাদ্দিসগণের মধ্যে সর্বশেষ, এ বিষয়ে তাঁকে অনুসরণ করেছেন তাঁর যুগের ইসলামের ওলামা-মাশাইখ।

---o---

در بیان ممنوع ندائے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم

'ইয়া মুহাম্মদ!' বলে আহ্বান করা নিষিদ্ধ
[সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম]

আল্লাহ্ তা'আলার তাওফীক্ব ক্রমে বলছি-

نداں کردن باں اسم محمد- صریح ممنوع بہ تنزیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم

অর্থাৎ হুযূর-ই আক্‌রাম হযরত মুহাম্মদ মোস্তফার নাম নিয়ে (ইয়া মুহাম্মদ বলে) ডাকা নিষিদ্ধ-এ বিষয় সুস্পষ্ট। কারণ, হুযূর-ই আক্‌রামের উপর নাযিল কৃত ক্বোরআন মজীদে এর নিষেধ এসেছে।

তাফসীর-ই জালালাঈন শরীফ: সূরা নূর, পারা ১৮-এর তাফসীরে এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে-

لَا تَجْعَلُوْا دُعَآءَ الرَّسُوْلِ بَيْنَكُمْ كَدُعَآءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا بِاَنْ تَقُوْلُوْا يَا مُحَمَّدُ

بَلْ قُوْلُوْا يَا نَبِيَّ اللّٰهِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فِيْ لِيْنٍ وَتَوَاضُعٍ وَخَفْضِ صَوْتٍ

তরজমা: ''রসূলের আহ্বানকে তোমাদের পরস্পরের মধ্যে তেমনই স্থির করো না, যেমন তোমরা একে অপরকে ডেকে থাকো।'' (২৫:৬৩, কানযুল ঈমান) অর্থাৎ এভাবে বলোনা- 'ইয়া মুহাম্মদ!' (হে মুহাম্মদ), বরং বলো, 'ইয়া নবিয়্যাল্লাহ্!' (হে আল্লাহর নবী), 'ইয়া রসূলাল্লাহ্!' (হে আল্লাহর রসূল), নম্রভাবে, বিনয়সহকারে ও নিম্নস্বরে।

অনুরূপ, 'তাফসীর-ই রূহুল বয়ান' ও 'তাফসীর-ই হক্বক্বানী: ৫ম খণ্ড: পৃ. ২৫৪ এবং 'তাফসীর-ই ইবনে আব্বাস'-এ উদ্ধৃত হয়েছে- ''অর্থাৎ রসূলুল্লাহকে আহ্বান করাকে তোমাদের পরস্পরের মধ্যে তেমন সাব্যস্ত করো না, যেমনিভাবে তোমরা একজন অপরজনকে ডেকে থাকো। অর্থাৎ 'ইয়া মুহাম্মদ' বলো না, বরং 'ইয়া নবিয়্যিাল্লাহ্', 'ইয়া রসূলাল্লাহ্' বলো।

আবূ নু'আয়ম হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা থেকে এ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে বর্ণনা করেছেন-

كَانُوْا يَقُوْلُوْنَ يَا مُحَمَّدُ يَا اَبَا الْقَاسِمِ فَنَهَى اللّٰهُ عَنْ ذٰلِكَ اِعْظَامًا لِنَبِيِّهٖ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوْا يَا نَبِيَّ اللّٰهِ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ

অর্থাৎ প্রথমে লোকেরা বলতো, ''ইয়া মুহাম্মদ, ইয়া আবাল ক্বা-সিম!'' (হে

মুহাম্মদ! হে আবুল কাসেম!) অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা এভাবে ডাকতে নিষেধ করে দিলেন- তাঁর নবীকে সম্মান দেয়ার জন্য। তখন থেকে তাঁরা (সাহাবীগণ) বললেন, "ইয়া নাবিয়্যাল্লাহ্! ইয়া রসূলাল্লাহ্!" (হে আল্লাহর নবী! হে আল্লাহর রসূল!)

ইমাম বায়হাক্বী হযরত আলক্বামাহ্ ও হযরত আস্ওয়াদ থেকে, আবূ নু'আয়ম হযরত হাসান বসরী ও হযরত সা'ঈদ ইবনে জুবায়র রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম থেকে উল্লিখিত আয়াতের তাফসীরে বর্ণনা করেছেন-

لَا تَقُوْلُوْا يَا مُحَمَّدُ وَلٰكِنْ قُوْلُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ - يَا نَبِيَّ اللّٰهِ -

অর্থাৎ তোমরা 'ইয়া মুহাম্মদু' বলে ডেকোনা; বরং বলো, "ইয়া রসূলাল্লাহ্! ইয়া নাবিয়্যাল্লাহ্!" (হে আল্লাহর নবী! হে আল্লাহর রসূল!)

সহীহ্ মুসলিম শরীফ: ১ম খণ্ড: পৃ. ১৪৬-এ উল্লেখ করা হয়েছে-

اِنَّ ثَوْبَانَ مَوْلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ كُنْتُ قَآئِمًا عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَجَآءَ حَبْرٌ مِّنْ اَحْبَارِ الْيَهُوْدِ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَامُحَمَّدُ فَدَ فَعْتُهُ دَفْعَةً كَادَ يَصْرَعُ مِنْهَا فَقَالَ لِمَ تَدُفَعُنِىْ فَقُلْتُ اَلَا تَقُوْلُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ -

অর্থাৎ নিশ্চয় হযরত সাওবান, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর আযাদকৃত গোলাম বলেছেন, আমি রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট দণ্ডায়মান ছিলাম। তখন ইহুদী আলিমদের একজন আসলো। অতঃপর বললো, "হে মুহাম্মদ! আপনাকে সালাম!" অতঃপর আমি তাকে এক ধাক্কা দিলাম, যার চোটে সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ার উপক্রম হলো। অতঃপর সে বললো, "তুমি আমাকে ধাক্কা দিলে কেন?" আমি বললাম, "তুমি 'এয়া রসূলাল্লাহ্' বলোনি, তাই।" এ কারণে বিজ্ঞ আলিমগণ স্পষ্ট ভাষায় বলে দিলেন, হুযূর-ই আক্বদাস সরওয়ারে আলম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে নাম নিয়ে ডাকা হারাম; বরং তদস্থলে "ইয়া রসূলাল্লাহ্" "ইয়া নবিয়্যাল্লাহ্" (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলে আহ্বান করা চাই। এ ধরনের বর্ণনায় ওলামা-ই কেরামের কিতাবসমূহ ভরপুর।

---o---

ارجح الدلالات فی تردید 'رافع الاشکالات علی حرمة الاستیجار علی الطاعات' للمفتی فیض الله هاٹهزاری

হাটহাজারীর মুফতী ফয়যুল্লাহ্‌র পুস্তিকা

'রা-ফি'উল ইশ্‌কা-লাত 'আলা-হুরমতিল ইস্তীজা-র 'আলাত্ব ত্বা-'আত' -এর খণ্ডন

[আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগী সূচক কার্যাদির জন্য পারিশ্রমিক নেওয়ার বৈধতার বর্ণনা]

বিজ্ঞ আলিমদের মধ্যে নির্ভরযোগ্য আলিম, সাধারণ ও বিশেষ লোকদের মিলনকেন্দ্র, সাইয়্যেদুস্ সনদ মাহমূদ আফন্দী হামযাভী, সিরিয়ার দামেস্কের মুফতী সাহেব বলেছেন, আমাকে ওই ফাত্ওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো, যা লিখেছেন গুণী-জ্ঞানী ব্যক্তিত্ব সাইয়্যেদ মুহাম্মদ আবেদীন তাঁর 'রদ্দুল মুহতার' (ফাতাওয়া-ই শামী)তে, 'আত্তানক্বীহ্' নামক পুস্তকে ও 'শিফাউল আলীল মিন 'আদামি জাওয়া-যিল ইস্তি'জার 'আলা তিলাওয়াতিল ক্বোরআন (ক্বোরআন তিলাওয়াত করে পারিশ্রমিক নেওয়া অবৈধ মর্মে লিখিত) নামক পুস্তিকায় এটা মাযহাবের গৃহীত ফাত্ওয়া কিনা।

আমি এর জবাবে বলেছি-

প্রথমত: উপরিউক্ত কিতাবগুলোর প্রণেতা এ তিন স্থানে যা বলেছেন, তা পূর্ববর্তী ইমামদের-ই অভিমত। অর্থাৎ তাঁদের মতে ইবাদতের কার্যাদি সম্পন্ন করে পারিশ্রমিক নেওয়া জায়েয বা বৈধ নয়; কিন্তু নিশ্চয় মাশাই-খ হযরাত (বিজ্ঞ ইমামগণ) একথাও স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন যে, গ্রহণযোগ্য ফাত্ওয়া হলো- তিলাওয়াত ইত্যাদি করে পারিশ্রমিক নেওয়া জায়েয। এটা হচ্ছে পরবর্তী যুগের সাধারণ ইমামগণের অভিমত। আর এর পক্ষে উদ্ধৃতিগুলোর সংখ্যা 'তাওয়াতুর' (সব ক'টি যুগে অগণিত বর্ণনকারীর বর্ণনা)'র কাছাকাছি পর্যন্ত পৌঁছে যায়। এর সবক'টিই গ্রহণযোগ্য ফাত্ওয়া হিসেবে চিহ্নিত।

অথবা এটাও বলা যায় যে, এটার পক্ষে ফাত্ওয়া হিসেবে চিহ্নিত। অথবা এটাও বলা যায় যে, এটার পক্ষে ফাত্ওয়া দিয়েছেন প্রসিদ্ধ বিজ্ঞ আলিমগণ সমস্ত ইসলামী রাষ্ট্রে।

শুনুন! আমি তাঁদের অভিমতগুলো উদ্ধৃত করেছি এমন একটি পুস্তিকায়, আমি যার নাম রেখেছি- 'রফ'উল গিশা-ওয়াহ 'আন জাওয়া-যি আখ্যিল উজরাতি 'আলাত্ তিলাওয়াহ্' (তিলাওয়াত করে পারিশ্রমিক নেওয়ার বৈধতার উপর পতিত আবরণের অপসারণ)। এতে এমন কোন 'আলোচনা' আনা হয়নি, যা সংস্কার বা সংশোধন করা আবশ্যক। কারণ, মুক্বাল্লিদ মুফতীর জন্য শোভন হচ্ছে এ যে, তিনি শুধু মাযহাবের ইমামদের বিশুদ্ধ উক্তিগুলো উদ্ধৃত করবেন। যেমনটি স্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করেছেন ক্বাযী সাইয়্যেদ আবুস্ সা'উদ মিসরী 'আশ্বাহ্' নামক কিতাবের পাদ ও পার্শ্ব টীকায়; আল্লামা ক্বাসিমের বরাতে।

আর ক্বোরআন-হাদীস থেকে দলীল গ্রহণ, মাসআলা বের করা ও দলীলগুলো উদ্ধৃত করার কাজে মাশ্গুল হয়ে যাওয়া- এগুলোর মধ্যে কোনটাই (আমার জন্য) সমীচীন হবে না। কারণ, তা 'মুক্বাল্লিদ মুফতী'র নির্দ্ধারিত দায়িত্ব থেকে সিটকে পড়ার নামান্তর। যদি এসব উদ্ধৃতির উপর নির্ভর করার উদ্দেশ্য থাকে, তা হলে তোমার সামনে যা বলা হচ্ছে তা শোনো:

প্রথমত: সাইয়্যেদ আবুস্ সা'উদ মিসরীর হাশিয়া (পাদ ও পার্শ্বটীকা)য় উল্লেখ করা হয়েছে-

وَاخْتَلَفُوْا فِى الْاِسْتِيْجَارِ عَلٰى قِرَأَةِ الْقُرْاٰنِ عَلَى الْقَبْرِ مُدَّةً مَعْلُوْمَةً وَالْمُخْتَارُ اَنَّهٗ يَجُوْزُ كَذَا فِى الْجَوْهَرَةِ۔

অর্থাৎ বিজ্ঞ আলিমগণ কবরের পাশে নির্দিষ্ট কাল যাবৎ ক্বোরআন তিলাওয়াত করে পারিশ্রমিক নেওয়ার ব্যাপারে মতবিরোধ করে আসছেন। তবে গৃহীত অভিমত হচ্ছে- এ কাজ জায়েয বা বৈধ। এটা 'আল-জাওহারাতুন নাইয়্যেরাহ্'য় আছে। এ কিতাব প্রণেতা বলেছেন-

اِعْلَمْ اَنَّ الْمُسْتَأْجِرَ لِلْخَتْمِ لَيْسَ لَهٗ اَنْ يَّأْخُذَ الْاُجْرَةَ اَقَلَّ مِنْ خَمْسَةٍ وَّاَرْبَعِيْنَ دِرْهَمًا شَرْعِيًّا اِلَّا اَنْ يَّهَبَ مَافَوْقَ الْمُسَمّٰى اَوْيَشْتَرِطَ اَنْ يَّكُوْنَ ثَوَابُهٗ لِنَفْسِهٖ فَلَا يَأْثَمُ مُقَدَّسِىْ عَنِ الْكَوَاشِىْ وَالْمَبْسُوْطِ۔

অর্থাৎ জেনে রেখো, যে খতম পড়ে পরিশ্রমিক দাবী করে, তার জন্য শরীয়ত সমর্থিত পঁয়তাল্লিশ দিরহামের কম পরিমাণ পারিশ্রমিক নেওয়া উচিত নয়; তবে এ উল্লিখিত সংখ্যক অর্থ অপেক্ষা বেশী দিলে কিংবা কোন সংখ্যক অর্থের শর্তারোপ করলে তার সাওয়াব অর্থ প্রদানকারী পাবে, গুনাহ্গার হবে না। মুক্বাদ্দাসী 'কাওয়াশী' ও 'মাবসূত্ব' থেকে এটা বর্ণনা করেছেন।

দ্বিতীয়তঃ ফাত্ওয়া-ই হিন্দিয়ায় এ পারিশ্রমিক সম্পর্কে যা বর্ণনা করেছেন তা নিম্নরূপ-

اِخْتَلَفُوْا فِى الْاِسْتِيْجَارِ عَلٰى قِرَاءَةِ الْقُرْاٰنِ عَلَى الْقَبْرِ مُدَّةً مَعْلُوْمَةً ـ وَالْمُخْتَارُ اَنَّهٗ يَجُوْزُ ـ كَذَا فِى السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ ـ

অর্থাৎ কবরের পাশে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ক্বোরআন তিলাওয়াত করে পারিশ্রমিক গ্রহণের বিষয়ে বিজ্ঞ আলিম ও ইমামগণ মতবিরোধ করেছেন। তবে পছন্দনীয় অভিমত হচ্ছে- সেটা জায়েয। 'সিরাজ'-ই ওয়াহ্হাজ'-এ একথা উল্লেখ করা হয়েছে।

তৃতীয়তঃ 'বাহর'-এ ওয়াক্বফ সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তা নিম্নরূপ-

فَاِنْ قُلْتَ قَالَ فِى الْقُنْيَةِ وَشُرِطَ اَنْ يُقْرَأَ عِنْدَ قَبْرِهٖ فَالتَّعْيِيْنُ بَاطِلٌ ـ وَصَرَّحُوْا فِى الْوَصَايَا بِاَنَّهٗ لَوْ اَوْصٰى بِشَيْءٍ اَنْ يُقْرَأَ عِنْدَ قَبْرِهٖ فَالْوَصِيَّةُ بَاطِلَةٌ ـ فَدَلَّ عَلٰى اَنَّ الْمَكَانَ لَا يُتَعَيَّنُ وَتَمَسَّكَ بِهٖ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ مِنْ اَهْلِ الْعَصْرِ ـ قُلْتُ لَا يَدُلُّ لِاَنَّ صَاحِبَ الْاِخْتِيَارِ عَلَّلَهٗ بِاَنَّ اَخْذَ شَيْءٍ لِلْقِرَاءَةِ لَا يَجُوْزُ لِاَنَّهٗ كَالْاُجْرَةِ فَاَفَادَ اَنَّهٗ مَبْنِىٌّ عَلٰى غَيْرِ الْمُفْتٰى بِهٖ فَاِنَّ الْمُفْتٰى بِهٖ جَوَازُ اَخْذِ الْاُجْرَةِ عَلَى الْقِرَاءَةِ ـ انتهٰى ـ

অর্থাৎ যদি তুমি বলো, 'ক্বনিয়্যাহ্'য় বলেছেন, এবং কবরের নিকট (ক্বোরআন) পড়ার শর্ত আরোপ করা হলে এ নির্দিষ্টকরণ বাতিল বলে গণ্য হবে। ফক্বীহ্গণ 'ওয়াসায়া'য় আরো বর্ণনা করেছেন যে, যদি কেউ এ ওসীয়ৎ করে যে, তার কবরের পাশে (ক্বোরআন) পড়ানো হোক, তবে এ ওসীয়ত বাতিল হয়ে যাবে। সুতরাং এটা এদিকে পথ নির্দেশ করে যে, স্থান নির্দ্ধারণ করা যাবে না। আর সমসাময়িক কিছু সংখ্যক হানাফী আলিম এ থেকে দলীল

গ্রহণ করেছেন, তাহলে আমি বলবো, এটা এ দিকে পথ-নির্দেশ করে না। কেননা ইখতিয়ারদাতা এর কারণও বলে দিয়েছেন যে, ক্বিরআতের বিনিময়ে কিছু গ্রহণ করা জায়েয হবে না; কেননা, তা পারিশ্রমিকের মতো হয়ে যায়। সুতরাং তিনি একথা জানিয়ে দিয়েছেন যে, সেটার ভিত্তি একটা অগ্রহণযোগ্য ফাত্ওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত। বস্তুতঃ গ্রহণযোগ্য ফাত্ওয়া হচ্ছে- ক্বিরআত বা ক্বোরআন পাঠ করে পারিশ্রমিক নেওয়া জায়েয। বর্ণনা এখানে শেষ।

চতুর্থতঃ 'দুররে মুখতার'-এ 'ওয়াসা-য়া' থেকে, 'খিদমতের ওসীয়ত' সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তা নিম্নরূপ-

قُلْتُ وَكَذَا يَنْبَغِىْ اَنْ يَكُوْنَ الْقَوْلُ بِبُطْلَانِ الْوَصِيَّةِ لِمَنْ يَقْرَأُ عِنْدَ قَبْرِهٖ بِنَاءً عَلَى الْقَوْلِ بِكَرَاهَةِ الْقِرَأَةِ عَلَى الْقُبُوْرِ اَوْبِعَدَمِ جَوَازِ الْاِجَارَةِ عَلَيْهَا ـ اَمَّا عَلَى الْمُفْتٰى بِهٖ مِنْ جَوَازِهِمَا فَيَنْبَغِىْ جَوَازُهُمَا مُطْلَقًا

অর্থাৎ আমি বলেছি, অনুরূপ কবরের নিকট ক্বোরআন তিলাওয়াতকারীর জন্য ওসীয়ৎ করা বাতিল বলে ঘোষণা করা উচিৎ ছিলো। এতদ্ভিত্তিতে যে, কবরের পাশে ক্বোরআন পড়া মকরূহ্ বলা হয়েছে এবং সেটার জন্য পারিশ্রমিক নেওয়াও জায়েয নয়; কিন্তু গ্রহণযোগ্য ফাত্ওয়া হচ্ছে- ওই উভয়টিই জায়েয। সুতরাং এ দু'টিও নিঃশর্তভাবে জায়েয হওয়া চাই।

পঞ্চমত: 'আল বাহর'-এর পরিশিষ্টে যা বর্ণিত হয়েছে তা নিম্নরূপ-

وَفِى الْحَاوِىْ لِلْكَوَاشِىْ اِذَا اِسْتَأْجَرَهٗ لِيَخْتِمَ عِنْدَهُ الْقُرْاٰنَ وَلَمْ يُسَمِّ لَهٗ اَجْرًا لَيْسَ لَهٗ اَنْ يَّأْخُذَ اَقَلَّ مِنْ خَمْسَةٍ وَّاَرْبَعِيْنَ دِرْهَمًا شَرْعِيًّا ـ اَمَّا اِذَا سَمّٰى لَهٗ اَجْرًا لَزِمَ مَا سَمّٰى وَيَأْثَمُ الْمُسْتَأْجِرُ اِذَا عَقَدَ عَلٰى اَقَلَّ مِنْهَا اِلَّا اَنْ يَّهَبَ الْمُسْتَأْجِرُ مَا بَقِىَ مِنْ تَمَامِ الْقَدْرِ وَ يَشْتَرِطُ اَنْ يَّكُوْنَ ثَوَابُ مَافَوْقَهٗ لِنَفْسِهٖ وَهٰذَا يَجِبُ حِفْظُهٗ كَمَا فِى الْمَبْسُوْطِ ـ

অর্থাৎ আল্লামা কাওয়াশীর 'আল-হাভী'তে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যদি তার নিকট ক্বোরআন তিলাওয়াত করার জন্য পারিশ্রমিক চায় এবং পারিশ্রমিকও নির্দ্ধারণ না করে, তবে তার জন্য ৪৫ শরীয়তসম্মত দিরহাম অপেক্ষা কম নেওয়া সমীচিন হবে না। আর যদি তজ্জন্য কোন সংখ্যা পারিশ্রমিক হিসেবে

নির্দ্ধারণ করে, তবে ওই নির্দ্ধারিত সংখ্যক অর্থ প্রদান করা জরুরী। এর কম দেওয়ার চুক্তি সম্পন্ন করলে সে গুনাহ্গার হবে, তবে পূর্ণাঙ্গ সংখ্যা অপেক্ষা যতটুকু কম দিয়েছে তা পরিশোধ করলে গুনাহ্গার হবে না। আর এর বেশী পরিমাণের জন্য প্রাপ্ত সাওয়াব তার জন্য থাকবে মর্মে শর্তারোপ করলে তা রক্ষা করা অপরিহার্য। 'আল মাবসূত'-এ এমনি রয়েছে।

ষষ্ঠত: হাশিয়া-ই তাহত্বাভী আলাদ্ দুর্'-এ এ পারিশ্রমিক সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে-

اَلْمُخْتَارُ جَوَازُ الْاِسْتِيْجَارِ عَلٰى قِرَأَةِ الْقُرْاٰنِ عَلَى الْقُبُوْرِ مُدَّةً مَعْلُوْمَةً ثُمَّ قَالَ الْمُسْتَأْجِرُ لِلْخَتْمِ لَيْسَ لَهٗ اَنْ يَّأْخُذَ الْاَجْرَ اَقَلَّ مِنْ خَمْسَةٍ وَّاَرْبَعِيْنَ دِرْهَمًا شَرْعِيًا هٰذَا لَمْ يُسَمِّ شَيْئًا مِّنَ الْاَجْرِ كَمَا ذَكَرَهٗ فِى الْاَصْلِ اَىْ اَلْمَبْسُوْطِ ـ ثُمَّ قَالَ وَمَنْ خَطَّ الْعَلَّامَةُ الْمُقَدَّسِىُّ نُقِلَتْ هٰذَا وَنُقِلَ عَنِ الشَّيْخِ الْحَيِّ الشَّرَنْبُلَالِىْ مِثْلَهٗ بِالْحَرْفِ ـ

অর্থাৎ গ্রহণযোগ্য কথা হচ্ছে- নির্দ্ধারিত সময়ের জন্য কবরের পাশে ক্বোরআন তিলাওয়াত করে পারিশ্রমিক চাওয়া (ও নেওয়া) জায়েয। অতঃপর বলেছেন, খতমের জন্য পারিশ্রমিক দাবীকারীর জন্য পঁয়তাল্লিশ শরীয়তসম্মত দিরহামের কম পরিমাণ নেওয়াও জায়েয হবে না। এটাও তখনই, যখন পারিশ্রমিক নির্দ্ধারণ করা না হয়। যেমনটি উল্লেখ করেছেন 'মূল কিতাব'-এ অর্থাৎ 'মাবসূত'-এ। অতঃপর বলেছেন এবং রেখা চিহ্নিত করেছেন আল্লামা মুক্বাদ্দাসী। এটা উদ্ধৃত হয়েছে, বর্ণনাও করা হয়েছে, হুবহু অক্ষরে অক্ষরে শায়খ আবদুল হাই শরণবুলালী থেকে।

সপ্তমত: 'ফাওয়াকিহুত্ব ত্বাওরিয়া'য় যা বর্ণিত হয়েছে তা হচ্ছে নিম্নরূপ-

سَأَلْتُ عَنْ اِنْسَانٍ اِسْتَأْجَرَ آخَرَ عَلٰى اَنْ يَخْتِمَ لَهُ الْقُرْآنَ هَلِ الْاِجَارَةُ صَحِيْحَةٌ اَمْ لَا وَمَا يَسْتَحِقُّ مِنَ الْاَجْرِ اِذَا خَتَمَ لَهُ اُجِبْتُ اَنْ اُسَمِّىَ لَهٗ اَجْرًا مَعْلُوْمًا وَخَتْمٌ لَيْسَ لَهٗ اَنْ يَأْخُذَ اَقَلَّ مِنْ اَرْبَعِيْنَ دِرْهَمًا ـ

অর্থাৎ আমি এমন এক মানুষ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম, যে আরেকজন থেকে

এজন্য পারিশ্রমিক চেয়েছে যে, সে তার জন্য ক্বোরআন করীমের খতম করবে, এ পারিশ্রমিক দেওয়া শুদ্ধ হবে কিনা, আর তার জন্য খতম করলে সে পারিশ্রমিকের উপযোগী হবে কিনা। আমাকে জবাব দেওয়া হলো যেন আমি তার জন্য একটি পরিমাণ নির্দিষ্ট করি। আর খতমের জন্য চল্লিশ দিরহামের কম নেওয়াও তার জন্য জায়েয হবে না।

ইমাম কাওয়াশী বলেন-

اِسْتَأْجَرَهُ لِيَخْتِمَ لَهُ الْقُرْآنَ لَيْسَ لَهُ اَنْ يَأْخُذَ اَقَلَّ مِنْ اَرْبَعِيْنَ دِرْهَمًا شَرْعِيًّا هٰذَا لَمْ يُسَمِّ شَيْئًا مِنَ الْاَجْرِ كَمَا فِى الْاَصْلِ-

অর্থাৎ কারো জন্য খতম পড়ার বিনিময়ে পারিশ্রমিক দাবী করলো। তখন তার জন্য চল্লিশ শরীয়ত সম্মত দিরহামের কম গ্রহণ করা জায়েয হবে না। এটাও তখনই, যখন কোন পারিশ্রমিক (আগেভাগে) নির্দ্ধারণ না করে। যেমনটি 'মূল কিতাব'-এ রয়েছে।

অষ্টমত: ইবাদতমূলক কাজের জন্য পারিশ্রমিক সম্পর্কে মুহাক্বিক্বিক্ব ইবনে কামাল পাশার 'ফাতাওয়া'য় যা উল্লেখ করা হয়েছে, তা নিম্নরূপ:

رَجُلٌ قَالَ لِاٰخَرَ اِخْتِمِ الْقُرْاٰنَ لِاَرْوَاحِ اَمْوَاتِىْ وَلَمْ يُسَمِّ شَيْئًا مِنَ الْاُجْرَةِ ثُمَّ خَتَمَ لَهُ الْقَارِئُ الْقُرْآنَ فَلَيْسَ لِلْقَارِئِ اَنْ يَأْخُذَ اَقَلَّ مِنْ اَرْبَعِيْنَ دِرْهَمًا- وَالْمُرَادُ بِالدِّرْهَمِ الشَّرْعِىُّ كَذَا فِى الظَّهِيْرِيَّةِ- ثُمَّ قَالَ اُجْرَةُ الْقُرْاٰنِ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاَصْحَابِهٖ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ عَلٰى مَارَوٰى عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ وَاَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَرْبَعَةُ دَنَانِيْرَ وَنِصْفُ دِيْنَارٍ- وَاتَّفَقَ الْمُتَقَدِّمُوْنَ وَالْمُتَأَخِّرُوْنَ عَلٰى ذٰلِكَ كَذَا فِى الْكَوَاشِىِّ-

অর্থাৎ এক ব্যক্তি আরেকজনকে বললো, আমার মৃতদের রূহে ঈসালের জন্য এক খতম ক্বোরআন পড়ো, তবে কোন পারিশ্রমিক নির্দ্ধারণ করেনি। অতঃপর লোকটি ক্বোরআন খতম করলো। তখন তিলাওয়াতকারীর জন্য চল্লিশ দিরহামের কম গ্রহণ করা জায়েয হবে না। এখানে 'দিরহাম' মানে শরীয়তসম্মত দিরহাম। এমনটি রয়েছে 'ফাতাওয়া-ই যহীরিয়া'য়।

অতঃপর বলেছেন- রসূল-ই করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি

ওয়াসাল্লাম-এর যুগে, হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাস'ঊদ ও হযরত আনাস ইবনে মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমার বর্ণনা মতে, ক্বোরআন খতমের পারিশ্রমিক ছিলো সাড়ে চার দিনার। পূর্ব ও পরবর্তী ইমামগণ-এর উপর ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কাওয়াশীতে এমনটি রয়েছে।

নবমতঃ 'জাওহারিয়া'য় যা বর্ণিত হয়েছে তা নিম্নরূপ-

اِخْتَلَفُوْا فِى الْاِسْتِيْجَارِ عَلٰى تِلَاوَةِ الْقُرْاٰنِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا يَجُوْزُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ يَجُوْزُ وَهُوَ الْمُخْتَارُ۔

অর্থাৎ আলিমগণ ক্বোরআন তিলাওয়াত করে পারিশ্রমিক নেওয়ার ব্যাপারে মতবিরোধ করেছেন। সুতরাং কেউ কেউ বলেছেন জায়েয হবে না, আর কেউ বলেছেন জায়েয হবে। বস্তুতঃ এ (শেষোক্ত) অভিমতই গ্রহণযোগ্য।

দশমত: পারিশ্রমিক সম্পর্কে মাওলানা আবুস্ সা'ঊদ আমাদীর ফাত্ওয়ায় যা আছে, তা নিম্নরূপ-

"পারিশ্রমিক নিয়ে ক্বোরআন মজীদ তিলাওয়াত করা। যায়দকে দিয়ে আমর এক খতম ক্বোরআন মজীদের তিলাওয়াত করালো, এজন্য পারিশ্রমিক নির্দ্ধারণ না করলে খতমটি সম্পন্ন করা আবশ্যক কিনা? এর জবাব হলো ওই রাজ্যে পারিশ্রমিক নির্দ্ধারণ করে খতম পড়া ও পড়ানোর প্রচলন না থাকলেও একে অপরকে পারিশ্রমিক প্রদান করা আবশ্যক হবে।

একাদশত: প্রাগুক্ত ফাত্ওয়াগ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে, পারিশ্রমিকের কিছু অংক নির্দ্ধারণ করে ক্বোরআন শরীফের পারা পড়া কিংবা পড়ানো গুনাহ্ কিনা? জবাবঃ গুনাহ্ হবে না। বস্তুতঃ ক্বোরআন শরীফের হরফগুলো থেকে একটি মাত্র হরফের মূল্যও এটা হবে না। এটা ক্বোরআনের মূল্য হিসেবেও প্রচলিত নয়। আবুস্ সা'ঊদ এটা লিখেছেন।

আর 'খাযীনাতুল আসরার'-এ উল্লেখ করা হয়েছে-

اَخْرَجَ اَبُوْنُعَيْمٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ اَخَذَ عَلَى الْقُرْاٰنِ اَجْرًا فَذٰلِكَ حَظٌّ مِّنَ الْقُرْاٰنِ وَالْاَئِمَّةُ الثَّلَاثَةُ وَالْعُلَمَآءُ الْمُتَاَخِّرُوْنَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ اِسْتَدَلُّوْا فِىْ اَخْذِ الْاُجْرَةِ بِهٰذِهِ الْاَحَادِيْثِ۔

অর্থাৎ আবূ নু'আয়ম হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু থেকে

বর্ণনা করেছেন, তিনি নবী করীম আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম থেকে বর্ণনা করেছেন, যে ব্যক্তি ক্বোরআন পড়ে পারিশ্রমিক নিয়েছে, তা ক্বোরআনেরই একটা হিস্সা। প্রসিদ্ধ ইমাম ও হানাফী মাযহাবের পরবর্তী যুগের বিজ্ঞ আলিমগণ এ হাদীস শরীফগুলো থেকে দলীল গ্রহণ করেছেন।

'মাদারিজুন্নুবূয়ত': ১ম খণ্ডে আছে-

فتوی دادہ است قاضی حسین کہ استیجار برائے قرأۃ قرآن بر سر قبر جائز است چنانکہ استیجار بر اذان و تعلیم قرآن باید کہ بعد قرأۃ قرآن دعا کند میت را زیرا کہ دعا لاحق میشود مر اورا.

অর্থাৎ ক্বাযী হোসায়ন ফাত্ওয়া দিয়েছেন যে, কবরের পাশে ক্বোরআন তিলাওয়াত করার জন্য পারিশ্রমিক নেওয়া জায়েয। সুতরাং আযান ও ক্বোরআন শিক্ষা দিয়ে পারিশ্রমিক নেওয়ার বিধানও এটাই; তবে তার জন্য উচিৎ হচ্ছে মৃতের জন্য দো'আ করা। কারণ, দো'আর প্রভাব তার উপর পড়ে থাকে।

'ত্বাহ্ত্বাভী আলাদ্ দুরার': চতুর্থ খণ্ড: পারিশ্রমিক দেওয়ার বিবরণ শীর্ষক অধ্যায়-এ উল্লেখ করা হয়েছে যে,

يُفْتَى الْيَوْمَ بِصِحَّتِهَا اَیْ فِیْ هٰذَا الزَّمَانِ لِظُهُوْرِ التَّوَفِیْ فِی الْاُمُوْرِ الْخَیْرِیَّةِ۔ هٰذَا مَذْهَبُ الْمُتَأَخِّرِیْنَ رَجُلٌ قَالَ لِلْقَارِیْ اِخْتِمِ الْقُرْاٰنَ لِیْ وَلَمْ یُسَمِّ شَیْئًا مِّنَ الْاُجْرَةِ وَخَتَمَهٗ لَیْسَ لَهٗ اَنْ یَّأْخُذَ اَقَلَّ مِنْ خَمْسَةٍ وَاَرْبَعِیْنَ دِرْهَمًا شَرْعِیًّا وَالْمُخْتَارُ عَلَی جَوَازِ الْاِسْتِیْجَارِ عَلٰی قِرْأَةِ الْقُرْاٰنِ عَلَی الْقَبْرِ مُدَّةً مَعْلُوْمَةً وَعَلَیْهِ الْفَتْوٰی۔

অর্থাৎ বর্তমান যুগে সেটা শুদ্ধ হবে মর্মে ফাত্ওয়া দেওয়া-ই সমীচিন হবে। তা এজন্য যে, এর ফলে ভাল কাজগুলো পুরোপুরিভাবে সম্পন্ন হবে। এটা পরবর্তী ইমামগণের মাযহাব (অভিমত)। যেমন- এক ব্যক্তি ক্বারীকে বললো, "আমার জন্য এক খতম ক্বোরআন পড়ুন।" কিন্তু কোন পারিশ্রমিক নির্দ্ধারণ করেন নি। আর তিনিও তা খতম করলেন। এখন তার জন্য পঁয়তাল্লিশ শরীয়তসম্মত দিরহামের কম গ্রহণ করা জায়েয হবে না। গ্রহণযোগ্য ফাত্ওয়া হচ্ছে- কবরের পাশে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ক্বোরআন পড়া জায়েয। এটার উপরই ফাত্ওয়া।

'ফাতা-ওয়াই কাযূনী মিনাল ওয়াসায়া'তে উল্লেখ করা হয়েছে-

سُئِلَ رَجُلٌ اَوْصٰى بِاَنْ يُدْفَنَ فِىْ مَحَلٍّ عَيَّنَهُ بِقُرْبِ مَوْلاَنَا الشَّافِعِيِّ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ وَاَنْ يُطْبَخَ لَهُ طَعَامٌ فِىْ اَيَّامٍ بَيَّنَهَا وَبِاَنْ يُقْرَأَ عِنْدَ قَبْرِهٖ خَتَمَاتٌ فَهَلْ هٰذِهِ الْوَصِيَّةُ صَحِيْحَةٌ اَوْلاَ فَاَجَابَ اَمَّا جَوَابُ الْمَسْئَلَةِ الْاُوْلٰى فَقَالَ فِى الْبَزَّازِيَّةِ اَوْصٰى بِاَنْ يُّدْفَنَ فِىْ قُرْبِ الْفُلاَنِ الزَّاهِدِ يُرَاعٰى شَرْطُهٗ اِنْ لَّمْ تَلْزَمْ مُؤْنَةٌ فِى التَّرِكَةِ۔ وَاَمَّا جَوَابُ الثَّانِيَةِ فَقَالَ فِى الْبَزَّازِيَّةِ اَوْصٰى بِاَنْ يُتَّخَذَ لَهُ الطَّعَامُ بَعْدَ مَوْتِهٖ بَطَلَتِ الْوَصِيَّةُ فِى الْاَصَحِّ۔ وَذَكَرَ قَاضِيْخَان اَنَّهَا صَحِيْحَةٌ۔ وَاَمَّا جَوَابُ الثَّالِثَةِ فَفِى الْبَزَّازِيَّةِ اَوْصٰى لِقَارِئِ الْقُرْآنِ لِيَقْرَأَ عِنْدَ قَبْرِهٖ فَالْوَصِيَّةُ بَاطِلَةٌ۔ انتهٰى وَهُوَ مَحْمُوْلٌ عَلٰى قَوْلِ الْمُتَقَدِّمِيْنَ مِنْ عَدَمِ جَوَازِ الْاُجْرَةِ عَلَى الْقِرَأَةِ۔ اَمَّا عَلَى الْمُفْتٰى بِهٖ فَيَنْبَغِىْ الْجَوَازُ۔

অর্থাৎ প্রশ্ন করা হলো- এক ব্যক্তি ওসীয়ত করলো, তাকে যেন একটি জায়গায় দাফন করা হয়। যায়গাটাও সে নির্দিষ্ট করলো ইমাম শাফে'ঈ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর পাশে এবং তার জন্য যেন ওই দিনগুলোতে খানা পাকানো হয়, যেগুলোকে সে নির্দিষ্ট করেছে। আর তার কবরের পাশে যেন কয়েকটা খতম পড়ানো হয়। এ ওসীয়তগুলো বিশুদ্ধ কিনা। জবাবে বলা হলো-

প্রথম প্রশ্নের জবাব হচ্ছে- 'বায্যাযিয়্যাহ্'য় বলেছেন, কেউ কোন বুযুর্গ ব্যক্তির পাশে দাফন করার ওসীয়ত করলে তার ঈসালে সাওয়াবের আরোপিত শর্তটার প্রতি যত্নবান হওয়া যাবে- যদি এর প্রভাব ত্যাজ্য সম্পত্তির উপর না পড়ে।

দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাব হচ্ছে- বায্যাযিয়্যায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, মৃত্যুর পর খাবার তৈরী করার ওসীয়ৎ করলে, বিশুদ্ধতর অভিমত হচ্ছে ওসীয়ৎ বাতিল হয়ে যাবে। তবে ক্বাযী খান উল্লেখ করেছেন, সেটা জায়েয হবে।

তৃতীয় প্রশ্নের জবাব হচ্ছে- এটাও যায্যাযিয়্যাহ্য় আছে যে, কেউ তার কবরের পাশে ক্বোরআন পড়ার জন্য কোন ক্বোরআন পাঠককে ওসীয়ৎ করলো। তখন তার ওসীয়ৎ বাতিল হয়ে যাবে। বস্তুতঃ একথা পূর্ববর্তী ইমামগণের কথা বলে ধরে নেয়া হবে, যারা ক্বোরআন পড়ে পারিশ্রমিক

নেয়াকে না জায়েয বলে ফাত্ওয়া দিতেন। তবে গ্রহণযোগ্য হচ্ছে, "জায়েয বলা উচিৎ"।

'তাতারখানিয়াহ্'র ১৯তম অধ্যায়ে 'ওয়াক্বফ' বিষয়ক বর্ণনা সম্বলিত অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে-

وَسَأَلْتُ اَبَاحَامِدٍ عَنِ الْوَقْفِ عَلٰى مَنْ يَّقْرَأُ عِنْدَ قَبْرِهٖ وَيَسْكُنُ عِنْدَهٗ وَيَفْتَحُ الْبَابَ ـ قَالَ هٰذَا الْوَقْفُ جَآئِزٌ ـ اِنْتَهٰى وَنُقِلَ قَبْلَهٗ مَايُوَافِقُهٗ وَمَا يُخَالِفُهٗ

অর্থাৎ আমি আবূ হামিদকে এ শর্তে ওয়াক্বফ করার প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করলাম যে, 'সে তার কবরের পাশে ক্বোরআন পড়বে এবং সেখানে বসবাস করবে ও সেটার দরজা বন্ধ করবে ও খুলবে।' তিনি বললেন, এ ওয়াক্বফ জায়েয। অবশ্য ইতোপূর্বে এর পক্ষে ও বিপক্ষের আলোচনা ও প্রমাণাদি উল্লেখ করা হয়েছে।

'ফাতাওয়া-ই খাজান্দী'তে ওয়াক্বফ সম্পর্কিত বর্ণনার প্রারম্ভে উল্লেখ করা হয়েছে-

سُئِلَ اَبُوْ حَامِدٍ عَمَّنْ وَقَفَ عَلٰى مَنْ يَقْرَأُ عِنْدَ قَبْرِهٖ وَيَسْكُنُ عِنْدَهٗ وَيَفْتَحُ بَابَهٗ فَقَالَ هٰذَا الْوَقْفُ جَآئِزٌ ـ

অর্থাৎ আবূ হামিদকে জিজ্ঞাসা করা হলো ওই ব্যক্তি সম্পর্কে, যে ওই ব্যক্তির অনুকূলে এ মর্মে ওয়াক্বফ করেছে যে, সে তার কবরের পাশে ক্বোরআন মজীদ তিলাওয়াত করবে, সেখানে অবস্থান করবে এবং সেটার দরজা খুলবে। তিনি বলেন- এ ওয়াক্বফ জায়েয।

সাইয়্যেদ মুহাম্মদ হাল্ওয়াতীর রিসালায়, শায়খ ইসক্বাতীর 'হাশিয়া-ই মিসকীন'-এ 'কান্য'-এর প্রণেতার অভিমতের সাথে উল্লেখ করা হয়েছে যে, "বর্তমান যুগে ফাত্ওয়া হচ্ছে- ক্বোরআন শিক্ষা দেওয়া, অনুরূপ ক্বোরআন পাঠ করার জন্য পারিশ্রমিক নেওয়া জায়েয। আর 'খতম-ই ক্বোরআন'-এর জন্য, পূর্বে কোন কিছু নির্দ্ধারণ করা না হলে, পারিশ্রমিক গ্রহণকারীর জন্য, পঁয়তাল্লিশ দিরহামের কম গ্রহণ করা জায়েয হবে না। একথা 'আল-মাবসূত্ব'-এ উল্লেখ করা হয়েছে।

অনুরূপ, শায়খ সালেহ্ দাসূক্বী একটি পুস্তক (রিসালাহ্) লিখেছেন। সেটার নাম রেখেছেন- 'কাশ্ফুল গুম্মাহ্'। তাতে তিনি 'আল-বারকাভী'র খণ্ডন করেছেন আর রিসালাহ্ 'আল-মুনাক্কাহ'য়ও। তাতে তিনি তিলাওয়াত-ই

ক্বোরআনের বিনিময়ে পারিশ্রমিক নেওয়ার বিশুদ্ধতার পক্ষে চার মাযহাবের উদ্ধৃতিসমূহ এনেছেন।

'আল-আশবাহ্' প্রণেতার অভিমতের উপর সাইয়্যেদ আবুস্ সা'উদ মিসরীর পাদ ও পার্শ্বটীকায় যা উল্লেখ করা হয়েছে তা হলো- "যদি এ শর্তারোপ করে যে, তার কবরের পাশে ক্বোরআন পড়বে, তবে এ নির্দিষ্টকরণ বাতিল। অবশ্য তিনি যা উল্লেখ করেছেন তাতে একথাও বুঝা যায় যে, নিশ্চয় ওসীয়তটুকু বাতিল। তা এজন্য যে, ক্বোরআন তিলাওয়াত করে পারিশ্রমিক নেওয়া জায়েয নয়; কিন্তু ইবাদত-বন্দেগীর কাজগুলোর জন্য পারিশ্রমিক নেওয়া গ্রহণযোগ্য ফাত্ওয়া অনুসারে সহীহ্ বা জায়েয হওয়া চাই। এটাই আমাদের পরবর্তী ইমামগণের মাযহাব (অভিমত)।

ইবনে শাহ্নার 'শরহে ওয়াহবানিয়্যাহ'য় উল্লেখ করা হয়েছে 'আশ্শির্কাহ্' এ থেকে উল্লেখ করা হয়েছে। এর উদ্ধৃতি ও মাসআলা 'আল- মুহীত্ব'-এর মধ্যে এবং 'আত্ তানজীস ওয়াল মাযীদ'-এও। আর তা হচ্ছে- নেক্ কাজগুলো করে পারিশ্রমিক গ্রহণের প্রসঙ্গে অভিমতের শাখা-মাসআলা। ফাত্ওয়া হচ্ছে-বৈধ হওয়ার পক্ষে। আর তা গ্রহণ করেছেন পরবর্তী ফক্বীহ্গণ এবং বল্খ শহরের ওলামা-মাশাইখের পছন্দও তাই। পূর্ববর্তী ইমামগণ নিষেধের পক্ষে রয়েছেন...শেষ। অতঃপর নিশ্চয় বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন এভাবে যে, ফাত্ওয়া হচ্ছে- ইবাদত-বন্দেগীর কাজ করে পারিশ্রমিক গ্রহণের বৈধতার পক্ষে।

ইবনে কামালের 'মুহিম্মাতুল মুফতী' (কিতাব)-এ আছে। এর বর্ণনা হচ্ছে- নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র জীবদ্দশায় ক্বোরআন তিলাওয়াতের পারিশ্রমিক হচ্ছে, হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাস'উদ ও হযরত আনাস ইবনে মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা থেকে বর্ণিত রেওয়ায়ত অনুসারে, চার দিনার। প্রত্যেক দিনার দশ দিরহামের সমান। আর যে ব্যক্তি এর কম পারিশ্রমিকের বিনিময়ে পড়েছে, তবে না সাওয়াব পাবে পাঠক, না যার জন্য পড়ানো হয় সে। যেমন, আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেন, "তোমরা আমার আয়াতগুলোকে স্বল্প মূল্যে বিক্রয় করো না।" বস্তুতঃ পূর্ববর্তী ও পরবর্তী ফক্বীহ্গণ এ মর্মে একমত হয়েছেন। এটা কাওয়াশীর তাফসীর থেকে গৃহীত।

'ফাত্ওয়া-ই মুহাম্মদী', কৃত- মৌলভী সাইয়্যেদ আসগার হোসাইন দেওবন্দী, মুহাদ্দিস, মাদরাসা-ই দেওবন্দ। প্রশ্নঃ হযরত আবূ হোরায়াহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছে যে, এক ব্যক্তি ফাত্ওয়া প্রার্থনা

করেছেন- হে আল্লাহর রসূল! আমার পিতার ইনতিক্বাল হয়েছে। তিনি অনেক সম্পদ রেখে গেছেন। তিনি অনেক সাদক্বাহ্-খায়রাত করেছেন। তবে কোন ওসিয়্যৎ করেননি। এখন যদি আমি তার পক্ষ থেকে সাদক্বাহ্ করি, তাহলে এগুলো কি তার গুনাহর কাফ্ফারা হয়ে যাবে? আর আমার সাদক্বাহ্ দ্বারা তিনি উপকৃত হবেন কিনা?"

জবাব: হাঁ, তোমার সাদক্বাহ্ তার জন্য গুনাহ্সমূহের কাফ্ফারার কারণ হয়ে যাবে। (আর তোমার সাদ্ক্বাহ্-খায়রাত দ্বারা অবশ্যই সে উপকৃত হবে।)

মুসলিম শরীফে এ হাদীসের ব্যাখ্যা থেকে বুঝা যায় যে, মৃতের রূহে সাওয়াব পৌছানোর জন্য সাদ্ক্বাহ্-খায়রাত করা জায়েয; বরং মুস্তাহাব ও সুন্নাত। আর এসব জিনিষের সাওয়াব মৃতের নিকট পৌছে যায়। (যদি সে শাস্তিতে গ্রেফতার হয়, তবে শাস্তি হ্রাস পায়; অন্যথায় তার মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু এমন সাদক্বাহ্ ও খায়রাত ওয়ারিশদের দায়িত্বে অপরিহার্য নয়; নিছক মুস্তাহাব। তাও এ শর্তে যে, যদি তার সামর্থ্য থাকে। আর অন্যান্য হক, যেমন কর্জ ইত্যাদি, যদি মৃত ব্যক্তি সম্পদ রেখে যায়, তবে ওই সম্পদ থেকে পরিশোধ করে দেওয়া ওয়াজিব ও অপরিহার্য- সে ওসীয়ৎ করুক কিংবা না-ই করুক। আর যদি সম্পদ রেখে না যায়, তবে ওয়ারিশের ইচ্ছা- সে তার সম্পদ থেকে মৃতের দায়িত্বে ওয়াজিব হওয়া হকগুলো পরিশোধ করে তাকে দায়মুক্ত করুক কিংবা না-ই করুক। মোটকথা, মৃতের পক্ষ থেকে সাদ্ক্বাহ্-খায়রাত করা, তার জন্য আখিরাতে অতিমাত্রায় উপকারী ও গুনাহ্সমূহের কাফ্ফারার মাধ্যম হয়।

'মীরাসুল মুসলিমীন', কৃত- মাওলানা সাইয়্যেদ আসগর হোসাইন দেওবন্দী, মুহাদ্দিস, দারুল উলূম দেওবন্দ, সত্যায়নকারী- মাওলানা আযীযুর রহমান দেওবন্দী, মুফতী- মাদরাসা-ই দেওবন্দ। এ পুস্তকে লিখা হয়েছে যে, কাফন-দাফনের সময় যেই সাদক্বাহ্ ও খায়রাত করা হয়, তা দাফন-কাফনের ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে না; বরং যদি সমস্ত ওয়ারিসের মর্জি ও অনুমতিক্রমে হয়, তবে সবার হিস্সায় সেটাকে গণ্য করা হবে; তবে এ শর্তে যে, যদি সবাই বালেগ হয়; যদি কেউ না-বালেগ থাকে, তবে তার হিস্সা থেকে কোন কিছু হ্রাস পাবে না; সবটুকু বালেগ ওয়ারিসদের দায়িত্বে থাকবে। আর যদি শুধু একজন অন্যান্য ওয়ারিশের সন্তুষ্টি ব্যতিরেকে সাদক্বাহ্-খায়রাত করে, তবে সে-ই সেটার যিম্মাদার হবে। তা তার হিস্সায় গণ্য করা হবে।

আর যদি মৃতের দায়িত্বে এ পরিমাণ কর্জ থাকে যে, তার রেখে যাওয়া সম্পদ কর্জ পরিশোধের জন্য যথেষ্ট হয় না, এমতাবস্থায় তার সম্পদ থেকে

সাদক্বাহ্-খয়রাত, ফাতিহা-দুরূদ করা মোটেই জায়েয নয়। কেননা, ওই সম্পদ কর্জদাতাদের প্রাপ্য। তাতে কোন ওয়ারিসের হস্তক্ষেপ বৈধ নয়। অবশ্য যদি কারো নিকট প্রচুর সম্পদ থাকে এবং ঈসালে সাওয়াব করতে মন চায়, তবে নিজের পক্ষ থেকে অর্থ ব্যয় করে ঈসালে সাওয়াব করবে, খাবার তৈরী করে গরীব-মিসকীনদেরকে খাওয়াবে, টাকা-পয়সা বণ্টন করবে। তাহলে এসব প্রকারের সাওয়াব মৃতের নিকট পৌঁছাবে; তবে নিয়্যৎ খাঁটি হওয়া চাই। যদি দুনিয়াকে দেখানো ও খ্যাতি অর্জন করা উদ্দেশ্য হয়, তাহলে এগুলোর কোনটাই করবে না; করলে না ব্যয়কারীদের সাওয়াব হবে, না মৃতের।

'তাহ্ত্বাভী 'আলা মারাক্বিল ফালাহ্ঃ জানাযা এবং কাফন-দাফনের বিধানাবলীর বর্ণনা সম্বলিত অধ্যায়'-এ উল্লেখ করা হয়েছে যে, সুন্নাত হচ্ছে- মৃতের অভিভাবক মৃতের জন্য তাঁর মৃত্যুর প্রথম রাত অতিবাহিত হবার পূর্বে যতটুকু সম্ভব ঈসালে সাওয়াবের জন্য ব্যয় করবে। যদি কোন কিছু ব্যয় করা সম্ভব না হয়, তবে দু' রাক্'আত নামায পড়বে। অতঃপর তা তাঁর রূহে পৌঁছাবে। তিনি আরো বলেন, মুস্তাহাব হচ্ছে- মৃতের অভিভাবক (ওলী) দাফনের পর থেকে সাত দিন পর্যন্ত প্রতিদিন যা কিছু সম্ভব হয় ব্যয় করবে। এমনটি রয়েছে 'মাযাহির-ই হক্ব' চতুর্থ খণ্ডের পরিশিষ্টে।

'শরহে মির'আতুল ইসলাম' নামক কিতাবে মাওলানা মুহাম্মদ আবূ বকর, মিশরের মুফতী, রোগীর দেখাশুনা, তার কাফন ও দাফন'-এর বর্ণনা শীর্ষক অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়- সুন্নাত হচ্ছে মৃতের ওলী মৃতের জন্য মৃত্যুর প্রথম রাত অতিবাহিত হবার পূর্বে যা কিছু সম্ভব ব্যয় করবে। যদি কিছু ব্যয় করা সম্ভব না হয়, তবে দু'রাক্'আত নামায পড়বে, তা এভাবে যে, প্রত্যেক রাক্'আতে সূরা ফাতিহার পর একবার 'আয়াতুল কুরসী' ও 'সূরা তাকাসূর' দশবার করে পড়বে। যখন নামায সমাপ্ত করবে, তখন বলবে, "হে আল্লাহ্! আমি এ নামায পড়েছি। তুমি জানো আমি কি উদ্দেশ্যে এটা পড়েছি। হে আল্লাহ্! এর সাওয়াব অমুকের কবরে পৌঁছিয়ে দাও।" কেননা, নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা তাকে মহা সাওয়াব দান করবেন এবং নূর, নেকী, মর্যাদা এবং সুপারিশও দান করবেন। আর মৃত্যুর পর থেকে সাত দিন পর্যন্ত মৃতের পক্ষ থেকে প্রত্যেক দিন যা কিছু সম্ভব হয় ব্যয় করবে।

বোখারী শরীফ: ১ম খণ্ডের 'কারো মৃত্যুর সময় সাদক্বাহ্' শীর্ষক অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে, হযরত হাসান বলেছেন, দুনিয়াবী জীবনের শেষ দিন আর আখিরাতের জীবনের প্রথম দিন সাদক্বাহ্ করবে।

ক্বাযীখান: চতুর্থ খণ্ড: হিবাহ্ (দান করা) শীর্ষক পর্বের 'সাদক্বাহ্' শীর্ষক পরিচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে যে, একজন লোক মৃতের পক্ষ থেকে সাদক্বাহ্ করলো এবং দো'আ করলো। ইমামগণ বলেছেন, এটা জায়েয এবং এর সাওয়াব মৃতের নিকট পৌঁছে। কারণ, হাদীসসমূহে বর্ণিত হয়েছে যে, জীবিত লোক যখন মৃতের পক্ষ থেকে সাদক্বাহ্ করে, আল্লাহ্ তা'আলা ওই সাদক্বাহ্ নূরের পাত্রে রেখে তার নিকট পৌছান।

'ফাতাওয়া-ই আলমগীরী: ৩য় খণ্ড: হিবাহ্ পর্বের 'সাদ্ক্বাহ্' পরিচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কেউ মৃতের পক্ষ থেকে সাদক্বাহ্ করলো এবং তার জন্য দো'আ করলো, তার নিকট এর সাওয়াব পৌঁছে থাকে। এমনকি তার আপন লোক ব্যতীত অন্য কোন মু'মিন করলেও তা বৈধ হবে। এমনটি 'সিরাজিয়া'য়ও রয়েছে। তাতে একথাও বর্ণনা করা হয়েছে যে, এ ব্যয় ধনী লোকের উপর করুক কিংবা গরীব লোকের উপর- উভয়ই সমান।

'আশি''আতুল লোম'আত: ১ম খণ্ড: জানাযা পর্ব: যিয়ারতে ক্বুবূর পরিচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে- মুস্তাহাব হচ্ছে- মৃতের পক্ষ থেকে এ দুনিয়া হতে তার বিদায়ের সময় থেকে সাত দিন পর্যন্ত সাদক্বাহ্ করা। এটা মৃতকে উপকৃত করবে। এতে কোন আলিমের দ্বিমত নেই। বিশুদ্ধ হাদীস শরীফে এমনটি এরশাদ হয়েছে।

---o---

دراثبات اعراس

ওরস-এর প্রমাণ

ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী আলায়হির রাহমাহ্, তাঁর 'তাফসীর-ই কবীর'-এ ওরস উদ্‌যাপন বৈধ মর্মে লিখেছেন-

عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهٗ كَانَ يَأْتِىْ قُبُوْرَ الشُّهَدَآءِ رَأْسَ كُلِّ حَوْلٍ فَيَقُوْلُ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ وَالْخُلَفَآءُ الْاَرْبَعَةُ هٰكَذَا يَفْعَلُوْنَ

অর্থাৎ রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত, নিশ্চয় তিনি (উহুদের) শহীদদের কবরগুলোর নিকট প্রত্যেক বছরের মাথায় তাশরীফ নিয়ে যেতেন। অতঃপর বলতেন, "তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। কারণ তোমরা ধৈর্যধারণ করেছো। সুতরাং পরিণামের ঘর কতোই উত্তম!" খলীফা চতুষ্ঠয়ও এমনটি করতেন।

তিনি এ প্রসঙ্গে আরো বলেছেন, এ হাদীস শরীফ ইবনে মুনযির ও ইবনে মরদুয়াইহ্ হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর সূত্রে এবং ইবনে জরীর মুহাম্মদ ইবনে ইব্‌রাহীমের সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তাছাড়া, ফাতাওয়া-ই শামী: ১ম খণ্ড: যিয়ারত অধ্যায়েও এমনটি উল্লেখ করা হয়েছে।

ইমাম সুয়ূত্বী তাঁর 'তাফসীর-ই দুররে মানসূর' ও 'শরহে সুদূর'-এ উল্লেখ করেছেন-

رُوِىَ عَنْ اَبِىْ شَيْبَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَأْتِىْ قُبُوْرَ الشُّهَدَآءِ بِاُحُدٍ عَلٰى رَأْسِ كُلِّ حَوْلٍ فَيَقُوْلُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ - انتهٰى -

অর্থাৎ হযরত আবূ শায়বাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, নিশ্চয় নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম উহুদের শহীদদের কবরগুলোর নিকট প্রত্যেক বছরের মাথায় তাশরীফ নিয়ে যেতেন। অতঃপর বলতেন, "তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। কারণ তোমরা ধৈর্যধারণ করেছো। তোমাদের পরকালের ঘর কতোই উত্তম!" (সমাপ্ত)

হযরত শাহ্ আবদুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহলভী আলায়হির্ রাহমাহ্ এক প্রশ্নের জবাবে তাঁর 'ফাতাওয়া-ই আযীযিয়া'য় লিখেছেন, এক বছর পর একদিন নির্দ্ধারণ করে কবরগুলোর পাশে যাওয়া তিন প্রকারের হতে পারে:

এক. একটি দিন নির্দ্ধারণ করে একজন কিংবা দু'জন, বহুলোক জমায়েত না করে, নিছক যিয়ারতের উদ্দেশ্যে ও মাগফিরাত কামনার জন্য যাবে। এতটুকু রেওয়ায়তগুলো অনুসারে প্রমাণিত হয়। আর 'তাফসীর-ই দুর্‌রে মানসূর'-এ উদ্ধৃত হয় যে, প্রত্যেক বছর হুযূর-ই আক্‌রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কবরগুলোর নিকট তাশরীফ নিয়ে যেতেন এবং কবরবাসীদের জন্য মাগফিরাতের দো'আ করতেন। এতটুকুও প্রমাণিত এবং মুস্তাহাব।

দুই. প্রচুর লোকের জমায়েত হবে। একসাথে সবাই ক্বোরআন শরীফ খতম করবে। ফাতিহা পড়বে, শিরনী অথবা খাদ্য তৈরী করে তা উপস্থিত লোকদের মধ্যে পরিবেশন কিংবা বন্টন করবে। এ ধরনের আয়োজন পয়গাম্বর-ই খোদা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ও খোলাফা-ই রাশেদীনের যুগে ছিলো না। তবুও যদি এমন আয়োজন করা হয়, তবে তা অবৈধ নয়। কারণ, এ ধরনের আয়োজন মন্দ নয়; বরং জীবিত ও মৃত- উভয়ের উপকারে আসে।

তিন. তাদের কবরগুলোর পাশে নির্দ্ধারিত একদিনে অনেক লোক সমবেত হওয়া, ওইদিন উন্নতমানের পোশাক পরা, যেমন ঈদের দিনে আনন্দ প্রকাশের জন্য পরা হয়, তারপর সমবেতভাবে নাচানাচি করা, বাদ্যযন্ত্র বাজানো ইত্যাদি নিষিদ্ধ বিদ্'আত। (বিদ্'আত-ই সাইয়্যেআহ্); যেমন কবরগুলোকে সাজদা করা ও কবরগুলোর তাওয়াফ করা। এ ধরনের কাজ হারাম ও নিষিদ্ধ; বরং কেউ কেউ তো এগুলো করতে গিয়ে কুফরের সীমানায় পৌঁছে যায়। অনুরূপ, এ স্থানে দু'টি হাদীস শরীফ প্রযোজ্য- (আমার রওযাকে নিছক খুশীর স্থান করে দিওনা) وَلَا تَجْعَلُوْا قَبْرِىْ عِيْدًا; মিশকাত শরীফে এটা উদ্ধৃত হয়েছে। আর اَللّٰهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِىْ وَثَنًا يُعْبَدُ (হে আল্লাহ্ আমার রওযাকে এমন প্রতিমা বানিও না, যার উপসানা করা হয়।) এ হাদীস শরীফও মিশকাত শরীফে উদ্ধৃত হয়েছে।

মাওলানা আবদুল হাই লক্ষ্ণৌভীর 'ফাতাওয়া' গ্রন্থের ৩য় খণ্ডে তিনি উল্লেখ করেছেন যে, শায়খ আবদুল হক্ব মুহাদ্দিসে দেহলভী আলায়হির রাহমাহ্ তাঁর শায়খ থেকে উদ্ধৃত করেছেন। তিনি বলেছেন, এ ওরস পূর্ববর্তীদের যামানায় ছিলো না। তবে পরবর্তীদের পছন্দনীয় কার্যাদির অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

শাহ্ মাওলানা আবদুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহলভী আলায়হির রাহমাহ্ তাঁর কোন রিসালায় লিখেছেন, ওরসের জন্য দিন নির্দ্ধারণ করা এ যে, এটা

তাদের কর্মজগত থেকে সাওয়াবের জগতে পাড়ি জমানোর দিনই হবে। অন্যথায় এ আমল প্রত্যেক দিনই করা যায় এবং তা সাফল্য অর্জনের কারণ হয়। আর দলীল হিসেবে পেশ করেন- নিম্নলিখিত হাদীস শরীফ-

اَخْرَجَ اِبْنُ جَرِيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَأْتِىْ قُبُوْرَ الشُّهَدَآءِ عَلٰى رَأْسِ كُلِّ حَوْلٍ فَيَقُوْلُ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ - وَاَمَّا تَعْيِيْنُ اَيَّامِ الْاَعْرَاسِ بِمَا جَآءَ فِىْ مَجْمُوْعِ الرِّوَايَاتِ -

অর্থাৎ ইবনে জরীর হযরত মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক বছরের মাথায় শহীদগণের কবরসমূহের নিকট তাশরীফ নিয়ে যেতেন। তারপর বলতেন, "তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিক হোক। কারণ তোমরা ধৈর্যধারণ করেছো। তোমাদের পরকালীন ঠিকানা অতিমাত্রায় উত্তম।" আর ওরসগুলোর জন্য দিন নির্দ্ধারণ করার প্রমাণও এ থেকে পাওয়া যায়। কারণ, অনেক রেওয়ায়তে এর পক্ষে বর্ণনা এসেছে।

মাওলানা জালাল উদ্দীন বোখারী আলায়হির রাহমাহ্ 'সিরাজুল হিদায়া'য় এবং 'আল-মাযহারী'র পাদ ও পার্শ্বটীকায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, তুমি সতর্কতা অবলম্বন করবে ওই সময়ে যাতে তাঁর রূহ্ স্থানান্তরিত হয়েছে। কারণ, মৃতদের রূহগুলো ওরসের দিনগুলোতে প্রত্যেক বছর ওই স্থানে ওই সময়ে আসে। আর উচিৎ হচ্ছে ওই সময়ে পানাহার করানো, কারণ তা তাদের রূহগুলোকে আনন্দ দেয়। আর নিশ্চয় তাতে প্রচুর প্রভাব রয়েছে। [হাদিয়াতুল হারামাঈন]

মাওলানা শাহ্ আবদুল হক্ব মুহাদ্দিসে দেহলভী আলায়হি্ রাহমাহ্ তাঁর 'মা-সাবাতা বিস্ সুন্নাহ্'য় লিখেছেন, যদি তুমি বলো, "আমাদের দেশে পীর-মাশাইখের ওফাতের দিনগুলোতে ওরসগুলোর প্রতি যত্ন নেওয়ার যেই নিয়ম প্রচলিত রয়েছে তার পক্ষে দলীল আছে কি? যদি এ সম্পর্কে আপনি জানেন, তবে তা উল্লেখ করুন!" তা হলে আমি বলবো, "আমি এ সম্পর্কে আমাদের শায়খ ইমাম আবদুল ওয়াহ্হাব মুত্তাক্বী মক্কী আলায়হির রাহমাহকে জিজ্ঞাসা করেছি। তখন তিনি জবাব দিলেন- এটা বৈধ; কারণ, এটা পীর-মাশাইখের নিয়ম ও ভাল অভ্যাস। এতে তাঁদের উত্তম উদ্দেশ্য রয়েছে।"

'হাদিয়াতুল হারামাঈন'-এ 'মাজমূ'আহ্-ই রেওয়ায়ত'-এর বরাতে লিপিবদ্ধ হয়েছে যে, "যদি কেউ খাবারের আয়োজন করতে চায়, তবে তার ওফাত দিবসে তা করার চেষ্টা করবে। আর ওই সময় সম্পর্কে যত্নবান হবে, যাতে তাঁর রূহ্ বের করা হয়েছে। কেননা, মৃতদের রূহগুলো ওরসগুলোর দিনগুলোতে আসে, তাও প্রতি বছর ওই সময়ে। কারণ, এর মাধ্যমে তাঁর রূহ খুশী হয়। আর তাতে খুব প্রভাব রয়েছে। অনুরূপ উদ্ধৃত হয়েছে, "খাযানাতুল জালালী' ও 'জাম'উল জাওয়ামি' থেকে হযরত জালাল উদ্দীন সুয়ূত্বী আলায়হির রাহমাহ্র বরাতে। যেমন 'আক্বাইদে নাসাফী' ও 'শরহে ফিক্বহে আকবার'- এ লিখেছেন- "নিশ্চয় জীবিতদের মৃতদের জন্য দো'আ করার মধ্যে এবং মৃতের পক্ষ থেকে কোন জীবিতের দান-খায়রাত করার মধ্যে মৃতদের জন্য উপকার রয়েছে। আর হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম হযরত হামযাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর রূহে, তাঁর শাহাদাতের তৃতীয়, চতুর্থ ও চল্লিশতম দিবসে, ছয়মাস ও বছর পূর্তিতে ফাতিহা ও খানা খাওয়ানোর সাওয়াব বখশিশ করেছেন। সাহাবীগণ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমও এরূপ করতেন। সুতরাং যে এগুলোকে অস্বীকার করেছে, সে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবা-ই কেরামকে অস্বীকার করেছে।

আর জুমাবার, দু'ঈদ ও আশুরার দিনে এবং শবে বরাতে ফাতিহা খানি ও মৃতদের রূহে সাওয়াব পৌঁছানোর প্রমাণ হচ্ছে এ হাদীস শরীফ-

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا یَقُوْلُ اِذَا کَانَ یَوْمُ عِیْدٍ اَوْیَوْمُ جُمُعَهٍ اَوْ یَوْمُ عَاشُوْرَآءَ وَلَیْلَةُ نِصْفٍ مِّنْ شَعْبَانَ تَأْتِیْ اَرْوَاحُ الْمَیِّتِ وَیَقُوْمُوْنَ عَلٰی اَبْوَابِ بُیُوْتِهِمْ فَیَقُوْلُوْنَ هَلْ مِنْ اَحَدٍ یَذْکُرُنَا هَلْ مِنْ اَحَدٍ یَتَرَحَّمُ عَلَیْنَا هَلْ مِنْ اَحَدٍ یَذْکُرُ غُرْبَتَنَا یَا مَنْ سَکَنْتُمْ بُیُوْتَنَا وَیَامَنْ سَعَدْتُّمْ بِمَا سَقَیْنَا وَیَامَنْ اَقَمْتُمْ فِیْ اَوْسَعِ قُصُوْرِنَا وَنَحْنُ فِیْ ضِیْقِ قُبُوْرِنَا وَیَا مَنِ اسْتَذْ لَلْتُمْ اَیْتَامَنَا وَیَامَنْ نَکَحْتُمْ نِسَآءَ نَا هَلْ مِنْ اَحَدٍ یَتَفَکَّرُ غُرْبَتَنَا وَفَقْرَنَا کُتُبُنَا مَطْوِیَّةٌ وَکُتُبُکُمْ مَنْشُوْرَةٌ۔ (خزانة الروایات وکنز العباد ودقائق الاخبار)

অর্থাৎ হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন ঈদ, জুমা কিংবা আশুরার দিন অথবা শবে বরাত আসে তখন মৃতের রূহগুলো আসে এবং তাদের ঘরের দরজায় দাঁড়ায়। অতঃপর বলতে থাকে- কেউ আছো কি, যে আমাদেরকে স্মরণ করছো? কেউ আছো কি, যে আমাদের উপর দয়া করছো? কেউ আছো কি, যে আমাদের মুসাফিরীকে স্মরণ করছো? হে ওইসব লোক, যারা আমাদের ঘরে বাস করছো! হে ওই সব লোক, যারা ভাগ্যবান হয়েছো তা দ্বারা, যাতে আমরা পানি সেচন করে আবাদ করেছি, হে ওইসব লোক, যারা আমাদের প্রশস্ত অট্টালিকাগুলোতে বসবাস করছো, আর আমরা আছি সংকীর্ণ কবরে! হে ওইসব লোক, যারা আমাদের এতিম সন্তানদেরকে তোমাদের কাজে ব্যবহার করে যাচ্ছো, হে ওই সব লোক, যারা আমাদের বিধবা স্ত্রীদের বিবাহ্ করছো? কেউ আছো কি, যে আমাদের একাকীত্ব ও রিক্তহস্ততা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করছো? আমাদের আমলনামা বন্ধ করে ফেলা হয়েছে এবং আর তোমাদের আমলনামা খোলা রয়েছে। [খাযানাতুল রেওয়ায়ত, কান্যুল ওব্বাদ, দ্বাক্বা-ইকুল আখবার]

আর খানা তৈরী করে খাওয়ার আগে ঈসালে সাওয়াব ও ফাতিহাখানি করা, বিরুদ্ধবাদীরা যেগুলোকে ভিত্তিহীন বলে থাকে এর পক্ষে প্রমাণ হচ্ছে-

ثُمَّ رَفَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدَيْهِ وَهُوَ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ صَلٰوتَكَ وَرَحْمَتَكَ عَلٰى اٰلِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ قَالَ ثُمَّ اَصَابَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنَ الطَّعَامِ-

অর্থাৎ অতঃপর রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আপন দু'হাত মুবারক তুললেন এবং বললেন- হে আল্লাহ্! তোমার সালাত ও রহমতকে সা'দ ইবনে ওবাদার সন্তানদের উপর বর্ষণ করো। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কিছু খাবার গ্রহণ করলেন।

তাছাড়া, যে জিনিসের হারাম হওয়া ও হালাল হওয়ার পক্ষে সুস্পষ্ট দলীল (নাস) পাওয়া যায় না এবং ব্যাপকতর প্রচলন কায়েম হয়, যেমন- উচ্চস্বরে দুরূদ পড়া, ক্বিয়াম, ফাতিহা ও প্রচলিত ওরস ইত্যাদি, সেগুলো বৈধ ও হালাল বলে ফাত্ওয়া দেওয়া হবে- তা দেশে ব্যাপকভাবে প্রচলিত হওয়ার ভিত্তিতেই। কেননা জিনিসগুলোর মূলে রয়েছে মুবাহ্ ও হালাল হওয়া।

عَنْ سَلْمَانَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْحَلَالُ مَا اَحَلَّ اللّٰهُ فِىْ كِتَابِهٖ وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ فِىْ كِتَابِهٖ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَاعَنْهُ (رواه الترمذى وابن ماجة والحاكم)

অর্থাৎ হযরত সালমান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, হালাল হচ্ছে যা আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কিতাবে হালাল করেছেন, হারাম হচ্ছে যা আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কিতাবে হারাম করেছেন এবং যার সম্পর্কে নিরব রয়েছে তা মাফ। (ইমাম তিরমিযী, ইবনে মাজাহ্ ও হাকিম এটা বর্ণনা করেছেন)

হযরত মোল্লা আলী ক্বারী আলায়হির রাহমাহ্ তাঁর 'মিরক্বাত' গ্রন্থে এ হাদীসের ব্যাখ্যায় উল্লেখ করেছেন, সমস্ত জিনিষের মধ্যে আসল (মূল) হচ্ছে মুবাহ্ হওয়া।

আল্লামা সাইয়্যেদ আবদুল গণী নাবলূসী আলায়হির রাহমাহ্ বলেছেন-

لَيْسَ الْاِحْتِيَاطُ فِى الْاِفْتِرَاءِ عَلَى اللّٰهِ تَعَالٰى بِاِثْبَاتِ الْحُرْمَةِ اَوِ الْكَرَاهَةِ الَّذِيْنَ لَا بُدَّ لَهُمْ مِنْ دَلِيْلٍ بَلِ الْاِبَاحَةُ الَّتِىْ هِىَ الْاَصْلُ۔

অর্থাৎ বিনা প্রমাণে (কোন জিনিসের) হারাম কিংবা মাকরূহ্ হওয়া প্রমাণ করার ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি অপবাদ দেওয়া থেকে বাঁচা যাবে না; এ দু'টি প্রমাণ করার জন্য কোন দলীল জরুরী; বরং মুবাহ্ হওয়া হচ্ছে (প্রত্যেক জিনিষের) মূল।

সুতরাং উপরিউক্ত মাসআলায়ও মুবাহ্ ও হালাল বলে ফাত্ওয়া দেওয়া উত্তম ও জরুরী। কেননা, তা 'ওরফ' থেকে প্রমাণিত। 'ওরফ' শরীয়তের দলীল। আর যে কাজ ব্যাপকভাবে প্রচলিত তা সহজীকরণ চায়। যেমন ব্যাপকভাবে প্রচলিত থাকার কারণে 'হুক্কা পান করা' মুবাহ্ ও হালাল বলে আলিমগণ ফাত্ওয়া দিয়েছেন। কেননা তাতে মুসলমানদের থেকে কষ্ট দূরীভূত করা হয়।

'আশবাহ্' নামক কিতাবে আছে-

اَلسَّادِسُ عُمُوْمُ الْبَلْوٰى كَالصَّلٰوةِ مَعَ النَّجَاسَةِ الْمَعْفُوِ عَنْهَا

ষষ্ঠদশতঃ ... তথা সহজ হওয়ার কারণসমূহের মধ্যে ছয় নম্বর হলঃ ব্যাপক প্রচলন (কোন কাজ বৈধ হবার কারণ)। যেমন ক্ষমাযোগ্য নাপাকী সহকারে নামায পড়া।

মাওলানা আবদুর রশীদ আলায়হির্ রাহমাহ্র 'ফাতাওয়া'য় আছে-

وَلَمَّا صَارَفِىْ جَذْبِ الدُّخَانِ بالتَّبَاكِ عُمُوْمُ الْبَلْوٰى لَزِمَ التَّخْفِيْفُ وَالْفَتْوٰى عَلَى الْاِبَاحَةِ۔

অর্থাৎ যখন তামাক দ্বারা ধুমপান ব্যাপকভাবে প্রচলিত, তখন তাতে সহজীকরণ জরুরী। আর তা মুবাহ্ বলে ফাত্ওয়া দেওয়াই সমীচিন।

وَفِىْ رَدِّ الْمُحْتَارِ اَنَّ الْاِفْتَاءَ بِحِلِّهٖ دَفْعُ الْحَرَجِ عَنِ الْمُسْلِمِيْنَ فَاِنَّ اَكْثَرَهُمْ مُبْتَلُوْنَ بِهٖ فَتَحْلِيْلُهٗ اِلَيْهِ مِنْ تَحْرِيْمِهٖ اهـ۔ وَفِيْهِ اَيْضًا فَمَارَاٰهُ الْمُسْلِمُوْنَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ حَسَنٌ وَالْعَادَةُ اِحْدٰى الْحُجَجِ الشَّرْعِيَّةِ فِيْمَا لَا نَصَّ فِيْهِ۔ اهـ

অর্থাৎ ফাতাওয়া-ই শামীতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, হালাল বলে ফাতওয়া দেওয়া মুসলমানদের থেকে কষ্ট দূরীভূত করার নামান্তর। কেননা তাদের বেশীর ভাগই এতে লিপ্ত। সুতরাং সেটাকে হারাম না বলে হালাল বলা হয়েছে। এর পক্ষে দলীল এ হাদীসও হতে পারে- "মুসলমানরা যা ভাল মানে করে, তা আল্লাহর নিকটও ভাল।" 'আদত' বা 'ওরফ'ও শরীয়তের দলীলগুলোর মধ্যে একটি দলীল- ওইসব বিষয়ের ক্ষেত্রে যেগুলো সম্পর্কে নাস্ (ক্বোরআন-সুন্নাহ'র দলীল) নেই।

'ফাতাওয়া-ই আলমগীরী'তে আছে-

وَمَا لَا نَصَّ فِيْهِ وَلَمْ يُعْرَفْ حَالُهٗ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يُعْتَبَرُ فِيْهِ عُرْفُ النَّاسِ اه وفِى الْمُحِيْطِ الْعُرْفُ اِذَا اسْتَمَرَّ نَزَلَ مَنْزِلَ الْاِجْمَاعِ اهـ

অর্থাৎ যে জিনিষ সম্পর্কে নাস্ (ক্বোরআন-সুন্নাহর দলীল) নেই এবং যে জিনিষের অবস্থা রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে কি ছিলো জানা যায় না, তাতে গণ মানুষের ওরফই বিবেচ্য। 'মুহীত'-এ আছে- ওরফ যখন দীর্ঘদিন যাবৎ চলে আসে তখন সেটা 'ইজমা'র স্থলাভিষিক্ত হয়।

'হিদায়া' গ্রন্থের ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'আয়নী'তে আছে-

بِذٰلِکَ جَرَتِ الْعَادَةُ الْفَاشِيَةُ وَهِيَ اِحْدَى الْحُجَجِ الَّتِيْ يُحْكَمُ بِهَا - قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَارَاٰهُ الْمُسْلِمُوْنَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ حَسَنٌ اٰهـ

অর্থাৎ যা ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়, তাও এমন একটি দলীল, যার ভিত্তিতে হুকুম দেওয়া যায়। রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "মুসলমানগণ যা উত্তম মনে করেন, তা আল্লাহর নিকটও উত্তম।"

সুতরাং উচ্চস্বরে দুরূদ শরীফ পাঠ করা, ক্বিয়াম ও প্রচলিত ফাতিহা এবং ওরস হালাল হবার পক্ষে এ দলীলই যথেষ্ট। এ একমাত্র ওরফ ও ব্যাপক প্রচলনই দলীল হিসেবে যথেষ্ট।

এখন জেনে রাখা দরকার যে, জায়েয বলে এমন লোকদের দল, নাজায়েয বলে এমন লোকদের দল অপেক্ষা অনেক অনেক ভারী। সুতরাং এ মাসআলাগুলোতে মানুষের উচিৎ ও অপরিহার্য হচ্ছে জায়েয বলে যাঁরা মনে করেন তাঁদের অনুসরণ করা। কারণ-

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا رَأَيْتُمْ اِخْتِلَافًا فَعَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الْاَعْظَمِ - (رواه الدارقطنی وابن ماجة مرفوعًا)

অর্থাৎ রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যখন তোমরা (কোন বিষয়ে) মতবিরোধ দেখো তখন 'বড় দল'-এর অনুসরণ করা তোমাদের জন্য অপরিহার্য। [দারু ক্বুত্বনী ও ইবনে মাজাহ্ মারফু' সূত্রে এটা বর্ণনা করেছেন]

মোল্লা আলী ক্বারী বলেছেন-

يُعْتَبَرُ بِهٖ عَنِ الْجَمَاعَةِ الْكَثِيْرَةِ وَالْمُرَادُ عَلَيْهِ اَكْثَرُ الْمُسْلِمِيْنَ يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَلْاِثْنَانِ خَيْرٌ مِّنَ الْوَاحِدِ - الحديث -

অর্থাৎ এতে বিবেচ্য হচ্ছে, বিরাট সংখ্যক দল। তা দ্বারা অধিকাংশ মুসলমান বুঝানো হয়েছে। এটা বুঝা যায় এ হাদীস শরীফ থেকে- রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন- "এক অপেক্ষা দুই ভালো।"

অনুরূপ, 'মা সাবাত বিস্ সুন্নাহ্'য় উল্লেখ করা হয়েছে-

وَقَدْ ذَكَرَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِيْنَ مِنْ مَّشَآئِخِ الْمَغْرِبِ اَلْيَوْمُ الَّذِىْ وَصَلُوْا فِيْهِ اِلٰى جَنَابِ الْعِزَّةِ وَحَظَائِرِ الْقُدْسِ يُرْجٰى فِيْهِ مِنَ الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ وَالْكَرَامَةِ وَالنُّوْرَانِيَّةِ اَكْثَرُ وَاَوْفَرُ مِنَ سَآئِرِ الْاَيَّامِ-

অর্থাৎ নিশ্চয় মরক্কোর কিছু সংখ্যক পরবর্তী শায়খ (ফক্বীহ্ ও ইমাম) উল্লেখ করেছেন, ওই দিন, যাতে বুযুর্গগণ আল্লাহ্ রাব্বুল ইয্যাতের দরবারে ও পবিত্র জগতে পৌঁছেছেন, তাতে কিছু না কিছু কল্যাণ, বরকত, বুযুর্গী ও নূরানিয়াত (আলো) পাওয়ার আশা করা যায়, তাও অন্যান্য দিনের তুলনায় অনেক বেশী ও অধিকতর পূর্ণাঙ্গ।

হযরত মাওলানা শাহ্ আবদুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহলভী আলায়হি রাহমাহ্ মাওলানা আবদুল হাকীম পাঞ্জাবী সাহেবের জবাবে 'রিসালাহ-ই যবীহাহ্-ই আরক্বাম'-এ লিখেছেন, তার তিরস্কারমূলক উক্তি- 'আল্লাহর বান্দাদের ওরস...' যাঁদের সমালোচনা করা হচ্ছে তাঁদের অবস্থাদি সম্পর্কে না জানার উপর ভিত্তি করে করা হয়েছে। কেননা, শরীয়তের নির্দ্ধারিত ফরয কাজগুলো ব্যতীত অন্য কোন কাজকে কেউ ফরয মনে করে না। বাকী রইলো যিয়ারত। বুযুর্গদের মাযারগুলোর তাবাররুক আর তিলাওয়াত-ই ক্বোরআন, দো'আ-ই খায়র, খাবার ও শিরনী বণ্টন ইত্যাদির মাধ্যমে সাহায্য চাওয়া- এগুলো মুস্তাহাব (পছন্দনীয়) ও উত্তম কাজ। এর উপর আলিমদের ইজমা' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, আর বুযুর্গ ব্যক্তির ওরসের জন্য দিন নির্দ্ধারিত হওয়া এজন্য যে, তিনি ওই দিনে কর্মজগৎ থেকে প্রতিদান জগতের দিকে ইনত্বিক্বাল (স্থানান্তর) গ্রহণ করে থাকেন। অন্যথায় প্রতিদিনই এ আমল সাফল্য ও নাজাত প্রাপ্তির জন্য করা যেতে পারে। রেখে যাওয়া লোকদের জন্য অপরিহার্য হচ্ছে- তাদের পূর্ববর্তী লোকদের জন্য এ ধরনের নেক ও সাওয়াবের কাজ করা। সুতরাং হাদীস শরীফে উল্লেখ করা হয়েছে যে, وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْلَهٗ (ওই সৎ সন্তান, যে তার জন্য দো'আ করে)।

তিলাওয়াত-ই ক্বোরআন ও সাওয়াবের কাজগুলোকে ইবাদত সাব্যস্ত করা হয় সেগুলোর ফযীলতের ভিত্তিতেই। এর বিরোধিতা করা নিরেট মূর্খতাই। অবশ্য, বুযুর্গদের কবরে যদি সাজদা ও তাওয়াফ ইত্যাদির মতো গর্হিত কাজ

করা হয়, তাহলে সেগুলোকে মূর্তিপূজারীদের কাজের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। আর যখন এমনটি না হয়, তাহলে তিরস্কার-সমালোচনার অবকাশ কোথায়?

মোটকথা, 'যিয়াফত' (মেজবানী), খতমে ক্বোরআন, ফাতিহাখানি, সাদক্বাহ্-খায়রাত করা- নবী ও ওলীগণের ওফাত দিবসে (আলায়হিমুস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম), যাকে 'ওরস' বলা হয়, নিঃসন্দেহে জায়েয ও মুস্তাহাব। সুতরাং উপরিউক্ত দলীল-প্রমাণ দ্বারা একথা মধ্যাহ্ন সূর্যের মতো স্পষ্ট হয়েছে। জেনে রাখা দরকার যে, বুযুর্গানে দ্বীন, যাঁরা বাস্তবিকপক্ষে দ্বীনদার লোক, তাঁরা অনুকরণযোগ্য। 'জাওয়াহিরুল ফাতাওয়া' ও 'ফাতাওয়া-ই আলমগীরী'তেও এমনটি উল্লেখ করা হয়েছে-

اِنَّمَا يُتَمَسَّكُ بِاَفْعَالِ اَهْلِ الدِّيْنِ۔

অর্থাৎ দ্বীনদার লোকদের কর্মগুলো আঁকড়ে ধরার মতোই।

সুতরাং এ থেকে স্পষ্ট হলো যে, ক্বিয়াম, মীলাদ শরীফ, ফাতিহা ও ওরস ইত্যাদি, যেগুলো জায়েয মর্মে বুযুর্গানে দ্বীন অভিমত ব্যক্ত করেন ও আমল করেন, জায়েয বা বৈধ, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

---o---

دراثبات جواز بناء قبہ برقبور اولیاء رحمہم اللہ

ওলীগণ আলায়হিমুর রাহমাহ্'র সমাধির উপর গম্বুজ নির্মাণ করা জায়েয

قَدْ اَبَاحَ السَّلَفُ الْبِنَاءَ عَلٰى قَبْرِ الْمَشَآئِخِ وَالْعُلَمَآءِ الْمَشْهُوْرِيْنَ لِيَزُوْرَهُمُ النَّاسُ وَيَسْتَرِيْحُوْا بِالْجُلُوْسِ فِيْهِ۔

অর্থাৎ পূর্ববর্তী ফক্বীহগণ প্রসিদ্ধ ওলামা-মাশা-ইখের কবরের উপর সমাধি নির্মাণ করাকে জায়েয বলেছেন, যাতে লোকেরা তাতে আরাম সহকারে বসে তাঁদের যিয়ারত করতে পারেন।

এমনটি উল্লেখ করা হয়েছে আল্লামা যাহির আল-ফাত্নীর 'মাজমা'উল বাহরাঈন' এবং মোল্লা আলী ক্বারীর 'মিরক্বাত শরহে মিশকাত' ইত্যাদি শীর্ষস্থানীয় আলিমদের নির্ভরযোগ্য কিতাবাদিতে।

'জামেউল ফাতাওয়া' থেকে 'আল-আহকাম'-এ উদ্ধৃত হয়েছে-

وَقِيْلَ لَا يُكْرَهُ الْبِنَاءُ اِذَا كَانَ الْمَيِّتُ مِنَ الْمَشَآئِخِ وَالْعُلَمَآءِ وَالسَّادَاتِ الخ

(رد المحتار)

অর্থাৎ আর এটাও বলা হয়েছে যে, মাযার-সমাধি নির্মাণ করা মাকরূহ্ নয়, যদি ওফাতপ্রাপ্ত ব্যক্তি শায়খ, আলিম ও সাইয়্যেদের কেউ হন। (শামী)

لَا يُرْفَعُ عَلَيْهِ الْبِنَاءُ وَقِيْلَ لَا بَأْسَ بِهٖ هُوَ الْمُخْتَارُ۔ هٰكَذَا فِيْ تَنْوِيْرِ الْاَبْصَارِ وَالدُّرِّ الْمُخْتَارِ وَحَاشِيَةِ الطَّحْطَاوِيْ عَلٰى مَرَاقِي الْفَلَاحِ۔

অর্থাৎ মাযার-সমাধি নির্মাণ করা যাবে না। তবে একথাও বলা হয়েছে যে, তাতে কোন ক্ষতি নেই। এটাই গ্রহণযোগ্য অভিমত। এমনটি উল্লেখ করা হয়েছে 'তানভীরুল আবসার', 'দুররুল মুখতার' এবং 'হাশিয়া-ই তাহ্ত্বাভী আলা- মারাক্বিল ফালাহ্'-এ।

هُوَ اِنْ كَانَ اِحْدَاثًا فَهُوَ بِدْعَةٌ حَسَنَةٌ وَكَمْ مِنْ شَيْءٍ كَانَ اِحْدَاثًا وَهُوَ بِدْعَةٌ حَسَنَةٌ وَكَمْ مِنْ شَيْءٍ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ ـ هٰكَذَا فِيْ جَوَاهِرِ اَخْلَاطِيّ –

অর্থাৎ তা যদিও নব প্রচলিত কাজ হয়, তবুও বিদ্'আত-ই হাসানাহ। বস্তুত: এমন অনেক কাজ আছে, যেগুলো বিদ্'আত-ই হাসানাহ্ (পুণ্যময় নব প্রচলিত কাজ)। অনেক কাজ আছে, যেগুলো স্থান ও কাল ভেদে পরিবর্তিত হয়ে যায়। এমনটি রয়েছে 'জাওয়াহির-ই আখলাত্বী'-তে।

তাফসীর-ই রূহুল বয়ানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, শায়খ আবদুল গণি নাবলূসী আলায়হি্ রাহমাহ্ 'কাশ্ফুন নূর 'আন আসহাবিল ক্বুবূর'-এ 'ইনসানু 'উয়ূন' নামক কিতাবের বরাতে উল্লেখ করেছেন-

اِنَّ الْبِدْعَةَ الْحَسَنَةَ وَالْمُوَافِقَةَ لِمَقْصُوْدِ الشَّرْعِ تُسَمّٰى سُنَّةً فَبِنَاءُ الْقُبَابِ عَلٰى قُبُوْرِ الْعُلَمَآءِ وَالْاَوْلِيَآءِ وَالصُّلَحَآءِ وَوَضْعُ السُّتُوْرِ وَالْعَمَآئِمِ وَالثِّيَابِ عَلٰى قُبُوْرِهِمْ اَمْرٌ جَآئِزٌ اِذَا كَانَ الْمَقْصُوْدُ بِذٰلِكَ التَّعْظِيْمَ فِيْ اَعْيُنِ الْعَامَّةِ حَتّٰى لَا يَحْتَقِرُوْا صَاحِبَ هٰذَا الْقَبْرِ وَهٰكَذَا قَالَ الشَّامِيُّ فِيْ تَنْقِيْحِ الْحَامِدِيَّةِ فَهُوَ جَآئِزٌ لَا يَنْبَغِي النَّهْيُ عَنْهُ ـ

অর্থাৎ নিশ্চয় ওই বিদ্'আত-ই হাসানাহ্, যা শরীয়তের উদ্দেশ্যের অনুরূপ হয়, তাকে সুন্নাত বলা হয়। সুতরাং আলিম, বুযুর্গ ও ওলীগণের কবরের উপর ঘর নির্মাণ করা ও গিলাফ চড়ানো জায়েজ কাজ, যদি তা দ্বারা সাধারণ মানুষের চোখে তাঁদের সম্মান প্রকাশ করা উদ্দেশ্য হয়, যাতে তারা এ কবরকে তুচ্ছজ্ঞান না করে।

অনুরূপ, আল্লামা শামী 'তানক্বীহুল হামেদিয়া'য় উল্লেখ করেছেন- "এটা একটা বৈধ কাজ। এতে বাধা দেওয়া উচিৎ হবে না।"

---o---

در اثبات ایقاد شموع وقنادیل بر مزارات اولیاء رحمہم اللہ تعالی

আউলিয়া-ই কেরাম রাহিমাহুমুল্লাহু তা'আলা'র মাযারগুলোতে মোমবাতি ও ফানুস (প্রদীপ) জ্বালানো প্রসঙ্গে

'তাফসীর-ই রূহুল বয়ান'-এ উল্লেখ করা হয়েছে-

وَكَذَا اِيْقَادُ الْقَنَادِيْلِ وَالشَّمْعِ عِنْدَ قُبُوْرِ الْاَوْلِيَآءِ وَالصُّلَحَآءِ مِنْ بَابِ التَّعْظِيْمِ وَالْاِجلاَلِ لِلْاَوْلِيَآءِ فَالْمَقْصُوْدُ مِنْهَا مَقْصَدٌ حَسَنٌ وَنَذْرُ الزَّيْتِ وَالشَّمْعِ لِلْاَوْلِيَاءِ يُوْقَدُ عِنْدَ قُبُوْرِهِمْ تَعْظِيْمًا لَّهُمْ وَمَحَبَّةً مِّنْهُمْ جَآئِزٌ اَيْضًا لاَ يَنْبَغِى النَّهْىُ عَنْهُ۔

অর্থাৎ অনুরূপ, ওলী-বুযুর্গদের মাযারে ফানুস ও মোমবাতি জ্বালানো ওলীগণের প্রতি সম্মান ও মর্যাদা প্রদর্শনের সামিল। এগুলোতে উদ্দেশ্য থাকে ভালো। তাঁদের কবর (সমাধি)'র পাশে মোমবাতি ও তেল জ্বালানোর মান্নত করা, তাঁদের প্রতি সম্মান দেখানো ও ভালবাসা প্রদর্শনের জন্য হলে জায়েয। তাতে নিষেধ করা উচিৎ নয়।

ইমাম, আল্লামা, আরিফ বিল্লাহ্, আমার সরদার আবদুল গণী ইবনে ইসমাঈল ইবনে আবদুল গণি নাবলূসী ক্বাদ্দাসাল্লাহু সির্‌রাহুল আযীয তাঁর প্রসিদ্ধ কিতাব 'হাদীক্বাতুন্নাদিয়্যাহ্ শরহু তারীক্বাতিল মুহাম্মাদিয়্যাহ্': ২য় খণ্ডে লিখেছেন, আমার পিতা রাহিমাহুল্লাহু তা'আলা তাঁর লিখিত 'শরহে দুরার'-এর ব্যাখ্যাগ্রন্থে বিভিন্ন মাসআলা লিখতে গিয়ে এটাও লিখেছেন-

اِخْرَاجُ الشُّمُوْعِ اِلَى الْقُبُوْرِ بِدْعَةٌ وَاِتْلاَفُ مَالٍ كَذَا فِى الْبَزَّازِيَّةِ اھ وَهٰذَا كُلُّهُ اِذَا خَلاَ عَنْ فَائِدَةٍ وَاَمَّا اِذَا كَانَ مَوْضَعُ الْقُبُوْرِ مَسْجِدًا اَوْ عَلٰى طَرِيْقٍ اَوْ كَانَ هُنَاكَ اَحَدٌ جَالِسٌ اَوْ كَانَ قَبْرُ وَلِيٍّ مِّنَ الْاَوْلِيَآءِ اَوْعَالِمٍ مِنَ

الْمُحَقِّقِيْنَ تَعْظِيْمًا الرُّوْحَةَ الْمُشْرِقَةَ عَلٰى تُرَابِ جَسَدِهٖ كَاِشْرَاقِ الشَّمْسِ عَلَى الْاَرْضِ اِعْلَامًا لِلنَّاسِ اَنَّهٗ وَلِيٌّ لِيَتَبَرَّكُوْا بِهٖ وَيَدْعُو اللّٰهَ تَعَالٰى عِنْدَهٗ فَيُسْتَجَابَ لَهُمْ فَهُوَ اَمْرٌ جَآئِزٌ لَا مَنْعَ مِنْهُ۔ وَالْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ۔

অর্থাৎ কবর-সমাধিগুলোর দিকে মোমবাতি বের করা (জ্বালানো) বিদ্'আত ও অর্থ-অপচয় করা। 'ফাতাওয়া-ই বায্যাযিয়া'য় এমনটি রয়েছে। এটার পূর্ণটাই তেমনি হবে, যদি তাতে কোন উপকার না থাকে। আর যদি কবরগুলোর স্থানে মসজিদ থাকে, অথবা তা পথের উপর (পাশে) হয়, অথবা সেখানে কেউ উপবিষ্ট থাকে, অথবা তা কোন ওলীর কবর (মাযার) হয় কিংবা কোন মুহাক্কিক্বি আলিমের কবর হয়, তবে তাঁর দাফনকৃত শরীরের উপরস্থ মাটির উপর তাঁর সম্মানার্থে এমনভাবে আলো জ্বালানো হয়, যেভাবে যমীনের উপর সূর্যের আলো উদ্ভাসিত হয়, তাও এজন্য যে, লোকজনকে জানিয়ে দেয়া হয় যে, মাযারে অবস্থানরত ব্যক্তি একজন ওলী, যাতে লোকেরা তাঁর নিকট থেকে বরকত হাসিল করে ও আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে দো'আ করে ও তা কবূল হবে, তাহলে তা জায়েয, তাতে নিষেধ করা যাবে না। আমলগুলোর সাওয়াব নির্ভর করে নিয়্যতগুলোর উপর।

---o---

دربیان جواز جماعت ثانیہ
দ্বিতীয় জমা'আত জায়েয

ফাতাওয়া-ই শামী: ১ম খণ্ড: দ্বিতীয় জমা'আত শীর্ষক মাত্বলাব বা অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে-

مَطْلَبُ تَكْرَارِ الْجَمَاعَةِ وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلٰى اَنَّهُ لاَيُكْرَهُ تَكْرَارُ الْجَمَاعَةِ فِىْ مَسْجِدٍ وَاحِدٍ ـ سَيَذْكُرُهُ فِىْ بَابِ الْاَذَانَ وَالْاِقَامَةِ وَاَيْضًا فِيْهِ فِىْ كَرَاهَةِ تَكْرَارِ الْجَمَاعَةِ ـ

অর্থাৎ মতান্তরে, একই মসজিদে একাধিক জামা'আত মাকরূহ নয়।
ইমাম আবূ ইয়ূসুফ আলায়হির রাহমাহ্ থেকে বর্ণিত-

اِذَا لَمْ يَكُنْ عَلٰى الْهَيْئَةِ الْاُوْلٰى لاَ تُكْرَهُ وَاِلاَّ تُكْرَهُ وَهُوَ الصَّحِيْحُ ـ

অর্থাৎ দ্বিতীয় জমা'আত যদি প্রথম জমা'আতের আকারে না হয় তাহলে মাকরূহ্ হবে না, অন্যথায় মাকরূহ্ হবে। এটাই বিশুদ্ধ অভিমত।

وَبِالْعُدُوْلِ عَنِ الْمِحْرَابِ تَخْتَلِفُ الْهَيْئَةُ كَذَا فِى الْبَزَّازِيَّةِ

অর্থাৎ আর মিহরাব থেকে সরে এসে (মসজিদের অন্যত্র) জমা'আত কায়েম করলে 'আকার' বদলে যাবে। ফাতাওয়া-ই বায্যাযিয়া'য় এমনটি রয়েছে।

وَاَيْضًا فِيْهِ قَدْ عَلِمْتَ اَنَّ الصَّحِيْحَ اَنَّهُ يُكْرَهُ تَكْرَارُ الْجَمَاعَةِ وَاِذَا لَمْ تَكُنْ عَلَى الْهَيْئَةِ الْاُوْلٰى لاَتُكْرَهُ وَيَنَالُ فَضِيْلَةَ الْجَمَاعَةِ سَيَأْتِىْ فِىْ بَابِ الْاِمَامَةِ ـ

অর্থাৎ তাতে আরো উল্লেখ করা হয়েছে যে, তুমি জানতে পেরেছো যে, বিশুদ্ধ অভিমত হচ্ছে সানী জমা'আত মাকরূহ। অবশ্য যদি তা প্রথম জমা'আতের আকারে না হয়, তবে মাকরূহ্ নয় এবং তারা জমা'আতের সাওয়াব পাবে। এটা 'ইমামত'-এর বর্ণনা সম্বলিত অধ্যায়েও উল্লেখ করা হবে।

وَاَيْضًا فِيْهِ قَدْ مَرَّ اَنَّهُ لاَكَرَاهَةَ فِىْ تَكْرَارِ الْجَمَاعَةِ فِيْهِ اِجْمَاعًا ـ فَلْيَتَأَمَّلْ هٰذَا ـ وَقَدَّمْنَاهُ فِىْ بَابِ الْاَذَانِ ـ

অর্থাৎ তাতে এও রয়েছে যে, একথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, দ্বিতীয়বার জমা'আত করা মাকরূহ্ হবার কারণ নেই। এর উপর ইজমা' হয়েছে। সুতরাং এ বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করা দরকার। 'আযান' পর্বে আমরা একথা ইতোপূর্বেও উল্লেখ করেছি।

হযরত আবূ ইয়ূসুফ আলায়হি্ রাহমাহ্ থেকে বর্ণিত-

اِذَا لَمْ تَكُنِ الْجَمَاعَةُ عَلَى الْهَيْئَةِ الْاُوْلٰى لاَ تَكْرَهُ وَهُوَ الصَّحِيْحُ وَبِالْعُدُوْلِ عَنِ الْمِحْرَابِ تَخْتَلِفُ الْهَيْئَةُ۔

অর্থাৎ যদি দ্বিতীয় জমা'আত প্রথম জমা'আতের আকারে না হয়, তবে মাকরূহ্ নয়। এটাই বিশুদ্ধ অভিমত। মিহরাব থেকে সরে মসজিদের অন্যত্র জমা'আত কায়েম করলে এ 'আকার' ভিন্ন হয়ে যায়।

ফাতাওয়া-ই মাওলানা আবদুল হাই লক্ষ্ণৌভী: ১ম খণ্ডে লিখেছেন,

فَهُوَ الصَّحِيْحُ اَنَّهُ لَايُكْرَهُ تَكْرَارُ الْجَمَاعَةِ -اِذَا لَمْ تَكُنِ الْجَمَاعَةُ عَلٰى الْهَيْئَةِ الْاُوْلٰى لاَ تَكْرَهُ وَهُوَ الصَّحِيْحُ - عَلَيْهِ الْفَتْوٰى۔

অর্থাৎ দ্বিতীয় জমা'আত যদি প্রথম জমা'আতের আকারে না হয়, তবে তা মাকরূহ্ নয়। এটাই বিশুদ্ধ অভিমত, ফাত্ওয়া এটার উপরই।

وَالْاَصَحُّ اَنَّهُ لَوْجَمَعَ اَهْلُهُ وَيَنَالُ فَضِيْلَةَ الْجَمَاعَةِ۔ وَاَيْضًا فِيْهِ۔ وَعَنْ اَبِىْ يُوْسُفَ عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ اِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى الْهَيْئَةِ الْاُوْلٰى لاَ تَكْرَهُ وَهُوَ الصَّحِيْحُ وَعَلَيْهِ الْفَتْوٰى۔

অর্থাৎ বিশুদ্ধতম অভিমত হচ্ছে- যদি মসজিদের মুসল্লীগণ সমবেত হয়, (এবং সানী জমা'আত পড়ে) তাহলে তারা জমা'আতের ফযীলত (সাওয়াব) পাবে। তাতে আরো উল্লেখ করা হয়েছে যে, হযরত আবূ ইয়ূসুফ আলায়হি্ রাহমাহ্ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (দ্বিতীয় জমা'আত) প্রথম জমা'আতের আকারে না হলে মাকরূহ নয়; এটাই বিশুদ্ধ অভিমত, এটার উপরই ফাত্ওয়া।

'রাসা-ইলুল আরকান' প্রথম খণ্ডে লিপিবদ্ধ হয়েছে-

هَلْ يُصَلّٰى بِالْجَمَاعَةِ مُكَرَّرًا فِىْ مَسْجِدٍ وَاحِدٍ؟ فَاِنْ كَانَ عَلٰى قَارِعَةِ الطَّرِيْقِ اَوْلَمْ يَكُنْ لَّهُ اِمَامٌ مُعَيَّنٌ يَجُوْزُ بِالْاِتِّفَاقِ وَاِلَّا يَجُوْزُ عِنْدَ بَعْضِ

الْمَشَآئِخِ وَعَلَيْهِ الْفَتْوٰى۔

অর্থাৎ প্রশ্ন: একই মসজিদে দ্বিতীয় জমা'আতে নামায পড়া যাবে কিনা?
উত্তর: মসজিদটি যদি রাস্তার পাশে হয় অথবা তাতে কোন নির্দ্ধারিত ইমাম না থাকে, তবে সর্বসম্মতিক্রমে জায়েয। অন্যথায় কিছু সংখ্যক মাশাইখের মতে জায়েয; এটার উপর ফাত্ওয়া।
'ফাতাওয়া-ই লা-বুদ্দিয়াহ্'-তে উল্লেখ করা হয়েছে-

وَعَنْ اَبِىْ يُوْسُفَ عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ اِذَا لَمْ تَكُنِ الْجَمَاعَةُ عَلَى الْهَيْئَةِ الْاُوْلٰى لَا تُكْرَهُ وَهُوَ الصَّحِيْحُ وَعَلَيْهِ الْفَتْوٰى۔

অর্থাৎ হযরত ইমাম আবূ ইয়ূসুফ আলায়হি্ রাহমাহ্ থেকে বর্ণিত, (তিনি বলেন) যদি দ্বিতীয় জমা'আত প্রথম জমা'আতের আকারে না হয় তাহলে মাকরূহ নয়; এটাই বিশুদ্ধ অভিমত। ফাত্ওয়াও এটার উপর।
'ফাতাওয়া-ই আলমগীরী': ১ম খণ্ডে উল্লেখ করা হয়েছে যে,

اَلْمَسْجِدُ اِذَا كَانَ لَهٗ اِمَامٌ مَّعْلُوْمٌ وَجَمَاعَةٌ مَعْلُوْمَةٌ فِىْ مَحَلَّةٍ فَصَلّٰى اَهْلُهٗ فِيْهِ بِالْجَمَاعَةِ لَايُبَاحُ تَكْرَارُهَا فِيْهِ بِاَذَانٍ ثَانٍ۔

অর্থাৎ মসজিদটি যদি এমন হয় যে, তাতে নির্দিষ্ট ইমাম রয়েছেন, নির্দ্ধারিত সময়ে মহল্লায় জমা'আতও হয়, অতঃপর সেটার মুসল্লীগণ তাতে জমা'আতও পড়ে নিয়েছে, তাহলে দ্বিতীয়বার আযান দিয়ে দ্বিতীয় জমা'আত পড়া জায়েয হবে না।
তিরমিযী শরীফে হাদীস শরীফ বর্ণিত হয়েছে-

لَا بَأْسَ اَنْ يُصَلِّىَ الْقَوْمُ جَمَاعَةً فِىْ مَسْجِدٍ قَدْ صُلِّىَ فِيْهِ۔

অর্থাৎ এমন মসজিদে, যাতে (একবার জমা'আত সহকারে) নামায পড়া হয়েছে, লোকেরা (পুনরায়) জমা'আত সহকারে নামায পড়লে কোন ক্ষতি নেই।

---o---

دربیان مناجات
মুনাজাতের বিবরণ

আযানের পর হাত তুলে দো'আ করা সুন্নাত। যেমন- 'ফাত্হুল মু'ঈন ফী শরহে 'ক্বুররাতিল 'আয়ন'-এ শায়খ যায়নুল আবেদীন ইবনে আবদুল আযীয, ইবনে হাজরের ছাত্র বলেছেন, "প্রত্যেক মুআয্যিন ও ইক্বামত সম্পন্নকারীর জন্য সুন্নাত হচ্ছে- আযান ও ইক্বামতের প্রত্যেকটা সমাপ্ত করার পর নবী-ই করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর উপর সালাত ও সালাম পেশ করা; যদি দীর্ঘ হয় ও উভয়ের মধ্যে ব্যবধান রচনা করা হয়। অন্যথায় উভয়টির জন্য একটি মাত্র দো'আই যথেষ্ট। অতঃপর তাদের প্রত্যেকে দু'হাত তুলে বলবে-

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ الخ

(আল্লা-হুম্মা রব্বা হা-যিহিদ্দা'ওয়াতিত্ তা-ম্মাতি...শেষ পর্যন্ত, আযানের দো'আ)।

'ফাত্ওয়া-ই ইমদাদিয়া'তে উল্লেখ করা হয়েছে-

প্রশ্নঃ দ্বীনের বিজ্ঞ আলিমগণ ও সুদৃঢ় শরীয়তের মুফতীগণ! এ মাসআলায় আপনাদের অভিমত ব্যক্ত করুন- 'আযানের পর হাত তুলে দো'আ করা কি?'

জবাবঃ গভীর অনুসন্ধানক্রমে, আযানে হাত তুলে দো'আ করার বিষয়টা তো দেখা যায়নি, কিন্তু নিঃশর্তভাবে দো'আয় হাত তোলা বাণীগত ও কর্মগতভাবে সরাসরি নবী-ই করীমের সূত্রে বর্ণিত ও সাহাবা-ই কেরামের সূত্রে বর্ণিত বহু প্রসিদ্ধ হাদীস শরীফ দ্বারা প্রমাণিত। এগুলোতে কোন দো'আর কথা বিশেষ করে বলা হয়নি। সুতরাং দলীলগুলোর শর্তহীনতা বা ব্যাপকতার ভিত্তিতে আযানে হাত তোলা সুন্নাত হবে। (আশরাফ আলী থানভী) দু'ঈদের মুনাজাত করাও সুন্নাত হবে। (বেহশতী গাওহার, ১১শ খণ্ড)

মাসিক 'পয়াম-ই হক্ব' করাচী, মার্চ, ১৯৮০ সংখ্যায় বলা হয়েছে-

প্রশ্নঃ "এবং আযানের পর হাত তুলে দো'আ করার মধ্যে কোন অসুবিধা আছে কি?" এর প্রশ্নকর্তা হচ্ছে-আহমদ হোসেন সাহেব, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।

জবাবঃ এ দু' স্থানে হাত তুলে দো'আ করার মধ্যে মন্দ কিছু নেই; বরং এ কাজ 'মুস্তাহসান' (মুস্তাহাব) ও সাওয়াবদায়ক। (পয়াম-ই হক্বের মুফতী হলেন- মুফতী শফী দেওবন্দী, করাচী)

رَوٰى مُحَمَّدُ بْنُ حَسَنِ نِ الشَّيْبَانِىُّ عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ فِىْ كِتَابِهِ الْاٰثَارِ ـ اَخْبَرَنَا اَبُوْحَنِيْفَةَ عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِمَا الرَّحْمَةُ قَالَ كَانَتِ الصَّلٰوةُ فِى الْعِيْدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ يَقِفُ الْاِمَامُ عَلٰى رَاحِلَةٍ بَعْدَ الصَّلٰوةِ فَيَدْعُوْ وَيُصَلِّىْ بِغَيْرِ اَذَانٍ وَلَااِقَامَةٍ ـ

অর্থাৎ ইমাম মুহাম্মদ ইবনে হাসান শায়বানী আলায়হি রাহমাহ্ তাঁর কিতাব 'আল-আ-সার'-এ বর্ণনা করেছেন, আমাদেরকে খবর দিয়েছেন 'ইমাম আবূ হানীফা আলায়হিমার রাহমাহ্ হযরত হাম্মাদ থেকে, তিনি হযরত ইব্রাহীম আলায়হির রহমাহ্ থেকে। তিনি বলেন- দু' ঈদে নামায পড়া হবে খোৎবার পূর্বে। তারপর নামাযের পর ইমাম একটি বাহনের উপর দাঁড়াবেন। তারপর দো'আ করবেন। আর এ নামায পড়বেন আযান ও ইক্বামত ছাড়া।

প্রত্যেক চার রাক্'আত তারাবীর নামাযের পর মুনাজাত করা মুস্তাহাব। যেমন- 'বাদাই-'উস্ সানা-ই': ১ম খণ্ড: ২৯০ পৃষ্ঠায় এটা লিপিবদ্ধ হয়েছে। ইবারতটি নিম্নরূপ-

مِنْهَا اَنَّ الْاِمَامَ كُلَّمَا صَلّٰى تَرْوِيْحَةً يَقْعُدُ بَيْنَ التَّرْوِيْحَتَيْنِ قَدْرَ تَرْوِيْحَةٍ يُسَبِّحُ وَيُهَلِّلُ وَيُكَبِّرُ وَيُصَلِّىْ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ وَيَدْعُوْ وَيَنْتَظِرُ اَيْضًا بَعْدَ الْخَامِسَةِ قَدْرَ تَرْوِيْحَةٍ ـ

অর্থাৎ একটা এও যে, ইমাম যখন এক তারভীহাহ্ (চার রাক্'আত) সমাপ্ত করবেন, তখন দু' তারভীহার মধ্যখানে এক তারভীহাহ্ পরিমাণ সময়ের জন্য বসবেন। তখন তাসবীহ্, তাহলীল ও তাকবীর (সুবহা-নাল্লাহ্, লা-ইল্লাহ্ ইল্লাল্লাহ্, আল্লাহু আকবার) পড়বেন। আর নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর উপর দুরূদ শরীফ পড়বেন এবং দো'আ করবেন। (এটা উত্তম) তাছাড়া, পঞ্চম তারভীহার পরও এক তারভীহাহ্ পরিমাণ অপেক্ষা করবেন।

এ কারণে মৌলভী কারামত আলী সাহেব তাঁর 'মিফতাহুল জান্নাত'-এ এটাকে মুস্তাহাব লিখেছেন। মৌলভী আশরাফ আলী থানভী (বেহেশতী গওহার'-এর ৯০ পৃষ্ঠায় লিখেছেন- **মাসআলা:** দু'ঈদের নামাযের পর দো'আ করা যদিও নবী-ই করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম, তাঁর সাহাবীগণ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম আজমা'ঈন, তাবে'ঈন ও তব'ই তাবে'ঈন রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম থেকে উদ্ধৃত নয়, কিন্তু যেহেতু প্রত্যেক নামাযের পর দো'আ করা সুন্নাত, সেহেতু দু'ঈদের নামাযের পর দো'আ করাও সুন্নাত হবে।

دربیان تقبیل الابہامین عندالشہادتین فی الاذان والاقامۃ

আযান ও ইক্বামতে উভয় শাহাদতের সময় বৃদ্ধাঙ্গুলী যুগলে চুম্বন করে দু'চোখে মসেহ্ করার বিবরণ

'খাযীনাতুল আসরার'-এ উল্লেখ করা হয়েছে-

ذَكَرَ بَعْضُ الصَّالِحِينَ اَنَّهُ لَقِىَ الْخَضِرَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ مَنْ قَبَّلَ ظَفْرَ اِبْهَامَيْهِ وَيَمْسَحُ بِهِمَا عَلٰى عَيْنَيْهِ اَمِنَ مِنْ وَجَعِ الْعَيْنِ حِيْنَ يَقُوْلُ الْمُؤَذِّنُ فِى الْاَذَانِ وَالْاِقَامَةِ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَيَقُوْلُ الْمُسْتَمِعُ مَعْ ذٰلِكَ مَرْحَبًا بِكَ يَاحَبِيْبِىْ وَقُرَّةُ عَيْنِىْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ كَذَا فِىْ خَوَاصِّ الْقُرْاٰنِ

অর্থাৎ কোন নেক্কার বুযুর্গ ব্যক্তি উল্লেখ করেছেন, তিনি হযরত খাদ্বির আলায়হিস্ সালাম-এর সাথে সাক্ষাত করেছেন। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি তার উভয় বৃদ্ধাঙ্গুলির নখে চুমু খেয়ে তার দু'চোখে ওই দু'টি বুলিয়ে নেবে সে চোখের ব্যথা থেকে নিরাপদ থাকবে; যখন মুআয্যিন 'আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রসূলুল্লাহ' বলবেন আর শ্রোতা বলবে, 'মারহাবাম বিকা ইয়া হাবীবী ওয়া ক্বুর্‌রাতু 'আয়নী ইয়া রাসূলাল্লাহ্'। 'খাওয়াস্সুল ক্বোরআন'-এ এমনি রয়েছে।

আল্লামা ক্বোহেস্তানী তাঁর 'আল কবীর'-এ 'কান্‌যুল 'ওববাদ'-এর বরাতে লিখেছেন-

اِعْلَمْ اَنَّهُ مُسْتَحَبٌّ اَنْ يُقَالَ عِنْدَ اِسْتِمَاعِ الْاُوْلٰى مِنَ الشَّهَادَةِ الثَّانِيَةِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَعِنْدَ اِسْتِمَاعِ الثَّانِيَةِ قُرَّةُ عَيْنِىْ بِكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ثُمَّ يُقَالُ اَللّٰهُمَّ مَتِّعْنِىْ بِالسَّمْعِ وَالْبَصَرِ بَعْدَ وَضْعِ ظَفْرَىِ الْاِبْهَامَيْنِ عَلَى الْعَيْنِ فَاِنَّهُ ﷺ يَكُوْنُ قَائِدًا لَّهُ اِلَى الْجَنَّةِ۔

অর্থাৎ জেনে রেখো- এটা আযান ও ইক্বামতের দ্বিতীয় 'শাহাদত'-এর প্রথম

বারের 'শাহাদত' (আশহাদু আন্না মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্) শোনার সময় 'সাল্লাল্লাহু আলায়কা ইয়া রসূলাল্লাহ্' এবং দ্বিতীয়বারের এ শাহাদত শোনার সময় 'ক্বুর্‌রাতু 'আয়নী বিকা এয়া রাসূলাল্লাহ্' বলা, অতঃপর 'আল্লা-হুম্মা মাত্তি'নী-বিস্‌সাম'ই ওয়াল বাসারি' দু'হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলিতে (চুমু খাওয়ার পর) দু' চোখের উপর রাখার পরক্ষণে বলা মুস্তাহাব। আর নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তার আগে আগে র'য়ে তাকে জান্নাতে নিয়ে যাবেন।

'ক্বাসাসুল আম্বিয়া' ও অন্যান্য কিতাবে উল্লেখ করা হয়েছে,

اَنَّ اٰدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اِشْتَاقَ اِلٰى لِقَاءِ مُحَمَّدٍ ﷺ حِيْنَ كَانَ فِى الْجَنَّةِ فَاَوْحَى اللّٰهُ تَعَالٰى اِلَيْهِ هُوَ مِنْ صُلْبِكَ وَيَظْهَرُ فِى اٰخِرِ الزَّمَانِ فَسَأَلَ لِقَاءَ مُحَمَّدٍ ﷺ حِيْنَ كَانَ فِى الْجَنَّةِ فَاَوْحَى اللّٰهُ تَعَالٰى اِلَيْهِ فَجَعَلَ اللّٰهُ النُّوْرَ الْمُحَمَّدِىَّ فِىْ اِصْبَعِهِ الْمُسَبِّحَةِ مِنْ يَدِهِ الْيُمْنٰى فَسَبَّحَ ذٰلِكَ النُّوْرُ - فَلِذٰلِكَ سُمِّيَتْ تِلْكَ الْاِصْبَعُ مُسَبِّحَةً كَذَا فِى رَوْضَةِ الْفَائِقِ -

وَاَظْهَرَ اللّٰهُ تَعَالٰى جَمَالَ حَبِيْبِهٖ فِىْ صَفَارِ ظُفْرَىْ اِبْهَامَيْهِ مِثْلَ الْمِرْاٰةِ فَقَبَّلَ اٰدَمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ظُفْرَىْ اِبْهَامَيْهِ وَمَسَحَ عَلٰى عَيْنَيْهِ فَصَارَ اَصْلاً لِذُرِّيَّتِهٖ فَلَمَّا اَخْبَرَ جِبْرَآئِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ النَّبِىَّ ﷺ بِهٰذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ ﷺ مَنْ سَمِعَ اِسْمِىْ فِى الْاَذَانِ فَقَبَّلَ ظُفْرَىْ اِبْهَامَيْهِ وَمَسَحَ عَلٰى عَيْنَيْهِ لَمْ يَعْمَ اَبَدًا

অর্থাৎ নিশ্চয় হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম যখন জান্নাতে ছিলেন তখন হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে সাক্ষাতের আগ্রহ প্রকাশ করলেন। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে ওহী মারফত জানিয়ে দিলেন যে, তিনি তোমার ঔরশে জন্মগ্রহণ করবেন এবং প্রকাশ পাবেন শেষ যমানায়।

সুতরাং তিনি হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সাক্ষাতপ্রার্থী হলেন, যখন তিনি জান্নাতে অবস্থান করছিলেন। অতঃপর তিনি তাঁর প্রতি ওহী করলেন। তখন আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মুহাম্মদ মোস্তফার নূরকে তার ডান হাতের শাহাদত আঙ্গুলে রাখলেন। তখন

ওই নূর তাসবীহ্ (আল্লাহর পবিত্রতা বাক্য) পাঠ করলো। এ কারণে ওই আঙ্গুলকে 'মুসাব্বিহা' (তাসবীহ্ ঘোষণাকারী) নামে নামকরণ করা হয়েছে। 'রওযাতুল ফা-'ইক্ব' কিতাবে এমনই রয়েছে।

আর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর হাবীবের সৌন্দর্যকে তাঁর (হযরত আদম) দু' বৃদ্ধাঙ্গুলীর নখের পিঠের উপর আয়নার মতো প্রকাশ করলেন। অতঃপর হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম তাঁর দু'বৃদ্ধাঙ্গুলীর নখে চুমু খেলেন এবং তাঁর দু' চোখের উপর মসেহ্ করলেন। সুতরাং এ আমলটা তাঁর বংশধরের জন্য দলীল হয়ে গেলো। অতঃপর যখন হযরত জিব্রাঈল আলায়হিস্ সালাম নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে এ ঘটনার খবর দিলেন তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, "যে ব্যক্তি আযানে আমার নাম শুনবে, অতঃপর তার দু'বৃদ্ধাঙ্গুলিতে চুমু খেয়ে তার দু'চোখের উপর মালিশ করবে, সে কখনো অন্ধ হবে না।"

ইমাম সাখাভী তাঁর 'শরহে ইয়ামানী'তে উল্লেখ করেছেন, "দু'বৃদ্ধাঙ্গুলির নখে চুম্বন করে দু'চোখের উপর মালিশ করা মাকরূহ্; কারণ এটা কোন হাদীসে বর্ণিত হয়নি। হলেও তাতে যা আছে তা সঠিক নয়।" কিন্তু বিজ্ঞ আলিমগণ আমলগুলোর ক্ষেত্রে 'দুর্বল' (দ্বা'ঈফ) হাদীসকে দলীল হিসেবে পেশ করাকে জায়েয বা বৈধ বলেছেন। সুতরাং উল্লিখিত হাদীস শরীফ মারফূ' পর্যায়ের না হওয়ার কারণে সেটার বিষয়বস্তু অনুসারে আমল না করাকে অপরিহার্য করে না।

আর আল্লামা ক্বোহেস্তানী, উপরে মুস্তাহাব বলে যে মন্তব্য করা হয়েছে তা সঠিক বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। ইমাম মক্কী আলায়হির রাহমাহ্র বাণী আমাদের জন্য যথেষ্ট। কারণ, শায়খ সোহ্রাওয়ার্দী আলায়হির রাহমাহ্ 'আওয়ারিফুল মা'আরিফ'-এ সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তাঁর ইল্ম ছিলো যথেষ্ট, স্মরণশক্তি ছিলো খুব বেশী এবং তাঁর অবস্থা (হাল) ছিলো শক্তিশালী।

কেউ কেউ বলেছেন, 'ক্বুওয়াতুল ক্বুলূব' কিতাবে যা লিখা হয়েছে সবই অত্যন্ত উত্তম, আল্লাহরই প্রশংসাক্রমে। 'তাফসীর-ই রূহুল বয়ান': অষ্টম খণ্ড: সূরা আহযাবের এ আয়াতের ব্যাখ্যায় এ কথা বলা হয়েছে-وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا (আল্লাহ্কে খুব স্মরণ করো)। তন্মধ্যে একটি অভিমত হচ্ছে- "আযানে তাঁর নাম শরীফ শুনে তাঁর দুরূদ শরীফ পাঠ করো।"

আল্লামা ক্বোহেস্তানী তাঁর 'শরহে কাবীর'-এ 'কান্যুল ওব্বাদ' থেকে উদ্ধৃত করেছেন-

اِعْلَمْ اَنَّهٗ مُسْتَحَبٌّ اَنْ يُقَالَ عِنْدَ سِمَاعِ الْاُوْلٰى مِنَ الشَّهَادَةِ الثَّانِيَةِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَعِنْدَ سِمَاعِ الثَّانِيَةِ وَقُرَّةُ عَيْنِىْ بِكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ثُمَّ يُقَالُ اَللّٰهُمَّ مَتِّعْنِىْ بِالسَّمْعِ وَالْبَصَرِ بَعْدَ وَضْعِ ظَفَرَىِ الْاِبْهَامَيْنِ عَلَى الْعَيْنَيْنِ فَاِنَّهٗ ﷺ يَكُوْنُ قَائِدًا لَّهٗ اِلَى الْجَنَّةِ۔

অর্থাৎ জেনে রেখো যে, আযানের দ্বিতীয় শাহাদতের প্রথম শাহাদত (আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রসূলুল্লাহ্) শুনে দু'হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলীর নখ দু'চোখের উপর রেখে 'সাল্লাল্লাহু আলায়কা ইয়া রাসূলাল্লাহ্' এবং 'দ্বিতীয় শাহাদত শুনে 'ক্বুর্‌রাতু 'আয়নী বিকা ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ও আল্লাহুম্মা মাত্তি'নী- বিস্‌সাম'ই ওয়াল বাসারি' বলা মুস্তাহাব। কারণ, (এটা বললে) রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাদের জন্য বেহেশতের দিকে চালনাকারী হবেন। কেউ কেউ বলেছেন-

দু'বৃদ্ধাঙ্গুলির পিঠ (চুমু খেয়ে) দু'চোখের উপর মালিশ করার পর এ দো'আ পড়বে- اَللّٰهُمَّ مَتِّعْنِىْ بِالسَّمْعِ وَالْبَصَرِ (আল্লা-হুম্মা মাত্তি'নী বিস্‌সাম'ই ওয়াল বাসার)।

আর 'সালাওয়াত-ই নাজমী'তে বলেছেন, "উভয় হাতের নখ, অর্থাৎ প্রত্যেক বৃদ্ধাঙ্গুলির নখকে চোখের উপর রাখবে, এবং মসেহ্ করবে।"

তাছাড়া, 'মুহীত্ব'-এ উল্লেখ করা হয়েছে যে, 'আল্লাহ্‌র রসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম মসজিদ শরীফে তাশরীফ আনলেন এবং 'সুতূন'- (স্তম্ভ)'র নিকট বসলেন। আর সিদ্দীক্ব-ই আকবার রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুও হুযূর-ই করীমের সামনে বসলেন। হযরত বিলাল উঠলেন এবং আযান দিতে লাগলেন। তিনি যখন বললেন, 'আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রসূলুল্লাহ্' তখন সিদ্দীক্বে আকবার তাঁর উভয় বৃদ্ধাঙ্গুলির নখ উভয় চোখের উপর রাখলেন আর বললেন, 'ক্বুর্‌রাতু 'আয়নী বিকা ইয়া রাসূলাল্লাহ্'। যখন হযরত বিলাল আযান শেষ করলেন, তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, "হে আবূ বকর! তুমি যে কাজটা করেছো সেটা অন্য যে কেউ করুক, আল্লাহ্ তা'আলা তার পুরাতন ও নতুন গুনাহ্‌গুলো ক্ষমা করে দেবেন; চাই সে গুনাহ্‌গুলো ইচ্ছাকৃতভাবে করুক কিংবা অনিচ্ছাকৃতভাবে করুক।"

হযরত শায়খ ইমাম আবূ তালেব মুহাম্মদ আলী মক্কী আলায়হির্ রাহমাহ্ 'ক্বুওয়াতুল ক্বুলূব'-এ হযরত ইবনে ওয়ায়নাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে

বর্ণনা করেন, হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম মসজিদ শরীফে তাশরীফ আনলেন- ১০ মুহার্‌রমে। এরপর জুমু'আর নামায সম্পন্ন করলেন। তারপর সুত্বন (স্তম্ভ) শরীফের পাশে অবস্থান করলেন। ইত্যবসরে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁর দু' বৃদ্ধাঙ্গুলীতে চুমু খেয়ে তাঁর দু' চোখের উপর মসেহ্ করলেন। আর বললেন, "ক্বুররাতু 'আয়নী বিকা ইয়া রসূলাল্লাহ্' সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম।" হযরত বিলাল যখন আযান সমাপ্ত করলেন, তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, "হে আবূ বকর! তুমি যা বলেছো, তা যে কেউ বলবে, আর আমার সাথে সাক্ষাতের আগ্রহ পোষণ করবে, আল্লাহ্ তা'আলা তার নতুন, পুরাতন, ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত এবং প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সব গুনাহ্ ক্ষমা করে দেবেন। আমিও তার ক্ষমার জন্য ফরিয়াদ করবো।"

'মুদ্বমিরাত'-এও এরূপ উল্লেখ করেছেন। আর 'ক্বাসাসুল আম্বিয়া' ইত্যাদিতে উল্লেখ করা হয়েছে-

اِنَّ اٰدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اِشْتَاقَ اِلٰى لِقَاءِ مُحَمَّدٍ ﷺ اِلٰى اٰخِرِهٖ –

অর্থাৎ নিশ্চয় আদম আলায়হিস্ সালাম হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সাক্ষাতের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করলেন। (শেষ পর্যন্ত)

[সূত্র. ফাতাওয়া-ই শামী: ১ম খণ্ড: পৃ. ৪১৩, ফাতাওয়া-ই মাওলানা আবদুল হাই লক্ষ্ণৌভী ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪২, জামে'উর রুমূয: ১ম খণ্ড: পৃ. ৫৬, হাদিয়াতুল হারামাঈন, পৃ. ৪৬, কিতাবুল ফাওয়াইদ: মিসরে মুদ্রিত, পৃ.১৫, ফাতহুল মুবীন: পৃ.৫৬৪ ও ৪৯২]

---o---

در بیان ثبوت آخری چہار شنبہ بماہ صفر المظفر

সফর মাসে আখেরী চাহার শম্বার গোসল প্রসঙ্গে

'জাওয়াহিরে কান্য': ৫ম খণ্ড: পৃ. ৬১৬ -এ উল্লেখ করা হয়েছে- সফর মাসের শেষ বুধবার সূর্যোদয়ের পূর্বে গোসল করবে। গোসল করার ও সূর্যোদয়ের পর দু' রাক্'আত নামায পড়বে। প্রথম রাক্'আতে (সূরা ফাতিহার পর) পড়বে- قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ ...الاية (ক্বুলিল্লা-হুম্মা মা-লিকাল্ মুলকি...) আর দ্বিতীয় রাক্'আতে (সূরা ফাতিহার পর পড়বে- قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ اَوِ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ (ক্বুলিদ্ 'উল্লা-হা উদ্'উর রাহমানা) সূরার শেষ পর্যন্ত। এরপর দুরূদ শরীফ পড়বে। তারপর সালাম ফেরানোর পর দুরূদ শরীফ পাঠ করে নিম্নলিখিত দো'আ পড়বে-

اَللّٰهُمَّ اصْرِفْ عَنِّیْ شَرَّ هٰذَا الْیَوْمِ وَاعْصِمْنِیْ مِنْ شُوْمِهٖ وَاجْتَنِبْنِیْ عَمَّا اَخَافُ فِیْهِ مِنْ نُحُوْسَاتِهٖ وَكُرُبَاتِهٖ بِفَضْلِكَ یَادَافِعَ الشُّرُوْرِ یَامَالِكَ النُّشُوْرِ وَیَآاَرْحَمَ الرَّاحِمِیْنَ۔

উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মাস্রিফ 'আন্নী শাররা হা-যাল ইয়াউমি ওয়া'সিমনী মিন শূ-মিহী- ওয়াজতানিবনী 'আম্মা- আখা-ফু ফী-হি মিন্ নুহু-সা-তিহী ওয়া কুরুবা-তিহী বিফাদ্বলিকা ইয়া-দা-ফি'আশ্ শুর্র-রি ইয়া মা-লিকান্ নুশূ-রি।

অর্থাৎ হে আল্লাহ্! আমার নিকট থেকে এ দিনের অনিষ্টকে দূরীভূত করে দাও, আর আমাকে রক্ষা করো সেটার বরকতশূন্যতা থেকে, আমাকে দূরে রাখো তা থেকে, যার সম্পর্কে আমি ভয় করি অর্থাৎ সেটার অমঙ্গল ও কষ্টাদি থেকে, তোমার অনুগ্রহক্রমে, হে অনিষ্টাদির অপসারণকারী, হে পুনরুত্থানের মালিক (নির্দেশদাতা), হে সর্বাধিক দয়ালু!

তাছাড়া, 'জাওয়াহির-ই কান্য': পঞ্চম খণ্ড: পৃ.৬১৭-এ উল্লেখ করা হয়েছে যে, জেনে রেখো, সফর মাসের শেষ বুধবার নিম্নলিখিত সাতটি 'সালাম' লিখে তা পানিতে ধৌত করবে এবং পান করবে-

سَلَامٌ قَوْلًا مِّنْ رَّبٍّ رَّحِیْمٍ۔ سَلَامٌ عَلٰی نُوْحٍ فِی الْعٰلَمِیْنَ۔ سَلَامٌ عَلٰی اِبْرَاهِیْمَ ۔ سَلَامٌ عَلٰی مُوْسٰی وَهَارُوْنَ ۔ سَلَامٌ عَلٰی اِلْیَاسِیْنَ۔ سَلَامٌ عَلَیْكُمْ طِبْتُمْ

فَادْخُلُوْهَا خَالِدِيْنَ - سَلَامٌ هِيَ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ -

উচ্চারণ: ১. সালামুন ক্বাউলাম মির রাব্বির রাহীম. ২. সালামুন 'আলা নূ-হিন ফিল 'আ-লামী-ন, ৩. সালামুন 'আলা-ইবরা-হীম, ৪. সালামুন আলা- মূসা ওয়া হা-রূন, ৫. সালামুন 'আলা ইল্ইয়াসীন, ৬. সালামুন আলায়কুম ত্বিবতুম ফাদ্খুলূ-হা খা-লিদীন এবং ৭. সালামুন হিয়া হাত্তা মাত্বলা'ইল ফাজ্রি।

মজমূ'আহ্-ই ফাতাওয়া, কৃত- মাওলানা আবদুল হাই লক্ষ্ণৌভী: ৩য় খণ্ড-এ উল্লেখ করা হয়েছে-

প্রশ্ন: সফরের জন্য অমঙ্গল কিংবা মঙ্গলের তারিখ নির্দ্ধারিত আছে কিনা? সফর মাসের শেষ বুধবার মঙ্গলশূন্য কিনা?

উত্তর: এ সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা রয়েছে। আমি সংক্ষেপে বলছি- কোন কোন কিতাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, আল্লাহর কিছু সংখ্যক বিশেষ দিন রয়েছে। তন্মধ্যে কিছুদিন হচ্ছে সৌভাগ্যপূর্ণ, আর কিছু মাস তেমন নয়। তাতে সাতটি দিন মঙ্গলশূন্য। সুতরাং ওই সাতটি দিন হচ্ছে- ৩য়, ৫ম, ১৬শ, ২১তম, ২৪তম, ২৫তম ও ২৬তম। আর বিশুদ্ধ সূত্রে এ কথা পৌঁছেছে যে, ক্বোরআন মজীদের يَوْمٍ نَحْسٍ مُّسْتَمِرٍّ (স্থায়ী অমঙ্গলের দিন) মানে 'বুধবার'।

তাছাড়া, 'আওরাদ-ই ইহসানী, পৃ. ৩০,
তাযকিরাতুল ওয়া'ইযীন: পৃ.২১৫,
'নাফিউল মুসলিমীন' পৃ. ২৮১ দ্রষ্টব্য।

---o---

در بیان ثبوت ہفت دانہ یوم عاشوراء
وفاتحۂ شب برات و پختن نان وحلوٰی

আশূরার দিনের 'হাফ্ত দানা' (সাতদানা) ও ফাতিহাখানি, শবে বরাত এবং রুটি ও হালুয়া তৈরী করার পক্ষে প্রমাণ

মাযাহিরে হক্ব: ২য় খণ্ড: কিতাবুয্ যাকাত, 'সাদক্বাহ্র ফযীলত' শীর্ষক অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে, হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন-

مَنْ وَسَّعَ عَلٰى عَيَالِهٖ فِى النَّفْقَةِ يَوْمَ عَاشُوْرَآءَ وَسَّعَ اللّٰهُ عَلَيْهِ سَآئِرَ السَّنَةِ

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আশুরার দিন তার পরিবারের সদস্যদের জন্য ব্যয়কে প্রশস্ত করবে আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য গোটা বছর প্রশস্ত করবেন।

হযরত সুফিয়ান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, "নিশ্চয় আমি সেটার অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি। আমি সেটা তেমনি পেয়েছি।"

হযরত মাওলানা শাহ্ আবদুল হক্ব মুহাদ্দিসে দেহলভী আলায়হির রাহমাহ্ তাঁর 'মা-সাবাতা বিস্ সুন্নাহ'য় লিখেছেন, হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন-

مَنْ وَسَّعَ عَلٰى عَيَالِهٖ يَوْمَ عَاشُوْرَآءَ لَمْ يَزَلْ فِىْ سَعَةٍ سَآئِرَ سَنَةٍ

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আশুরার দিন তার পরিবারের সদস্যদের জন্য ব্যয়কে প্রশস্ত করবে, তার জন্য সারা বছর রিযক্ব প্রশস্ত থাকবে।

'তাফসীর-ই রূহুল বয়ান' : প্রথম খণ্ডে উল্লেখ করা হয়েছে-

مَنْ وَسَّعَ عَلٰى عَيَالِهٖ وَاَهْلِهٖ يَوْمَ عَاشُوْرَآءَ وَسَّعَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ سَآئِرَ السَّنَةِ

অর্থাৎ যে ব্যক্তি তার পরিবার-পরিজনের জন্য আশুরার দিন ব্যয়কে প্রশস্ত করবে, আল্লাহ্ তা'আলা সারা বছর তার রিয্ক্বকে প্রশস্ত করবেন।

ফাতাওয়া-ই শামী: পরিবারের জন্য আশূরার দিন ব্যয় সম্প্রসারণ ও সুরমা লাগানো শীর্ষক মাত্বলাব (অধ্যায়)-এ উল্লেখ করা হয়েছে-

مَنْ وَسَّعَ عَلٰى عَيَالِهٖ يَوْمَ عَاشُوْرَآءَ وَسَّعَ اللّٰهُ عَلَيْهِ السَّنَةَ كُلَّهَا

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আশূরার দিনে তার পরিবারের জন্য ব্যয় সম্প্রসারণ করবে, আল্লাহ্ তার জন্য গোটা বছর প্রশস্ত করবেন।

হযরত জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন-

جَرَّبْتُهُ اَرْبَعِيْنَ عَامًا فَلَمْ يَتَخَلَّفْ

অর্থাৎ আমি দীর্ঘ চল্লিশ বছর যাবৎ এটার অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি; কিন্তু এর ব্যতিক্রম ঘটেনি।

তাছাড়া, 'ফাতাওয়া-ই শামী': ৫ম খণ্ড: কিতাবুল হাযারি ওয়াল ইবাহাহ্, (না-জায়েয ও জায়েয পর্ব)-এ উল্লেখ করা হয়েছে-

"আশূরার দিনে বিভিন্ন ধরনের দানার মিশ্রণে প্রশস্ত বা উন্নতমানের খাদ্য তৈরী ও পরিবেশন করা, যা আমাদের দেশে প্রচলিত আছে, বৈধ। 'দুর্রুল মুখ্তার'-এর ইবারত নিম্নে উদ্ধৃত হলো-

لَا بَأْسَ بِالْمُعْتَادِ خَلَطًا وَيُؤْجَرُ

অর্থাৎ প্রচলিত নিয়মের বিভিন্ন দানার সংমিশ্রণে খাবার তৈরী করায় ও পরিবেশনে কোন ক্ষতি নেই। তাতে সাওয়াব রয়েছে।

يُؤْجَرُ (তাতে সাওয়াব রয়েছে) শব্দটি দ্বারা একথা স্পষ্ট হয়েছে যে, অনুরূপ খাবার তৈরী করা 'মুস্তাহাব' ও 'ইবাদত'-এর পর্যায়ভুক্ত।

রদ্দুল মুহতার' (শামী)-এর ইবারত দীর্ঘ হবার কারণে এখানে পুরাটা উল্লেখ করলাম না। কারো মনে সংশয় থাকলে তিনি যেন ওই কিতাবে তা দেখে নেন।

'নুযহাতুল মাজালিস': ১ম খণ্ডে হাদীস শরীফ উল্লেখ করা হয়েছে-

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ وَسَّعَ عَلٰى عَيَالِهٖ وَاَهْلِهٖ يَوْمَ عَاشُوْرَآءَ وَسَّعَ اللّٰهُ عَلَيْهِ سَآئِرَ سَنَةٍ

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আশূরার দিন তার পরিবার-পরিজনের জন্য খাবারকে প্রশস্ত (উন্নত) করবে, আল্লাহ্ তা'আলা গোটা বছর তার জন্য প্রশস্ত করে দেবেন।

'শরহে মির'আতুল ইসলাম' ইয়াউমে আশূরার সুন্নাতসমূহের বিবরণ শীর্ষক পরিচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে-

وَيَتَصَدَّقُ عَلَى الْفُقَرَآءِ بِمَا وَجَدَ وَيَحْضُرُ مَجَالِسَ الذِّكْرِ وَيَسْقِىْ فِيْهِ وَيُطْعِمُ النَّاسَ وَيَكْسُو الْعَارِىَ وَيَمْسَحُ فِيْهِ بِرُؤْسِ الْاَيْتَامِ وَيَغْتَسِلُ فِيْهِ۔

অর্থাৎ এবং ফক্বীর-মিসকীনদেরকে সাদক্বাহ্ দেবে- যতটুকু সামর্থ্য হয়, যিক্র বা আলোচনা মাহফিলে হাযির হবে, তাতে শরবৎ বা পানি পান করাবে, লোকজনকে খাদ্য খাওয়াবে, বস্ত্রহীনকে বস্ত্র দেবে, এতিমদের মাথায় হাত বুলাবে এবং ওইদিনে গোসল করবে।

'তাওয়ারীখ-ই হাবীব-ই ইলাহ্'-এ উল্লেখ করা হয়েছে যে, নিশ্চয় নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম শবে বরাতে উহুদের শহীদদের জন্য ইস্তিগফার করেছেন, যেমনিভাবে জান্নাতুল বাক্বী'তে দাফনকৃতদের জন্য করেছেন। সুতরাং শবে বরাতে উহুদের শহীদদের জন্য এবং অন্যান্য ওফাতপ্রাপ্তদের জন্য আমাদের ইস্তিগফার করা ও তাঁদের রূহে সাওয়াব পৌঁছানো সুন্নাতসম্মত।

মাওলানা আশরাফ আলী থানভীও তার 'বেহেশতী জেওর'-এর ৬ষ্ঠ খণ্ডের ৯৩ পৃষ্ঠায় এর সমর্থন করেছেন।

'জাওয়াহিরে গায়বী: পঞ্চম কান্য'-এর ৬১৪ ও ৬১৬ পৃষ্ঠায় 'জওহার: কাশ্ফ সম্পন্ন বুযুর্গগণ বলেলেছন,

"যে ব্যক্তি মুহররম মাসের প্রথম দশদিনের প্রতিদিন দু'রাক্'আত নফল নামায পড়বে, সালাম ফেরানোর পর এক হাজার বার দুরূদ শরীফ পড়বে এবং হুযূর আলায়হিস্ সালাম-এর পবিত্র দরবারে নেয়ায বণ্টন করবে, সে বড় সাওয়াব লাভ করবে।"

জাওহার: জেনে রেখো আশূরার দিনটি আল্লাহ্ তা'আলার নিকট অতি মহান। হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আশূরার দিনের সুন্নাত পালন করলো, সে যেন এক হাজার বছর আল্লাহর ইবাদত করলো। এ দিনের সুন্নাতগুলো হলো এ দশটি-১. রোযা রাখা, ২. নফল নামায পড়া, ৩. এতিমের মাথায় হাত বুলানো, ৪. গোসল করা, ৫. পরস্পর সন্ধি করে নেওয়া, ৬. রোগীর দেখাশুনা করা ও খোঁজখবর নেওয়া, ৭. পরিবার-পরিজন, মিসকীন ও দরিদ্রদের জন্য উন্নততর খাদ্য পরিবেশন করা, ৮. অভুক্তকে খাদ্য প্রদান, ৯. দ্বীনের আলিমদের সাক্ষাতে গমন, ১০. সুরমা লাগালো এবং ১১. দো'আ করা।

'জাওয়াহির-ই গায়বী: দ্বিতীয় কান্য': ১৫৩ পৃষ্ঠায় আছে- রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম রজব মাসকে আল্লাহর মাস, শা'বানকে নিজের মাস এবং রমযানকে উম্মতের মাস বলেছেন। কারণ, রজব মাস এক বিশেষ মাস। এ মাসে আল্লাহর রহমতের বৃষ্টি বর্ষিত হয়। কোন কোন আলিম বলেছেন, (এ মাসে) মৃতের নিকট সাদ্ক্বাহ্ ও দো'আ পৌঁছে থাকে। কোন কোন বর্ণনায় এসেছে যে, জুমু'আর রাতে মৃতের রূহ তার ঘরে আসে, অতঃপর দেখে তার জন্য কোন সাদক্বাহ্ খায়রাত করা হচ্ছে কিনা।

নুয্হাতুল মাজালিস: ১ম খণ্ডে উল্লেখ করা হয়েছে, আমি 'আল-মুখতার' ও 'মাত্বালি'উল আন্ওয়ার'-এ দেখেছি-

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ لَا يَأْتِيْ عَلَى الْمَيِّتِ اَشَدُّ مِنَ اللَّيْلَةِ الْاُوْلٰى فَارْحَمُوْا مَوْتَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ ـ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ يَقْرَأُ فِيْهَا فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَاٰيَةَ الْكُرْسِيِّ وَاَلْهٰكُمُ وَقُلْ هُوَ اللّٰهُ اِحْدٰى عَشَرَةَ مَرَّةً وَيَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ صَلَّيْتُ هٰذِهِ الصَّلٰوةَ وَتَعْلَمُ مَا اُرِيْدُ ـ اَللّٰهُمَّ ابْعَثْ ثَوَابَهَا اِلٰى قَبْرِ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ فَيَبْعَثُ اللّٰهُ تَعَالٰى مِنْ سَاعَتِهٖ اِلٰى قَبْرِهٖ اَلْفَ مَلَكٍ نُوْرٍ وَهَدِيَّةً يُؤْنِسُوْنَهٗ فِيْ قَبْرِهٖ اِلٰى اَنْ يُّنْفَخَ فِي الصُّوْرِ ـ

অর্থাৎ মৃতের নিকট ১ম রাত অপেক্ষা কঠিন রাত আর আসে না। সুতরাং সাদক্বাহ্ দ্বারা তোমরা তোমাদের মৃতদের উপর দয়া করো। সুতরাং যে তা করতে সমর্থ হয় না, সে যেন দু' রাক্'আত নামায পড়ে এভাবে যে, উভয় রাক্'আতে পড়বে- সূরা ফাতিহা, আয়াতুল কুরসী, সূরা তাকাসুর ও ক্বুল হুয়াল্লাহ্ শরীফ এগার বার করে। আর বলবে, "হে আল্লাহ্! আমি এ নামাযটুকু পড়লাম এবং তুমি জানো এতে আমার ইচ্ছা কি। হে আল্লাহ্! এর সাওয়াব অমুকের পুত্র অমুকের রূহে পৌঁছাও।" তৎক্ষণাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তার কবরে এক হাজার নূরের ফিরিশ্তাকে পাঠিয়ে দেন; আর তার কবরে তাকে অভয় দিতে হাদিয়া পাঠান- যে পর্যন্ত না শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে।

'যাদুল আখিরাহ্'য় লিপিবদ্ধ আছে-সুন্নাত হচ্ছে- মৃতের ওলী-ওয়ারিসগণ মৃতের মৃত্যু দিবসে তার দাফনের পূর্বে ও পরে প্রথম রাত অতিবাহিত হবার আগে সামর্থ্যানুসারে মৃতের জন্য সাদ্ক্বাহ্ করা ও ফক্বীর-মিসকীনদেরকে

নগদ- টাকা পয়সা ও খাদ্য দান করা। কারণ, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, মৃতের উপর তার প্রথম রাত অপেক্ষা বেশী কঠিন আর আসে না। সুতরাং তোমরা সাদ্ক্বাহ্ দিয়ে মৃতদের উপর দয়া করো। নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন, দাফনের পর মৃতের উপর তার অন্যান্য রাতের তুলনায় প্রথম রাত বেশি কঠিন। সুতরাং তার জন্য তোমরা সাদ্ক্বাহ্ দাও-যদিও একটা মাত্র খোরমাও হয়। [কৃত. ইবরাহীম শাহী]

"এবং তোমরা স্বল্প মূল্যের বিনিময়ে আমার আয়াতগুলো ক্রয় করো না।" (وَلَا تَشْتَرُوْا بِاٰيَاتِىْ ثَمَنًا قَلِيْلًا) - আল আয়াত থেকে দলীল গ্রহণ করে কিছুলোক ইবাদত-বন্দেগীর কাজ করে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা হারাম বলে থাকে। সুতরাং আমরা এর খণ্ডনে বলি, "উক্ত আয়াত থেকে ইবাদত-বন্দেগীর কাজের বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা হারাম মর্মে দলীল গ্রহণ করা সম্পূর্ণ মূর্খতা। (কারণ, ওই আয়াতের এ অর্থ নয়)।

তাফসীর-ই খাযিনে, সূরা বাক্বারার এ আয়াত وَلَا تَشْتَرُوْا بِاٰيَاتِىْ الخ -এর ব্যাখ্যায় উল্লেখ করা হয়েছে- اَىْ وَلَا تَسْتَبْدِلُوْا بِاٰيَاتِىْ الخ অর্থাৎ 'তোমরা ক্রয় করোনা' মানে তোমরা পরিবর্তন করোনা আমার আয়াতগুলোকে'। এর মমার্থ হলো- তাওরীতে হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর গুণাবলীকে দুনিয়ার স্বল্পমূল্যের বিনিময়ে পরিবর্তিত করো না। কারণ, আখিরাতের তুলনায় দুনিয়া এত নগণ্য ও সামান্য যে, তার কোন মূল্যই নেই। আর যেসব ব্যক্তি দুনিয়ার সামান্য মূল্য গ্রহণ করে, তা তার সমষ্টির তুলনায় অতি নগণ্যই, অতি স্বল্পই। সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেছেন, "তোমরা অতি স্বল্পমূল্য গ্রহণ করো না।" আমার আয়াতগুলোকে পরিবর্তিত করে না। আর এ জঘন্য কাজটা যারা করেছে তারা হলো কা'ব ইবনে আশরাফ এবং ইহুদীদের সরদার ও আলিমগণ। তারা তাদের নিম্নশ্রেণীর ও মূর্খ লোকদের থেকে খাদ্যাদি পেতো, তারা তাদের ক্ষেত, ফলমূল ও নগদ টাকা পয়সা ইত্যাদি থেকে প্রতি বছর কিছু পেতো ও গ্রহণ করতো। সুতরাং তারা আশঙ্কা করলো যে, যদি তারা হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর গুণ ও অবস্থা বর্ণনা করে দেয় এবং তাঁর অনুসারী হয়ে যায়, তাহলে হয়তো তাদের ওই খাদ্যাদি হাতছাড়া হয়ে যাবে। সুতরাং তারা তাঁর প্রশংসাবাক্যগুলো

পরিবর্তিত করে ফেললো, তাঁর নাম গোপন করে ফেললো। তারা আখিরাতের স্থলে দুনিয়াকেই বেছে নিলো এবং কুফরের উপর নির্দেশ জারী করলো।

তাফসীর-ই ক্বাদেরী: ১ম খণ্ড: সূরা বাক্বারা আয়াত- وَلَا تَشْتَرُوْا -এর ব্যাখ্যায় লিখা হয়েছেন "তোমরা নিওনা আমার কিতাবের আয়াতগুলোর বিনিময়ে, যেগুলো তাওরীতে আছে, অতি স্বল্প মূল্য।" এতে ইহুদী আলিমগণকে সম্বোধন করা হয়েছে, যেমন কা'ব ইবনে আশরাফ প্রমুখ। তারা হাদিয়া-তোহফাগুলোর কারণে তাওরীতের আয়াতগুলো পরিবর্তিত করে ফেলতো। আর হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর বিষয়কে গোপন করতো।

সূত্র. তাফসীর-ই মা'আ-লিমুত্ তান্যীল; সূরা বাক্বারা: পৃ. ২৪, তাফসীর-ই জালালাঈন: পৃ.৭, তাফসীর-ই রূহুল মা'আনী: পৃ. ২০৪, তাফসীর-ই আব্বাসী: পৃ.৮, তাফসীর-ই মূ-যিহুল ক্বোরআন: পৃ.৮, আ'যামুত্ তাফাসীর: পৃ. ১৩০, তাফসীরে মাযহারী; পৃ. ১৩৫, তাফসীর-ই আহমদী: পৃ.২১, তাফসীর-ই কাশ্শাফ: পৃ.২১২ এবং তাফসীর-ই রূহুল বয়ান: পৃ. ৮১।

---o---

براہین قاطعہ در جواز فاتحہ مروجہ بنگالہ

বাংলাদেশে প্রচলিত ফাতিহার বৈধতার পক্ষে অকাট্য দলীলাদি

আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহ ও দয়াক্রমে বলছি- খাবার তৈরী করে সেটার উপর ফাতিহা পাঠ করা এবং সাওয়াব মৃতদের রূহগুলোতে পৌঁছানোর নিয়ম আম-খাস সবার মধ্যে প্রচলিত রয়েছে। এ অধ্যায়ে মূল দলীল হচ্ছে হযরত আবূ যার রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর হাদীস শরীফ। তিনি বর্ণনা করেন-

فَلَمَّا كَانَ الْيَوْمُ الثَّالِثُ عَنْ وَفَاةِ اِبْرَاهِيْمَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ ابْنِ مُحَمَّدٍ ﷺ جَآءَ اَبُوْ ذَرٍّ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ مَعَهُ تَمْرَةٌ يَابِسَةٌ وَلَبَنُ النَّاقَةِ وَخُبْزُ الشَّعِيْرِ فَوَضَعَهَا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَرَأَ النَّبِيُّ ﷺ الْفَاتِحَةَ مَرَّةً وَسُوْرَةَ الْاِخْلَاصِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَقَرَأَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ اَنْتَ لَهَا اَهْلٌ وَهُوَ لَهَا فَرَفَعَ يَدَيْهِ وَمَسَحَ وَجْهَهُ فَاَمَرَ بِاَبِىْ ذَرٍّ اَنْ يَّقْسِمَهَا وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ ثَوَابَ هٰذِهِ الْاَطْعِمَةِ لِاِبْنِىْ اِبْرَاهِيْمَ-

অর্থাৎ অতঃপর যখন হযরত ইবরাহীম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ইবনে হযরত মুহাম্মদ (ওয়া সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর ওফাতের তৃতীয় দিন হলো, তখন হযরত আবূ যার রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু নবী-ই করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আসলেন। তাঁর সাথে ছিলো কিছু শুকনো খেজুর, উটের দুধ এবং যবের রুটি। তারপর তিনি সেগুলো নবী-ই করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট রাখলেন। অতঃপর নবী-ই করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম একবার সূরা ফাতিহা, তিনবার সূরা-ই ইখলাস পড়লেন। তারপর বললেন-

হে আল্লাহ্! হযরত মুহাম্মদ মোস্তফার উপর রহমত (দুরূদ) বর্ষণ করো যেভাবে তোমার শানের উপযোগী হয় এবং তিনিও সেটার উপযোগী হন। তারপর দু'হাত উঠালেন এবং তাঁর চেহারা মুবারকের উপর মসেহ করলেন। তারপর তিনি হযরত আবূ যারকে তা বণ্টন করে দিতে নির্দেশ দিলেন। আর নবী-ই করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বললেন, "এ খাবারগুলোর সাওয়াব আমার পুত্র ইবরাহীমের জন্য।"

এ হাদীস শরীফকে মোল্লা আলী ক্বারী আলায়হির রাহমাহ্ তাঁর নিজ কিতাব 'আওযাজান্দি'তে* উল্লেখ করেছেন। কিন্তু মাওলানা আবদুল হাই লক্ষ্ণৌভী সাহেব তাঁর 'মাজমূ'আহ্-ই ফাতাওয়া'য় লিখেছেন, "কিতাব 'আওযাজান্দি' না মোল্লা আলী ক্বারীর, না উল্লিখিত হাদীস বিশুদ্ধ। কারণ, 'সেহাহ্ সিত্তাহ'য় সেটা পাওয়া যায়নি।"

আমি বলছি- আল্লাহর সামর্থ্যক্রমে, মাওলানা আবদুল হাই লক্ষ্ণৌভীর প্রথম দাবী ('আওযাজান্দি' কিতাবটা মোল্লা আলী ক্বারীর নয়) ভিত্তিহীন। কারণ, প্রণেতা মহোদয় পুস্তিকাটার প্রারম্ভে তাঁর নাম ও জন্মস্থান উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া, পুস্তিকটা তাঁর নামে প্রসিদ্ধি পেয়েছে। সুতরাং প্রণেতার কথাই নির্ভরযোগ্য এ প্রবাদ অনুসারে- 'ঘরের মালিকই বেশী জানে ঘরে কি আছে।' তদুপরি, উক্ত মন্তব্যকারী কোন দলীল পেশ করেননি। দাবীতো দলীল ব্যতীত গ্রহণযোগ্য হয় না। সুতরাং উক্ত দাবীদার যা বলেছেন, তা বাতিল ও মূল্যহীন।

বাকী রইলো তার দ্বিতীয় দাবী। তাহলো 'উল্লিখিত হাদীস শরীফ বিশুদ্ধ নয়। কারণ, তা সেহাহ্ সিত্তার মধ্যে পাওয়া যায়নি।' এ দাবীও ভিত্তিহীন। এটা কয়েকটা কারণে। যথা-

---

*এ কিতাবের সমর্থনে আরব (মক্কা মুকর্‌রামাহ্ ও মদীনা মুনাওয়ারাহ্)-এর ২৭ জন বড় বড় আলিম এবং মুফতীর দস্তখত ও মোহর রয়েছে। 'হাদিয়াতুল হারামাঈন'-এ 'আন্‌ওয়ার-ই আফতাব-ই সাদাক্বত' থেকে অনুরূপ উদ্ধৃত হয়েছে।

প্রথমত: তিনি 'সেহাহ্ সিত্তা'য় পাওয়া না যাওয়াকে হাদীস মাওদ্বূ' (বানোয়াট) হবার জন্য কারণ সাব্যস্ত করেছেন। তার বক্তব্য থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, 'কোন হাদীস সেহাহ্ সিত্তায় পাওয়া না গেলে তা মাওদ্বূ' (বানোয়াট) হবে।' তার কথা যদি মেনে নেওয়া হয়, তবে তো অনেক হাদীস শরীফ মাওদ্বূ' (বানোয়াট) হয়ে যাবে। সুতরাং 'শো'আবুল ঈমান'-এর হাদীসমূহ, ইবনে হাব্বানের সহীহ্, হাকিমের 'সহীহ্ মুস্তাদরাক', আবূ আওয়ানার সহীহ্, ইবনে খোযায়মাহ্, মুআত্ত্বা, সুনান-ই দার-ই ক্বুত্বনী, মুসান্নাফ-ই ইবনে আবূ শায়বাহ্, মুসনাদ-ই ইমাম আহমদ, মুসনাদ-ই বায্যার, মুসনাদ-ই আবূ ইয়া'লা, মুসনাদ-ই দারেমী, মু'জাম-ই কবীর-ই ত্বাবরানী, ইমাম ত্বাবরানীর মু'জাম-ই আওসাত্ব, ইমাম ত্বাবরানীর মু'জাম-ই সগীর, ইমাম ত্বাবরানীর দো'আ, ইবনে মারদুয়াইহ্র দো'আ, ইমাম বায়হাক্বীর দো'আ, বায়হাক্বীর 'সুনান-ই কবীর', ইবনে সুন্নীর 'আমালুল ইয়াউমি ওয়াল্লায়লাহ্', ইমাম-ই আ'যমের মুসনাদ, ইমাম শাফে'ঈ'র মুসনাদ, ইমাম সুয়ূতীর জাম'উল জাওয়ামি' (আলায়হিমুর রাহমাহ্) ইত্যাদি হাদীসের কিতাবাদি তো 'সেহাহ্ সিত্তা'র বাইরে। সুতরাং তাঁর (মাও. আবদুল হাই লক্ষ্ণৌভী) ওই কথা কোন বিবেকবানই গ্রহণ করবেন না। কেননা, এটা বাতিল ও ভিত্তিহীন হওয়া সুস্পষ্ট।

বস্তুতঃ খাদ্য ও শিরনীর উপর ফাতিহা পাঠের বৈধতার ক্ষেত্রে বহু স্পষ্ট দলীল রয়েছে। আর ফাতিহা পাঠের সময় পাক-সাফ জায়গায় ক্বেবলামুখী হয়ে বসা ও ফাতিহা পাঠ করা ফরয কিংবা ওয়াজিব হিসেবে নয়; বরং আদব প্রদর্শনার্থেই।

সুতরাং হযরত শায়খ আবদুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহলভী আলায়হির রাহমাহ্ মুহার্‌রমের শহীদানের স্মরণে দিনগুলোতে (প্রথম দশ দিনে) দুরূদ-ফাতিহা পাঠ সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবে বলেছেন- ফাতিহা ও দুরূদ শরীফ পাঠ মূলতঃ দুরস্ত আছে। কিন্তু এ ধরনের আয়োজনে (কখনো) এক প্রকারের বেয়াদবীও সম্পন্ন হয়ে যায়। কারণ, সেখানে অভ্যন্তরীণ নাপাকী থাকে। অথচ ফাতিহা ও দুরূদ শরীফ পাঠ এমন জায়গায় হওয়া চাই, যা পবিত্র হবে- প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য নাপাকী থেকে। এ থেকে বুঝা গেলো যে, ফাতিহাখানির জায়গা পাক-পবিত্র হওয়া জরুরী; বরং মুস্তাহাব। 'সেরাতুল মুস্তাক্বীম'-এ বলা হয়েছে- প্রথমে দো'আপ্রার্থীর উচিত হবে ওযূ সহকারে হওয়া, নামাযের মতো

দু'জানু হয়ে বসা ও ফাতিহা পাঠ করা। তাও দ্বীন ও তরীক্বার শীর্ষস্থানীয়দের নিয়মানুসারে হওয়া চাই। যেমন- হযরত খাজা কুত্ত্ব উদ্দীন বখতিয়ার কাকী আলায়হির রাহমাহ্ প্রমুখের নিয়মানুসারে পাঠ করে আল্লাহ্ পাকের মহান দরবারে প্রার্থনা করা চাই- এসব বুযুর্গানে দ্বীনের ওসীলা নিয়ে। (শেষ পর্যন্ত)

নেক্কার বুযুর্গ, অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন ও ধীশক্তি বিশিষ্ট বুযুর্গদের উপরোল্লিখিত দু' ইবারত থেকে একথা সুস্পষ্ট হয় যে, ফাতিহা-খানির সময় ক্বেবলামুখী হয়ে, পাকসাফ জায়গায় বসে সম্পন্ন করা জায়েয এবং নেপথ্যে বরকতময়ও।

উল্লেখ্য, ক্বোরআন মজীদের সব সূরা অপেক্ষা 'আলহামদু' শরীফের ফযীলত বেশী। সুতরাং হযরত মাওলানা শাহ্ আবদুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহলভী আলায়হির রাহমাহ্ তাঁর তাফসীর-ই আযীযীতে বলেছেন, যদি 'সূরা-ই ফাতিহা'কে এক পাল্লায়, আর ক্বোরআনের পূর্ণ বাকী অংশ এক পাল্লায় রাখা হয়, তবে 'আলহামদু' শরীফের ওজন অপর অংশের তুলনায় সাতগুণ বেশী হবে।

'তাফসীর'-ই রূহুল বয়ান'-এ লিখা হয়েছে যে, যদি কেউ সূরা-ই ফাতিহা পাঠ করে, তবে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে এ পরিমাণ সাওয়াব দেবেন যেন সে পূর্ণ ক্বোরআন মজীদ তিলাওয়াত করেছে এবং সমস্ত মু'মিন নর-নারীর উপর সাদক্বাহ্ (দান) করেছে।

সুতরাং এ নিয়ম দেশে আগে থেকে জারী হয়েছে যে, যখন বুযুর্গদের নামে কিছু খাদ্য ও শিরনী তৈরী করা হয়, তখন ঈসালে সাওয়াবের উদ্দেশ্যে 'আলহামদু' শরীফ পড়ে ও কিছু সাদক্বাহ্ দিয়ে দৈহিক ও আর্থিক দু' ইবাদতের সাওয়াব মৃতের রূহে বখ্শিশ করে থাকে। জনাব মাওলানা আবদুল্লাহ্ সাহেব গুজরাটী তার 'ওসীয়তনামা'য় লিখেছেন, বুযুর্গদের জন্য বিশেষ ধরনের খাদ্য তৈরী করা ও নির্দ্ধারিত ফাতিহা-নেয়ায করা সৎ ও নেক্কার লোকদের নিয়ম বা প্রথা। অনুরূপ, 'রিয়াদ্বুস্ সালেহীন'-এ লিপিবদ্ধ হয়েছে যে, ফাতিহাখানি করা বুযুর্গানে দ্বীনের নেয়াযগুলোর অন্যতম এবং শরীয়ত মতে জায়েয।

উপরোক্ত ইবারতগুলো মাওলানা আবদুল হাই লক্ষ্ণৌভী তাঁর 'মজমূ'আহ্-ই ফাতা-ওয়া : ৩য় খণ্ডে উল্লেখ করেছেন। (... শেষ)

'জামে'উল আওরাদ' প্রণেতা মহোদয় বলেছেন, কেউ যদি খাদ্যের উপর

ফাতিহা দিয়ে ফক্বীর-মিসকীনদের দিয়ে দেয়, তবে অবশ্যই সাওয়াব পৌঁছে। ওই কিতাবে এমনও রয়েছে যে, যখন ক্বোরআন মজীদের খতম করবে, তখন আরো পাঁচ আয়াত পড়ে ফাতিহার জন্য হাত তুলে যাদের জন্য ইচ্ছা হয় তাদের রূহে হুযূর-ই আক্রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর ওসীলা নিয়ে বখশিশ করবে।

'যুবদাতুন্ নাসা-ইহ্'-এ লিখা হয়েছে যে, প্রথমে প্রচলিত ফাতিহা-খানি করে দুরূদ শরীফ, আলহামদু শরীফ ও সূরা ইখলাসের সাওয়াব, অনুরূপ তৈরীকৃত খাবারের জন্য খরচের সাওয়াব হুযূর-ই আক্রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর রূহ-ই আক্বদাসে পৌঁছাবে।

জনাব মাওলানা শাহ্ ওলী উল্লাহ্ মুহাদ্দিসে দেহলভী সাহেব বলেছেন, যদি দুধ ও শিরনী কোন বুযুর্গের ফাতিহা ও তাঁদের রূহে ঈসালে সাওয়াবের উদ্দেশ্যে তৈরী করা হয় এবং খাওয়ানো হয়, তবে কোন ক্ষতি (গুনাহ্) নেই। আল্লাহর ওয়াস্তে কৃত নযর বা মান্নাতের খাবার গ্রহণ করা ধনীদের জন্য জায়েয নয়। অবশ্য যদি কোন বুযুর্গের নামে ফাতিহা দেওয়া হয়, তারপর তা আহার করা ধনীদের জন্যও জায়েয।

জনাব মাওলানা ইসমাঈল সাহেব 'সিরাতুল মুস্তাক্বীম'-এ লিখেছেন, 'মৃতদের উপকার করা খাদ্য পরিবেশন ও ফাতিহাখানির মাধ্যমে উত্তম নয়'- কথাটা গ্রহণযোগ্য নয়; বরং তা উত্তম ও শ্রেয়। এ থেকে এও প্রমাণিত হয় যে, খাদ্য পরিবেশন ও ফাতেহাখানির মাধ্যমে ঈসালে সাওয়াব করা (সাওয়াব পৌঁছানো) উত্তমভাবে প্রকাশ পায়। তাঁর ব্যবহৃত 'উত্তম ও শ্রেয়' (بہتر وافضل) শব্দ দু'টি একথাটাই বুঝাচ্ছে।

'মাজমূ'আহ্-ই ফাতাওয়া', কৃত- মাওলানা আবদুল হাই লক্ষ্ণৌভী: ৩য় খন্ড 'দাফনের পর মৃতের জন্য কী করা যাবে' (مَا يُفْعَلُ لِلْاَمْوَاتِ بَعْدَ الدَّفْنِ) শীর্ষক অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছেঃ

প্রশ্ন: বর্তমানকালে প্রচলিত ফাতিহাখানি, অর্থাৎ খাদ্যবস্তু সামনে রেখে হাত তুলে (দো'আয়) কিছু পড়ার বিধান কি? বর্ণনা করুন, সাওয়াব পাবেন।

উত্তর: এ বিশেষ নিয়ম না আঁ- হযরত সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে ছিলো, না খোলাফা-ই রাশেদীনের যুগে ছিলো, বরং না এর অস্তিত্ব তিন উত্তমযুগে ছিলো বলে বর্ণিত, এমনকি বর্তমানে হারামাঈন শরীফাঈন (আল্লাহ্ এ দু' হেরমের মর্যাদাকে আরো বৃদ্ধি করুন!)-এ বিশেষ

নিয়মটি নেই। তবুও যদি কেউ এ বিশেষ নিয়মে আয়োজন করে, তবে ওই খাবার হারাম হবে না, তা আহার করায় কোন অসুবিধা নেই। তবে এমনটি করাকে জরুরী মনে করাও মন্দ হবে। উত্তম হচ্ছে- যা ইচ্ছা হয় পাঠ করে এর সাওয়াব মৃতের রূহে পৌঁছানো এবং খাবার ও সাদক্বাহর নিয়্যতে ফক্বীর-মিসকীনকে খাওয়ানো এবং এর সাওয়াব মৃতদের রূহে পৌঁছানো।

মজমূ'আ-ই ফাতাওয়ায়, এর প্রণেতা মাওলানা আবদুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহলভী আলায়হির রাহমাহ্ লিখেছেন, আমি বছরে দু'টি মাহফিলের আয়োজন করি- একটি হলো, 'যিকরে ওফাত শরীফ' এবং আরেকটি 'শাহাদাতে হাসনাঈন' হযরত হাসান ও হযরত হোসাঈন রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমার স্মরণে মাহফিল।

প্রথমটিতে লোকেরা আশূরার দিনে বরং এর এক বা দু'দিন আগে, প্রায় চারশ' কিংবা পাঁচশ' লোক, বরং এক হাজার জন পর্যন্ত জড়ো হয়ে যান। তাঁরা দুরূদ শরীফ পাঠ করেন। এরপর আমি আসি ও বসে পড়ি। হযরত হাসান ও হযরত হোসাঈন রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমার ওইসব ফযীলত বর্ণনা করি, যেগুলো হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে। যেসব হাদীস শরীফে তাঁদের শাহাদতের কথা বর্ণিত হয়েছে, সেগুলোও আলোচনায় আসে। এ হযরতগণের উপর যেসব মুসীবৎ নেমে এসেছিলো সেগুলোও নির্ভরযোগ্য হাদীসের আলোকে বর্ণনা করা হয়। প্রসঙ্গতঃ কিছু কিছু শোকগাঁথাও, যেগুলো মানুষ ছাড়া অন্য জাতি, যেমন জিন-পরীরা পাঠ করেছে, যেগুলো হযরত উম্মে সালামাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা ও অন্যান্য সাহাবীরা শুনেছিলেন, বর্ণনা করা হয়। তদুপরি, ওইসব ভয়ঙ্কর স্বপ্ন যেগুলো হযরত ইবনে আব্বাস ও অন্যান্য সাহাবীরা (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম) দেখেছিলেন, সেগুলোও বর্ণনা করা হয়। আর রসূল-ই করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর রূহ মুবারককে কষ্ট দেয় বলে প্রতীয়মান হয় এমন বর্ণনাদি সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়। এরপর ক্বোরআন মজীদের খতম এবং পাঁচ আয়াত শরীফ পড়ে প্রস্তুতকৃত খাদ্যের উপর ফাতিহা পাঠ করা হয়। আর এ মজলিসের মধ্যে সুকণ্ঠী যে লোকটি থাকেন তিনি সালাম পড়েন এবং শরীয়তসম্মত 'শোকগাঁথা' কবিতাদিও আবৃত্তি করা হয়। প্রকাশ থাকে যে, তখন অধিকাংশ উপস্থিত লোকের এবং আমার মনও আবেগাপ্লুত হয়ে যায় ও কান্না আসে। এগুলো হচ্ছে এতদুপলক্ষে অতি সামান্য কর্মসূচী। পরিশেষে

আমি অধমের পক্ষে যে খাদ্যটুকু রান্না করানো সম্ভবপর হয়, তা সামনে রেখে দিই (ও বিতরণ করি) আর যেসব কাজ অবৈধ, তার কোনটি মোটেই করি না।

ফাতাওয়া-ই আযীযী: ১ম খণ্ডে লিখা হয়েছে- ওই খাদ্য, যার সাওয়াব দু' ইমাম (হযরত ইমাম হাসান ও হযরত ইমাম হোসাঈন) রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমার রূহে পৌছানোর জন্য তৈরী করা হয় এবং সেটার উপর ফাতিহা, কুল ও দুরূদ শরীফ পড়া হয়, তাবাররুক হয়ে যায়। তা খাওয়া অতি উত্তম। এতে আরো উল্লেখ করা হয়েছে যে, দ্বিতীয়তঃ এভাবে অনেক লোক একত্রিত হয়ে কালামুল্লাহ্ (ক্বোরআন) শরীফ খতম করা, শিরনী ও খাদ্য তৈরী করে সেটার উপর ফাতিহা পড়ে উপস্থিত লোকদের মধ্যে বিতরণ করার নিয়ম পয়গাম্বর-ই খোদা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর যামানায় ছিলো না। তবুও যদি এসব কাজ কেউ করে, তবে তাতে কোন ক্ষতি নেই। কেননা, এ ধরনের কাজে মন্দ কিছু নেই; বরং জীবিত ও মৃত-উভয়ের জন্য উপকারই রয়েছে।

তাতে আরো উল্লেখ করা হয়েছে যে, যদি খিচুড়ি ও শিরনী ইত্যাদি কোন বুযুর্গের রূহে সাওয়াব পৌছানোর উদ্দেশ্যে তৈরী করে খাওয়ানো হয়, তবে তাতে ক্ষতি নেই; বরং জায়েয। আর যদি কোন বুযুর্গের জন্য (খাদ্য তৈরী করে) ফাতিহা পাঠ করা হয় এবং তা ধনীলোকদেরকেও খাওয়ানো হয়, তাহলে তাও জায়েয।

শায়খুল ইসলাম শামসুদ্দীন আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ওরফে ইবনে ক্বাইয়্যেম আল-জূযীর লিখিত 'কিতাবুর রূহ'-তে উল্লেখ করা হয়েছে যে-

اَلْمَسْئَلَةُ الرَّابِعَةُ : وَقَدْ يَنْقَطِعُ الْعَذَابُ بِدُعَآءٍ اَوْصَدَقَةٍ اَوْاِسْتِغْفَارٍاَوْ ثَوَابِ حَجٍّ اَوْقِرَأَةٍ تَصِلُ اِلَيْهِ مِنْ بَعْضِ اَقَارِبِهٖ اَوْغَيْرِهِمْ۔

অর্থাৎ চতুর্থ মাসআলা: দো'আ, সাদক্বাহ্, ইস্তিগফার, হজ্জের সাওয়াব ও ওই ক্বিরআত দ্বারা, যা তার নিকট পৌছে- তার কোন নিকটাত্মীয় কিংবা অন্য কারো নিকট থেকে, আযাব বন্ধ হয়ে যায়।

হযরত আমর ইবনে জারীর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেছেন-

اِذَا دَعَا الْعَبْدُ لِاَخِيْهِ الْمَيِّتِ اَتَاهُ بِهَا مَلَكٌ اِلٰى قَبْرِهٖ فَقَالَ يَا صَاحِبَ الْقَبْرِ الْغَرِيْبِ هَدِيَّةٌ مِنْ اَخٍ عَلَيْكَ شَفِيْقٍ۔

অর্থাৎ যখন কোন বান্দা তার মৃত ভাইয়ের জন্য দো'আ করে, তখন তা নিয়ে তার কবরে একজন ফেরেশ্‌তা এসে যান। তারপর বলেন, হে কবরবাসী নিঃস্ব! এটা তোমার ভাইয়ের পক্ষ থেকে (তোমার জন্য) হাদিয়া। সে তোমার প্রতি সদয় হয়ে এটা পাঠিয়েছেন।

ইমাম জালাল উদ্দীন সুয়ূত্বী আলায়হি্ রাহমাহ্ তাঁর লিখিত 'শারহুস্ সুদূর ফী বয়ানে আহওয়া-লিল মাওতা ওয়াল ক্বুবূর'-এ উল্লেখ করেছেন-

وَاَخْرَجَ الطَّبْرَانِیُّ عَنِ الْاَوْسَطِ عَنْ اَنَسٍ رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ یَقُوْلُ مَا مِنْ بَیْتٍ یَمُوْتُ مِنْهُمْ مَیِّتٌ فَیَتَصَدَّقُوْنَ عِنْدَ مَوْتِهٖ اِلَّا اَهْدَاهَا لَهٗ جِبْرَآئِیْلُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَلٰی طَبَقٍ مِنْ نُوْرٍ ثُمَّ یَقِفُ عَلٰی شَفِیْرِ الْقَبْرِ فَیَقُوْلُ یَاصَاحِبَ الْقَبْرِ الْعَمِیْقِ هٰذِهٖ هَدِیَّةٌ اَهْدَاهَا اِلَیْکَ فَاقْبَلْهَا فَتَدْخُلُ عَلَیْهِ فَیَفْرَحُ بِهَا وَیَسْتَبْشِرُ وَیَحْزُنُ جِیْرَانُهُ الَّذِیْ لَایُهْدٰی اِلَیْهِمْ بِشَیْءٍ۔

অর্থাৎ ইমাম ত্বাবরানী 'আওসাত্ব' থেকে হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণনা করেছেন, আমি রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করতে শুনেছি, যে কোন ঘরের কেউ মৃত্যুবরণ করে, অতঃপর তারা তার মৃত্যুর সময় সাদ্‌ক্বাহ্-খায়রাত করে, তার নিকট হযরত জিব্রাঈল আলায়হিস্ সালাম তা একটি নূরের পাত্রে রেখে হাদিয়া স্বরূপ নিয়ে আসেন, অতঃপর তার কবরের পাশে দাঁড়ান, তারপর বলেন, "হে গভীর কবরের অধিবাসী! এটা তোমার জন্য হাদিয়া। সুতরাং এটা গ্রহণ করো। অতঃপর তা তার নিকট প্রবেশ করে আর সে তাতে খুশী হয় এবং খুশী প্রকাশ করে। পক্ষান্তরে, তার প্রতিবেশীরা দুঃখিত হয়, যাদের নিকট কোন হাদিয়া আসে না।

তাফসীর-ই ফাত্‌হুল আযীয: সূরা বাক্বারা: পারা 'আলিফ, লা-ম, মী-ম'-এ وَمَا یُضِلُّ بِهٖۤ اِلَّا الْفٰسِقِیْنَ -আল-আয়াতের ব্যাখ্যায়, 'ফাসিক্ব' শব্দের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে লিখেছেন, ইস্তিগফার, ফাতিহা, দুরূদ ও সাদ্‌ক্বাহ্-খায়রাত দ্বারা মৃতকে সাহায্য করলে তা অবশ্য পরিগণিত হবে। তাতে আরো আছে যে, সূরা 'আবাস ঃ আম পারা; ثُمَّ اَمَاتَهٗ فَاَقْبَرَهٗ আল-আয়াতের ব্যাখ্যায় উল্লেখ করা হয়েছে- মৃতকে দাফন করার বর্ণনা

প্রসঙ্গে যে, যখন মৃতের দেহের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এক জায়গায় একত্রিত থাকে বা করা হয়, তখন শরীরের সাথে রূহের সম্পর্ক, আল্লাহর কৃপাদৃষ্টি ও দয়াক্রমে, বহাল থাকে এবং তার যিয়ারতকারী, বন্ধু-বান্ধব ও উপকারভোগীদের প্রতি তার রূহের মনযোগ সহজভাবে থাকে। কারণ, স্থান নির্দ্ধারিত থাকার ফলে, রূহের স্থানেরও নির্দ্ধারিত থাকে এবং এ যেন সাদক্বাহ্, ফাতিহা ও তেলাওয়াতে ক্বোরআন মজীদের এ পার্থিব প্রভাবাদি, ওই স্থানে, যেখানে তার দেহ্ দাফন করা হয়েছে অনায়াসে সম্পন্ন হয়ে উপকারী হয়। আর দাফনকৃত আউলিয়া-ই কেরাম এবং অন্যান্য মু'মিনদের অবস্থানস্থল থেকে সুপারিশাদি ও উপকারাদি পাওয়া অব্যাহত থাকে।

তাতে আরো বর্ণিত হয়েছে যে, সূরা ইন্‌শিক্বাক্বঃ আম পারা وَالْقَمَرِ اِذَا اتَّسَقَ আল-আয়াতের ব্যাখ্যায় আছে যে, জীবিতদের সাহায্য মৃতদের প্রতি এমতাবস্থায় খুব তাড়াতাড়ি পৌঁছে। আর মৃতরাও এদিক থেকে সাহায্য পৌঁছার জন্য অপেক্ষমান থাকে। অনুরূপ, তারা এতে দৃঢ় আশাবাদী যে, এখনো আমরা জীবিত আছি।

সুতরাং হাদীস শরীফে কবরের অবস্থাদির বর্ণনা প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে যে, মুসলমান পুরুষ সেখানে বলবে, "আমাকে ছেড়ে দাও, আমি নামায পড়বো।" আরো বর্ণিত হয় যে, ওই অবস্থায় মৃত ব্যক্তি পানিতে নিমজ্জমান ব্যক্তির মতো থাকে। তারা সাহায্যের ফরিয়াদ জানায় ও পাবার জন্য অপেক্ষা করে। সাদক্বাহ্-খায়রাত, দো'আ ও ফাতিহা ওই সময় তার খুব উপকারে আসে। আর এ স্থান থেকেই, মানুষের আনাগোনা এক বছর যাবৎ, বিশেষতঃ মৃত্যুর পর 'এক চিল্লাহ্' (৪০ দিন) কাল যাবৎ অব্যাহত থাকে এবং এ ধরনের প্রচেষ্টা চালাতে থাকে। আর মৃত ব্যক্তির রূহ, অনুরূপ, মৃত্যুর নিকটবর্তী সময়ে স্বপ্নে ও উপমাজগতে জীবিতদের সাথে সাক্ষাৎ করতেই থাকে এবং মনের কথা প্রকাশ করে থাকে।

'রিয়াদ্বুল মাক্বাসিদ'-এ উল্লেখ করা হয়েছে যে, মোল্লা সিদ্দীক্ব যীরী কৃত, 'জামে'উল ফিকহ'য় 'মাজমূ'উর রেওয়ায়াত' ও 'ফাতাওয়া-ই নাওয়াদির' থেকে উদ্ধৃত হয়েছে যে, পয়গাম্বরে খোদা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম হযরত হামযাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর রূহ্ মুবারকে (শাহাদাতের) তৃতীয়, দশম, বিংশতিতম, চল্লিশতম দিবসে এবং ছয়মাস ও বছর পূর্তিতে খাদ্য তৈরী করে এর সাওয়াব পৌঁছিয়েছেন। আর সাহাবা-ই

কেরামও এমনটি করতেন।

মাওলানা শাহ্ 'আয়নুল হুদা লিখিত 'শামসুল আন্ওয়ার ফী- যিক্রি সাইয়্যেদিল আবরার'-এ উল্লেখ করা হয়েছে- অনুরূপ, নযর-নিয়ায, ফাতিহা, দুরূদ, বিভিন্ন ধরনের হালাল খাবার পরিস্কার পাত্রে রেখে, পবিত্র জায়গায় খুশ্বু ইত্যাদি মেখে নিষ্ঠা ও সততার সাথে আয়োজন করা হলে তাতে খুব বরকত হয়। আল্লাহ্ তা'আলা তার এ তোহফাদির কারণে অত্যন্ত খুশী হন; সেগুলোর সাওয়াব যেসব লোককে দান করা হয়, পৌঁছিয়ে দেন। তাদের নিকটও অনায়াসে তা পৌঁছে যায়। যেমনটি ইমাম ত্বাবরানী 'আওসাত্ব' -এ হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি শুনেছেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছিলেন, কোন ঘরে কেউ মৃত্যুবরণ করলে, তারপর তার পক্ষ থেকে তার মৃত্যুর পর সাদক্বাহ্-খায়রাত করলেই, হযরত জিব্রাঈল আলায়হিস্ সালাম তা হাদিয়া হিসেবে নূরের পাত্রে রেখে নিয়ে যান, তারপর তার কবরের পাশে দাঁড়ান, আর বলেন, হে কবরের বাসিন্দা! এটা হাদিয়া, তোমার পরিবারের লোকেরা তোমার নিকট পাঠিয়েছে, এটা কবুল করো! তারপর তা তার নিকট প্রবেশ করে এবং সে তা পেয়ে খুশী হয়। কিন্তু তার প্রতিবেশীরা দুঃখিত হয়, যাদের নিকট হাদিয়া পাঠানো হয়নি। অনুরূপ, যারা ফাতিহা, দুরূদ, নযর নেয়ায, খাদ্য ও শিরনী ইত্যাদির উপর পাঠ করে, যাকে ইচ্ছা হয় পাঠিয়ে থাকে, সেগুলো তাদের নিকট পৌঁছে যায়। যদি লক্ষ-কোটি মানুষ ইচ্ছা করে, তাদের মর্যাদানুসারে আল্লাহ্ জাল্লা-শানুহূ নিজ তরফ থেকে হুর-গিলমান ও ফিরিশ্তাদের দ্বারা পৌঁছিয়ে দেন।

تَمَّتْ بِالْخَيْرِ بِعَوْنِ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ وصلى الله تعالى
على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

-সমাপ্ত-

সংগ্রহ করুন

ইমামে আহ্‌লে সুন্নাত, পীরে ত্বরীক্বত, তাজুল ওলামা, বদরুল ফুদ্বালা, ওমদাতুল মুহাক্কিক্বীন, যুবদাতুল মুফাস্‌সিরীন, শামসুল মুনাযিরীন, ফখরুল ওয়া-'ইযীন, ইফতিখারুল মাশা-ইখিল আ'লাম, মুবাল্লিগুল ইসলাম, মুজাহিদে আ'যম, আশিক্বে রসূল-ই আকরাম, হযরতুল হাজ্জ আল্লামা গাযী

রচিত

ফার্সী কাব্যগ্রন্থ

সৈয়দ মুহাম্মদ আযীযুল হক শেরে বাংলা আল্-ক্বাদেরী

[রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি]

ওযান-ই আযী

[উচ্চারণসহ বাংলা অনুবাদ]

বঙ্গানুবাদ

মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান

প্রকাশক

আলহাজ্ব মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ বদরুল হক আলকাদেরী

প্রাপ্তিস্থান

আল্লামা গাযী শেরে বাংলা দরবার শরীফ

হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।

মোবাইল: ০১৮১৯-৬৪৯১৪০